

হুতোম প্যাটার নকশা।



(প্রবন্ধ কল্পনা ।)

শ্রীতাল হুন্ ব্যাক্- যার ইয়ার কর্তৃক

প্রচারিত ।

২৪৫২

*

২৪৫২

স্বর্গাধিনমুখোপাচার্য্য-বুধ-কল্যাণ ।

প্রকাশ্য চরিত্রাণ্য মহৎসুখ্যাত্মকতা ।

চিত্তবৃত্তি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিভা পরিমার্জিত ।



কলিকাতা ।

মালিকতলা-ট্রিট ৭৯ সংখ্যক ভবনে পুবাণ-প্রকাশনালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্তৃক মুদ্রিত ।

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা ।

আজ্জ কাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মুর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে, বেওয়ারিস লুচীৰ ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেরই একটা না একটা পুতুল তইরি ববে খালা কবে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে বা মনে যায কচেন, যদি এর কেও ওয়াবিসান থাকতো, তা হলে ইকুলবয় ও আমাদের মত গাধাদেব দ্বারা নাস্তা নাবুদ হতে পেতো না— তা হলে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকাব কাঁশী যেতেন, কেউ বা কষেদ থাকতেন, স্মতরাং এই নজিবেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিষ নাই যে আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেসিব ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নকশাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়লো। কথায় বলে “এক জন বড় মানুষ, তাঁবে প্রত্যহ নতুন নতুন স্করামো দ্যাখবাব জন্য এক জন ভাঁড় চাকর বেখেছিলেন, সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁডামো করে বড় মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কতো, কিছু দিন যায়, অ্যাক দিন সে আর নতুন ভাঁডামো খুঁজে পায় না, শেষে ঠাউবে ঠাউবে এক কাঁকা মুটে ভাড়া করে বড় মানুষ বাবুব কাছে উপস্থিত, বড় মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে কাঁকা মুটেব ওপোব বসে আস্তে দ্যেখে বলেন, ভাঁড ! এ কি হে ? ভাঁড বলে ধর্ম্মাবতার “আজ্জকের এই এক নতুন !” আমরাও এই নকশাটি পাঠকদের উপহার দিই এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম্—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তির-কাব বা পুরস্কাব করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নকশা প্রচারিত হলো, নকশা খানিব ছুপাত দেখলেই সহৃদয় মাত্রেরই তা অলুস্তব কত্তে সমর্থ হবেন, কাবণ এই নকশায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহাব করা হয় নাই—সত্য বটে অনেকে নকশা খানিতে

আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, ১৭৩
বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই
মাত্র বলতে পারি যে, আমি কাবেও লক্ষ্য কবি নাই অথচ
সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্শার মধ্যে
থাকিতে ভুলি নাই।

নকশাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেস কলেও
কন্তে পাত্তেম, কাবণ পূর্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনাব
মুখ কদর্য দোখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন
না, বরং যাত্রে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বিব কবে থাকেন,
কিন্তু নীলদর্পণেব হ্যাক্সাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ার-
দেব মুখেব কাছে ভবনা বেঁধে আরিসী ধতে আব সাহস
হয় না, স্তবধা বুড়ো বয়সে সং স্যোজে সং কন্তে হলো—
পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ কর্কেন।

আশমান
১৭৮৪ শবাব্দ। }

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা।

পাঠক। হতোমেব নকশার প্রথমভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত
ও প্রচারিত হলো। যে সময় এই বই খানি বাহির হয়, সে
সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা কবেন নাই যে, এখানি
বাকালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশেব প্রায় সমস্ত লোকে
(কেউ জুকিয়ে কেউ প্রকাশে) পড়বেন। যাঁরা মজ্জদর, সর্ক
সনয় দেশেব প্রিয় কামনা কবে থাকেন ও হতভাগ্য বাকালী
সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা
হতোমেব নকশা আদব কবে পড়ে সর্কদাই অবকাশ রঞ্জন
করেন। যে ওলো হতভাগা, হতোমেব লক্ষ্য, লক্ষীর বরষাত্র,
পাক্জীব টেক্কা ও বজ্জাতেব বাদশা। তারা “দেখি হতোম
আমায় গাল দিয়েছে কি না? কিছা কি গাল দিয়েছে” বলেও
অন্তত জুকিয়ে পড়েচে, শুধু পড়া কি,—অনেকে সুদরেচেন,
সমাজের উন্নতি হয়েছে ও প্রকাশ্য বেলেজাগিরি বদমাঈশী

ও বজ্রাতিব অনেক লাঘব হয়েছে। এ কথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটা সাধাৰণের ঘব কল্পাব কথা।

পাঠক। কতকগুলি আনাড়িতে বটান, হতোমেব নক্শা অতি কদর্যা বই, কেবল পরনিন্দা পরচৰ্চা খেঁউড ও পচালে ও পোরা ও শুদ্ধ গায়েব ছালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্র লোককে গাল দেওয়া হয়েছে। এটা বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদেব ভ্রম, অ্যাকবাব ক্যান, শতেক বাব মুক্ত কণ্ঠে বলবো—
ভ্রম। হতোমেব তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হতোম ততদূর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরে, জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হতোমেব নক্শা প্রসব করেছে, সেই কলম ভাবতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র বিচিত্র চিত্রোৎকর্ষ-বিধায়ক মুমুকু সংসারী, বিবাগী ও রাজাব অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক, সুতবাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্বেন যে, অজাগব ক্ষুধিত হলে অবস্থলা খায় না ও গায়ে পিপঁড়ে কান্দাডালে ডঙ্ক ধবে না। হতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকাবেরও সেই সম্পর্ক।

তবে বলতে পারেন, ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হতোমেব লক্ষ্যাস্তবন্তী হলেন, কি দোষে বাগান্ধব বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজ্জলিমে আনা হলো। ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাচা মজ্জিকের নাম বলে, কোন্ দোষে অঞ্জনাবজ্জন বাহাজুব ও বর্জমানের হজুব আলী আব পাঁচটা রাজা বাজড়া থাকতে আসোরে এলেন? ত.র উত্তব এই যে, হতোমেব নক্শা বঙ্গ সাহিত্যের সূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে সূতন হেঁয়ালি, যদি ভাল কবে চকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধাৰণে এব মর্ষ বহন কতে পাতেন না ও হতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। আমন কি অ্যাত ঘবঘ্যাশা করে এনেও অনেকে আপনাবে বা আপনাব চিবণরিচিত বন্ধুবে নক্শায় চিন্তে পারেন না ও কি জন্য

কোন গুণে তাঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষ গুলি বেমানাম বিন্মৃত হয়ে যান।

নম্র ভাষেব মহারাজার মোস্তার মহারাজের জন্যে মেছো বাজাব হতে উৎকৃষ্ট জবীর লপেটা জুতো পাঠান, মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পাখে দিয়ে এসেচেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্পেন সেটা পাগড়ীর কলশী ও জন্মতিথির দিন মহা সমারোহ কবে ঐ লপেটা পাগড়ির উপর বেঁধে মজলিসে বাব দিলেন। হুতরাং পাছে স্বকপোল-কল্পিত নায়ক হতোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজেব আত্মীয় অন্তবল নিয়ে ও স্বয়ং সংসেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষত “বিদেশে চণ্ডীর রূপা দেশে ক্যান নাই?” বাঙ্গালী সমাজে বিশেষত সহবে যামন কতকগুলি পাওয়া যায়; কল্পনাব অনিয়ত সেবা করে সবস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ণনা করেন।

হতোমেব নকশাব অঙ্ককরণ কবে বটতলার ছাপাখানা ওষালারা প্রায় দুই শত বকমারী চটী বই ছাপান, ও অনেকে হতোমেব উত্তোর বলে ‘আপনাব মুখ আপনি দেখেন ও দ্যাখান’ হনুমান লঙ্কা দগ্ধ কবে সাগর বাবিতে আপনাব মুখ আপনি দেখে জাতিমাত্রেবই যাতে একপ হয়, তাব প্রার্থনা কবেছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দর্শা ও দবের লোক। কিন্তু কতদূর সফল—হলেন, তাব ভাব পাঠক! তোমাব বিবেচনাব ওপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্র-ছাবা দ্বারে দ্বাবে ভিক্ষা করে পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকেব কর্তব্য নথ।

ফলে “আপনাব মুখ আপনি দেখ” গ্রন্থকাব হতোমেব বমন অপহরণ কবে বামনের চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় হতোমেব নকশাব উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হতোমের উত্তর বঙ্গে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যাবসা চলো না। সাত পেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোঁড়া ও হোসেন খাঁব জিনিব

মত সহৃদয় সমাজে জানতে পারেন যে, গ্রন্থকারের অভিসম্বন্ধি কি? এমন কি ঐ গ্রন্থকার খোদ হতোমকেই তাঁরে সাহায্য কন্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন, সে পত্র এই—

জগদীশ্বরায় নমঃ ।—

মহাশয়! “আপনার মুখ আপুনি দেখ” পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠকসমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবেক পূর্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের রূপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়েরা উক্ত পুস্তক খানি পাঠ করিয়া “দেশাচার সংশোধন পক্ষে পুস্তক খানি উত্তম হইয়াছে” এমত অনেকেই বলিয়াছেন; তাহাতেই অম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।—

প্রথম খণ্ডে “দ্বিতীয় খণ্ড আপনার মুখ আপুনি দেখ” প্রকাশিত হইবেক এমত লিখিত হওয়ার অনেকেই উদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন (তাঁহারা পাঠক এবং গ্রাহক সম্প্রদায়িক এই মাত্র। উপস্থিত মহৎকার্য্য পবিত্র অর্থব্যয় এবং দেশ-হিতৈষী পবিত্র পরায়ণ মহাশয় মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান ব্যতীত কোনমতে সম্পাদিত হইতে পারেন না। আপনার নিষ্পত্তাব, ধনব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, একারণ এই মহৎকার্য্য মহলোকের রূপাবল্লে না দণ্ডায়মান হইলে, কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকেব আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এ বিষয় সমাধা হইবার নহে। ধনী, ধীব, স্বদেশীয় ভাষার জীবৃদ্ধি কারক এবং দেশের হিতেচ্ছুকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ দাতা এ বিধায় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্য আব কেহই হইতে পারেন না। আপনার দাতৃত্বতা পরোপকারিত্বতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির স্ববশ সৌরভ গৌরবে ধবণী সৌরভিনী হইয়াছে, ভারত আপনার বশ রূপ বশ ধারণ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্তা, বর্ত্ত-মাণে মহাশয়ের মতামুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার রূপাবল্লে দণ্ডায়মান হইয়া নিবে-

দন করিলাম, মহাশয় কিঞ্চিৎ ক্লপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য
প্রদান করিলে সৰ্ত্তরেই দ্বিতীয় খণ্ড “আপনার মুখ আপনি
দেখ” পুস্তক প্রকাশ করিতে পাবি নিবেদন ইতি ১২৭৪ সাল
তাবিখ—২৩ জ্যৈষ্ঠ—

পূ

লিপাখানিতে, ডাক ষ্ট্যাম্প দিয়া প্রদান করা বিধেয়
বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ার অপবাধমার্জন করি-
বেন। দ্বিতীয়তঃ। অনুজ্ঞাব আসাপথ নিরীক্ষণ করিয়া
রহিলাম।

•ক্লপাবলোকণ যে কপ অনুজ্ঞা হইবেক লিখিয়া বাধিত
করিবেন।—

কা, যা কপ কারাবাসে: কা, লে কালে আয়ু নাশে: তো, লা বন ভাবেনা তুলিয়ে ।
ব লি, ভারে সুবচনে: চ লি, তে সুজন সমে: হে লা, করে খেলায় বাড়িয়ে ॥
লধা এ, যদেতে মন্ত: ত্যজি এ, সঙ্গে তঃ: মিত্য না চে নৃসমের সনে ।
তদ্বর স, পরিহরি: দুয়ার স, পান করি: মনহ ধ, অনুক্ষণ মনে ॥
ভারতে ত ম, তা করি: অক্কেভ ভিম, তা হরি: দেখাইছে দু, ক্রির সোপান ।
মন যদি ব লি, তায়: তাজে পাশ মসি হাম: শনি মুনি দু খো, ধধ গান ॥
ভারত বেদের অ ৭, শ: প্রবেণে কলুস ধর ৭, শ: ভারতে ভারত পা, প হবে ।
হরি ধধ সনত ক হ, ভারত লইয়া র হ ভাখবত কর আ ব্যা, নরে ॥

হুতোমেব চিরপরিচিত রীত্যানুসাবে এই ভিক্ষুকেব পত্র
খানি অপ্রচারিত রাখা কর্তব্য ছিল, কিন্তু কতকগুলি স্কুল
বয় ও আনাড়িতে বাস্তবিকই স্থিৰ কবে বেখেচেন যে, “আপ
নার মুখ আপনি দেখ” বই খানি হুতোমেব প্রকৃত উত্তর, ও
বটতলাব পাইকেররাও ঐ কথা বলে হুতোমের নকশাব সঙ্গে
ঐ বিচিত্র বই খানি বিক্রী করেন বলিই ঐ হতভাগ্য ভিক্ষুকেব
পত্র খানি অবিকল ছাপান গেল।—এখন পাঠক। তুমি ঐ
পত্র খানি পাঠ করে জানুতে পাবে, হুতোমেব নকশাব
সঙ্গে “আপনার মুখ আপনি দ্যাখ” গ্রন্থকাবেব কি কপ সম্পর্ক
শক্রদ্বপুৰ

১লা এপ্রেল }

শ্রীতাল হুল ব্যাক্-ইয়ার্।

প্রকাশক।

হতোম পাঁচার নকসা ।



সূচীপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
চতক	২
বাবোইয়ারি	২১
হজুক	৭৩
ছেলে ধবা	৭৩
প্রতাপচাঁদ	৭৪
মহাপুরুষ	৭৫
লালা রাজাদেব বাড়ী দান্ধা	৭৯
রুশানী হজুক	৮১
মিউটিনী	৮২
মবা ফেবা	৮৬
আমাদেব জাতি ও নিম্নকেবা	৯০
নানা সাহেব	৯১
সাতপেয়ে গরু	৯২
দরিয়াই খোডা	৯২
লক্ষ্মীয়েব বাদ্‌সা	৯২
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৪
ছুঁচোব ছেলে বুঁচো	৯৪
জসটিস্ ওয়েল্‌স্	৯৫
টেকচাঁদেব পিসী	৯৭
পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ	৯৭

শ্রবণ	পৃষ্ঠ
-রক্ষাশ্রীসাদ বার	১০০
বসবাহ ও ঘামন কৰ্ম তেমন ফল	১১০
বুজুকী	১১১
হোসেন খাঁ	১১৩
ভূতনাবানো	১১৪
নাককাটা বন্ধ	১২০
বাবু পছলোচন দত্ত } ওরফে হঠাৎ অবতাব }	১২৭
স্মান যাত্রা	১৮৪



কলিকাতার চড়কপাৰ্শ্বণ।

৭০৭৬

*

“কহই টুনোয়া—

সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী” টুনোয়ার টপ্পা।

কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকেব বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়কীর পিঠ সড়্ সড়্ কচ্ছে, কানাবেবা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্ছে—; সর্কাজে গরনা, পায়ে হুপুব মাতায় জবির টুপি, কোমোরে চজ্জহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোপান গাম্চা হাতে বিলুপত্র বঁদা সূতা গলার বত ছুতব, গয়লা, গজ্জবেণে ও কাঁসাবির আনন্দের সীমা নাই—“আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজ্জোন।”

কোম্পানির বাংলা দখলেব কিছু পরে, নন্দকুমারেব কাঁশী হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুব (১) প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিম্কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার ছিল, সূতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে সূত্য়কালে প্রায় বিশলক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মাহুয হয়ে পড়েন। বনেদি বড় মাহুয কব্লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সবজ্ঞানগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ গণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, জ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গজ্জবেণে আব কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অহুগত—বাড়িতে ক্রিয়ে

কর্য কাক বার না, বাৎসরিক কর্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদেব বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে ; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলে ও আকবরী মোহর পুরা লক্ষ্মীর খুঁচী ব নিত্যসেবা হয়ে থাকে ।

এ দিকে ছলে বেয়াবা, হাড়ি ও কাওবারা হুপুর পায়ে উত্তরি হতা গলায় দিয়ে নির্জনিজ বীরব্রতের ও মহত্বের স্তম্ভ-স্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদেব দোকানে রেঞ্চালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সংগতে নেচে ব্যাড়াচ্ছে । ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুব বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্ছে ; গুরু মশাষের পাঠশাল বন্দ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজন-তলাই বাড়ি কবে তুলেচে, আহার নাই, নিজা নাই ; ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্টে রপ্টে ব্যাড়াচ্ছে ; কখন “ বলে ভদ্রেদেবে শিবো মহাদেব ” চিংকাবের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে, কখন ঢাকের পেছনটা ছুঁ ছুঁ করে বাজাচ্ছে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কলে হয় ।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাটা ঝাপ । আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কাণে বিল-পত্র গুঁজে, হাতে একমুটো বিল্বপত্র নিয়ে, ধুস্তে ধুস্তে বৈঠক-খানায় উপস্থিত হলো ; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, স্ততরাং বাবুভাবে নমস্কার কলেন ; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব করাসের উপর দিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্বাদী কুল ছোঁয়ালেন,—বাবু তটস্থ ।

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং কবে পাঁচটা বাজলো, সূর্য্যের উত্তাপের ছাশ হয়ে আস্তে লাগলো । সহরের বাবুরা ফেটিং, সেন্‌ক ড্রাইভীং, বগী ও ব্রাউডহামে

করে অবস্থাগত ফেণ্ড, ভদ্র লোক, বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরলেন, কেউ বাগানে চললেন—ছুই চার জন সহদয় ছাড়া অনেকেবি পেছনে মালভরা মোদাগাড়ী চলো, পাছে লোক জাস্তে পাবে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সইস কোচ-ম্যানকে তক্মা নিতে বারণ করে দেচেন—কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেষ্ট্রাবাজী বাহাছরীর কাজ মনে কবেন ; বিবি-জানেনব সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতিব নদাবৎ !—কুটী-ওয়ালারা গহনার ছক্কাড়ের ভিতর থেকে উকী মেবে দেখে, চক্ষু সার্থক কচেন ।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা ঢালা আবস্ত হলো, সন্ন্যাসীবা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্ছে, কেহ ভক্তি বোগে হাটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে—শিবের বামুন কেবল গজাজল ছিটুচ্ছে, প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা ঢালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না ; কি হবে ! বাড়ির ভিতরে খবর গেলো ; গিন্নিবা পরস্পর বিষয় বদনে “কোন অপরাধ হয়ে থাকবে ” বলে একে বারে মাতার হাত দিয়া বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেবা “বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে,” সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয় ; এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আবস্ত করে, অবশেষে গুরু পুরুত, ও গিন্নির ঐক্য মতে বাড়ির কর্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো । একজন আয়ুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুব কাছে উপস্থিত হয়ে বলে—“মোশায়কে একবার তুলে শিবতলায় যেতে হবে,” “ফুল ত পড়ে না ” সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোশাক পরা, ক্রমালে বোঝো মেকে বেরুছিলেন—ওনেই অজ্ঞান । কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের

ক্রিয়ে কাঁও বন্দ করা হয় না, অগত্যা পারনাপেলের চাপ-
কান পরে, সাজ গোল্জ সমেতই গাজনতলায় চলেন—বারুকে
আসতে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সারগেতে
চলো; মোসাহেবেরা বারুর সমূহ বিপদ মনে করে বিষণ্ণ
বদনে বারুব পেচোনে পোচনেযেতে লাগলো ।

গাজন তলার সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠলো, সকলে
উচ্চস্বরে “ভদ্রেশ্বরে শিবো মহাদেব” বলে চীৎকার করতে
লাগলো; বারু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করিলেন ।—
বড় বড় হাত পাখা ছুপাশে চম্ভতে লাগলো, বিশেষ কারণ
না জানলে অনেকে বোধ কত্তে পারতো যে, আজ বারু বুঝি
নরবলি হবেন । অবশেষে বারুব দুহাত একত্র করে ফুলের
মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বারু কঁাদ কঁাদ মুখ কবে বেশমি
রুমাল গলায় দিয়ে এক ধাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুৰোহিত
শিবের কাছে “বাবা ফুল দাও,” “ফুল দাও,” বারংবার
বলতে লাগলো, বারুর কল্যাণে এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায়
শিবের মাতায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাতা ঘুরতে
লাগলো, আধঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে
এক ধোয়া বিষ্ণুপত্র সরে পড়লো । সকলের আনন্দেব সীমা
নাই “বলে ভদ্রেশ্বরে শিবো” বলে চীৎকার হতে লাগলো,
সকলেই বলে উঠলো, না হবে কেন কেমন বংশ !

ঢাকের তাল ফিরে গেলো । সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে
কাছের পুকুর থেকে পব্ন্ত দিনের ফালা কতকগুলি বাঁইচির
ডাল তুলে আনলে । গাজনতলার বিশ আটি বিচালি বিছা-
নো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তাব উপর রেখে বেতের বাড়ি
ঠাঙ্গান হল কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে বসেগেলে, পুরুত
তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল

গামছা বেঁধে তার ছদ্মকে টানা ধলে,—সন্ধ্যাসীরা ক্রমাগত
তার উপর কাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো, উঃ! “শিবের” কি
মাহাত্ম্য।” কাঁটা কুটলে বহুবার যো নাই! এ দিকে বাজে
দর্শকের মধ্যে হু এক জন কুটেল চোরা গোস্তা মাচ্চেন।
অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েছেন, মনে কচ্ছেন
বাজে আদারে দেখে নিলুম, কেউ জাস্তে পালে না। ক্রমে
সকলের কাপ খাওয়া কুরুলো; এক জন আপনার বিক্রম
জানাবার জন্য চিং হয়ে উল্টো কাপ খেলে; মজোর চাক
বেজে উঠলো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানা টানি কন্তে
লাগলেন—“গিল্লিবা বলে দিয়েছেন, কাপের কাঁটার এমনি
গুণ, যে, ঘরে রাখলে এক্ষণে বিহানার ছাবপোকা হবে না!”

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁশোর ঘন্টার শব্দ থামলো।
সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। “বেলকুল!”
“ববক।” “মালাই!” চীৎকার শুনা যাচ্ছে। আবগারীর
আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্দ হয়েছে
অথচ খন্দের কিচ্ছে না—ক্রমে অজকার গাঢ়কা হয়ে এলো;
এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুর্বে ফুরে উড়ুনী আর সীমলের
ধূতীব কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্র লোক আর
চেন্বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গরুরা ও
ইংরাজী কথার ফরুরার সঙ্গে খাতার খাতার এর দরজায়,
তার দরজায় দু'মেরে মেবে বেড়াচ্ছেন—এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা
দেখে বেকলেন্নি আবার সরদা পেসা দেখে বাড়ি ফিরবেন!
মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা—চোরবাগানের মোড়, বোড়াসাঁ-
কোব পোদ্ধারের দোকান, নতুন বাজার, বটভাঙ্গা, সোণাগা-
ছির গলি ও আহিরিটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে
মাথায় চাঁদর জড়িয়ে মনে কচ্ছেন কেউ তাঁবে চিন্তে পারবে

না; আবার অনেকে চেষ্টায় কথ্য করে, কেশে, হেঁচে, লোককে জানান দিচ্ছেন যে, “তিনি সজ্জার পর ছদ্ম আয়েস কবে থাকেন।”

সৌখীন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জনযোগ করে সেতাবাট নিয়ে বসেচেন। পাসেব ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চীংকার করে—বিদ্যোভাগরের বর্ণপরিচয় পড়ছে। পীল ইয়াব ছোকরারা উড়তে শিখছে। স্যাক্‌বারা দুর্গাপ্রদীপ সামনে নিয়ে বাংকাল দিবার উপক্রম করেছে। রাস্তার ধারেব দুই এক খানা কাপড়, কাঠ কলুইবা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোণাববেণেরা তহবিল মিলিয়ে টেকিয়ত কাটছে। শোভাবাজারে রাজাদের ডাকা বাজারে মেচুনিরা প্রদীর হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও জোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদেব—“ও গামচাকীদে ভালো মাচ নিবি?” ও “খেংরা গুপো মিন্‌সে চাব আনা দিবি” বলে আদর কচে—মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনি বেঁটিয়ে বাপাস্ত খাচ্ছেন। রেশমীন গুলিখোর, গৌজেন ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে “অজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ” বলে তিকা করে মোতাতের সম্বল কচে, এমন সময় বাবুদের গাজন তলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, “বলে ভদ্রেশ্বরে শিবো” চীংকার হতে লাগলো, গোল উঠলো, এ পারে কুল সন্ন্যাস। বাড়ির সামনেব মাঠে ভাবা টারা বাঁধা শেষ হয়েছে; বাড়িব কুদে কুর্দে হবু হজুরেরা দরওয়ান, চাকর ও চাকরাণীর হাত ধবে গাজন তলায় যুব যুর কছেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন বেলে ভারার নীচে ধজে—একজনকে তার উপর পানে পা করে কুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় খুনো ফেলতে লাগলো,

ক্রমে এটেক একে ঐ রকম করে ছুঁতে, বুল সন্ধ্যাস সমাপন হলো; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্বের সেতার বাজতে লাগলো, “বেলকুল” “বরফ” “মালাই” ও যথাসমত বিক্রি করবার অবসর পেলে, শুক্রবারের রাত্তির এই রকমে কেটে গ্যাল !

আজ শীলের রাত্তির । তাতে আবার শনিবার ; শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুলুজার থাকে—পানের খিলীব দোকানে বেল-লগুন আর দেওয়ালগিরি জলচে । কুরকুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলকুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন সহর নাতিয়ে তুলচে । রাস্তার ধারের ছই একটা বাড়িতে খেমটা নাচের তালিম হচ্ছে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে খুমুর ও মন্দিবার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গস্থ উপভোগ কচ্ছেন । কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্ছে । কোথাও পাহারাওয়াল এক জন চোর ধবে বেঁদে নে যাচ্ছে—তার চারি দিকে চাব পাঁচ জন চাব হাসচে আর সজা দেখচে এবং আপনাদের সাবধানতাব প্রশংসা কচ্ছে, তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়বে তার ভ্রক্ষেপ নাই ।

আজ অনুকের গাজোন ভলার চিংপুরেব হব । ওদের মাটে মিজির বাগানের প্যালা । ওদের পাড়ার মেয়ে পাঁচালি । আজ সহরের গাজোন ভলার ভারি ধুম,—চোনাখার চৌকিদারের পোহা বারো ! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে—“খোষেরা পাতকোভলার বড় পেতলের ঘটটি পাচ্ছে না,” “পালেদের এক ধামা পেতলের বাসন গেছে ও গন্ধবেগেদের সর্কনাশ হয়েছে” । আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকেব বাদি, সন্ধ্যাসীব হোররা ও ;

“বলে ভদ্রেশ্বরে শিবো মহাদেব” চীৎকার।

এ দিকে গির্জার বডিতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং কবে, রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফটকা বাবুরা ঘরমুখ হয়েছে। উড়ে বায়ুনরা মরদার দোকানে মরদা পিলে আবস্ত করেছে। রাস্তার আলোর আর তত ভেজ নাই। কুরকুরে হাওয়া উঠেছে। বেশ্যালয়ের বারান্ডার কোকিলেবা ডাক্তে আরম্ভ করেছে; ছ এক বার কাকেব ডাক, কোকিলেব আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর বেন লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন—“রামের মা চলতে পাবে না,” “ওদের ন বোটা কি বস্কাত মা,” “মাগি যে জকী” প্রভৃতি নানা কথাব আন্দোলনে ছই এক দল মেয়ে মানুষ গজান্নান কত্তে বেবিখেছেন। চিংপুবেব কসাইবা মটন চম্পের ভাব নিয়ে চলেছে। পুলিশের সার্জন, দাবোঙ্গা, জমান্দাব, প্রভৃতি গরিবেব যমেরা বোঁদ সেবে মস মস কবে থানায় কিবে বার্চেন, সকলেবই মিকি, আখুলি, পরসা ও টাকায় ট্যাক ও পকেট, পরিপূর্ণ—হজুবদেব কাছে চালা কাঠখানা, তামাক্ হিলিমটে ও পানের খিলিটে কেবে না, অনেকেব মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গঙ্গগঙ্গ কটে, মনে মনে নতুন ফিকিব আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সম্ভানের প্রতি কার্দ্ধানি ও ক্যাবামত্ জাহির করবেন—সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফেণ্ড নিয়তই কাছে থাকে “হারমোনিয়ম” ও “পিয়ানো” বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেক্টর মহলে একাদশ বৃহস্পতি !!

ভৃগুস্ করে তোপ পড়ে গ্যাল। কাকগুলো “কা কা”

করে বাসা ছেড়ে উডবার উজ্জ্বল করে। দোকানিরা দোকানের ঝাণ্ডা খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম কবে দোকানে গজাঙ্গলের ছড়া দিয়ে হুকোব জল ফিরিয়ে, তামাক খাবাব উজ্জ্বল কচ্ছে। ক্রমে করসা হয়ে এলো—নাচেরভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে—মেচুনিরা বকড়া কস্তে কস্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে। বন্ধিবাটির আন্সু, হাসনাতনের বেগুন, বাজবা বাজরা আসচে। দিশি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেষ্ট মত গাড়ি পাশুকি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েছেন—অব বিকার ওলাউঠোর প্রাচুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাঁসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মডক হওয়াতে অমেক গোদাগাও বিলক্ষণ সজ্জিত করে নেছেন, কলিকাতা সহরেও ছুচাব গোদাগাকে প্রাক্টিস্ কস্তে দেখা যায়, এদের অযুখ চমৎকার, কেউ বলদের মতন রোগীর নাকফুড়ে আবাম কবেন, কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে মারেন। সহরে কবিবাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ, সকল বকম রোগেই “সদ্য যত্নাশ্বর ব্যবস্থা কবে থাকেন—অনেকে চাণক্য শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আবিস্ত করেছেন।

টুলো পুজুবি ভট্‌চাজ্জিবে কাপড় বগলে করে স্নান কস্তে চলেচে, আজ তাদের বড় তুরা, সজ্জমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আদ বুড়ো বেতোরা মর্নিংওয়াটেক বেরুচ্ছেন। উড়ে বেহারারা দাতন হাতে কবে স্নান কস্তে দৌড়েছে। ইংলিসম্যান, হবকবা, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের, দবজায় উপস্থিত হয়েছে—হরিণমাংসের মত কোন কোন বাজালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না—ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফা-

কৈব নম্র গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যিক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেকসন লেখা কেবাণিব মত কলুর ঘাণির বলদ বদলি হলে; পাগড়িবাঁধা দলের প্রথম ইন্সটলমেন্টে - সিপ্‌সরকাব ও বুকিংলার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম বেঝলেন। আজ গবর্নেন্টের আফিস বন্দ স্তব্ধ। আমবা ক্লার্ক, ক্যাবাণি, বুক কিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখতে পেলাম না। আজ কাল ইংরাজি লেখা পড়াব আধিক্যে অনেকে নানা বকম বেশ ধরে আফিসে বান—পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যাল—দুই এক জন সেকলে—কেবাণীবাই চিবপবিচিত্ত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেনসন্ নিলেই আমবা আব কুঠিওয়াল। বাবুদের মাথায় পাগড়ি দেখতে পাবো না; পাগড়ি মাথায় দিলে আলবার্ডফেসানের বাঁকা সিতেটি ঢাকা পড়ে এই এক প্রধান দোষ। বিপুকর্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েছে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেবিষেচে, হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেগের ঘবে, ও টাকাওয়াল। বাবুদের বাড়িটো একবার যেতেই হবে—“কাব বাড়ি বিক্রি হবে,” “কার, বাগানের দবকাব” “কে টাকা ধার করবে” তাহাবই খবর বাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেগে ও ব্যাতার বেগে সহরে বাবুবা, দালাল চাকর বেখে থাকেন, দালালেরা শীকাব ধরে আনে—বাবু আড়ে গেলেন।

দালালি কাজটা ভাল, “নেপো মারে দইয়ের মতন” এতে বিলক্ষণ শুড় আছে। অনেক ক্ষুদ্র লোকেব ছেলেচে পাড়ি ঘোড়ার চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক “রেন্ত

হীন মুহুর্দী” “চারবার ইম্মানজেন্ট” এখন দালালী ধরে-
ছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে “কলার্গেছে
ধাম” কেঁদে কেঁদে—এঁরা বর্ণচোরা জীব, এঁদের চেনা
ভার, না পাবেন ছেন কর্মই নাই। পেসাধার চোটাধোর
বেণে—ও ব্যাভাববেণে বড় মানুষের ছলনাকপ নদীতে
বেঁউতিজাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা
ভাসান দে জল ভাড়া দেন,* স্তত্রাং মনের মতন কটাল হলে
চুনো পুঁটিও এড়াই না।

ক্রমে গির্জের ঘড়িতে ‘৫২ ৫২ ৫২ কবে সাতটা বেজে
গেলো। সহবে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকাবণ্য, চাব
দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোব ঘোঁ, আব মদেব দুর্গজ। সম্মা-
সীরা বাণ, দশলকি, স্ততোশোন, সাপ, ছিপ ও বাঁশকুড়ে
এক বারে মরিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালীঘাট থেকে আসচে।
বেশ্যালয়ের বাবাণ্ডা ইয়াব গোচের ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ,
সকের দলেব পাঁচালি ও হাপ্ আক্ভারের দোয়াব, গুল
গার্ডনের মেথরই অধিক—এঁরা গাজেন দ্যাখবার জন্য
ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষদের বৈঠকখানা
সরগরম হচ্ছে। কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক
ছেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—“হাত পুরুষেব
ক্রিয়া কাণ্ড” বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি
এতে বড় চটা, কি করেন, বড় দাদা, সেজো পিসে বর্তমান—
আবার ঠাকুরমার এখনো কাশী প্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণকোঁড়া, তরওয়ার কোঁড়া দেখতে
ভাল বাসেন; প্রতিমা বিসর্জনের দিন পোস্তুর ছোট ছেলে
ও কোলেব মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন।

অনেকে বুড়ো মিন্‌সে হয়েও হীরে বনান টুপি, বুকে জরিব কার্‌চোপের কর্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তাব মালা, হীবের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটি পবে “খোকা” মেজে বেরতে লজ্জিত হন না; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাটবৎসর—ভাগ্নের চুল পেকে গ্যাছে।

অনেক পাডাগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ কবে থাকেন। মেজামত আদালতে নবরওয়াদারী ও মোংকরেঙ্কার তছির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাডাগেঁয়ের পক্ষে বড় গবম। পূর্বে পাডাগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোণা লাগত, এখন লোণা লাগাব বদলে আর একটি বড় জিনিষ লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ এক বাবে আংকে পড়েন—ঘাগি গোচের পাল্লার পড়ে শেষ সর্বস্বাস্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাডাগেঁয়ে দুই এক জন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান। ছকুর ব্যালা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীব গানের পেলেন্দেব মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ বার মো-সাংহেব সঙ্গে বাইজানের চেড়ুয়াব মত পোশাক, গলায় মুক্তাব মালা—দেখলেই চেনা যায় যে, ইনি এক জন বনগাঁর শেরাল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহন্দ—বিদ্যায় স্মৃতিমান্‌ মা। বিসর্জন, বারোই-য়ারি, খ্যাম্‌টা নাচ আর কুমুরের প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনি সামলার গ্রেণ্ডাবী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা ঢাকা দেন। রবিবার পাল পার্কেণ বিসর্জন আর স্নানযাত্রায় মেজে গুঞ্জে গাড়ি চোড়ে বেবোন।

পাডাগেঁয়ে হলেই যে এই বকন উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কাবণ দুই এক জন জমিদার মধ্যে মধ্যে

কলিকাতার এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে বান। তাঁরা সোণাগাহীতে বাসা করেও সে রকম বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহরে ডাক হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর বোড়িয়া ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চক্কিশ ঘন্টা সোণাগাহীতেই কাটান, লোকের বাড়ী চড়োয়া হয়ে দালা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জেটা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিশে হাজির হন, ধারে হাতি কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠাণ্ডাঠোন্ডী উপস্থিত হয়—পেড়াপেড়ী হলে দেশে সরে পড়েন,—সেখায় রামরাজ্য।

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেবে ছেকে ধরে সেই রকম পাড়ানোয়ে বড় মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেস হন। দালাল, বাবুব সদব মোজাবের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ীর বোগাড় কবা, খাম্চা নাচের ব্যয়না কবা, প্রভৃতি বকমওয়ারি কাজেব তার পান ও পলিটিকেল এজেন্টেব কাজ কবেন। সাতপুকুরের বাগান, এলিগটিক সোসাইটির মিউজিয়ম—বালির ব্রিজ,—বাগবাজা বেন খালের কলেব দরজা—রকমওয়ারি বাবুব সাজান বৈঠকখানা,—ও দুই এক নানজাদা বেশ্যার বাড়ী নিয়ে বেড়ান। কোপ বুকে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আনোদে ব্যর, শেষে বাবুটাকাব টানিটানিতে বা কর্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টী কর্মে মকরর হন।

আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুবা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বলট। “দ্বিতীয় ফিরিজীব জখন্য প্রতিকপ”। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি

কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জর্গে করা জল, ডিকান্টারে ত্রাণী ও কাঁচের গ্লাসে সোনার ঢাকনি, সাবু মোড়া,—হরকরা, ইংলিসম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলটিক্স ও বেউ নিউস অবদি ডে নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কনোডে হাগেন এবং কাগজে পৌদ পৌঁছন। এঁরা সহদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিক্সি সদগুণে ভূষিত, কেবল সর্বদাই বোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুকু, ত্রীর দাস,—উংসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা এক-বারে হৃদয় ক্লান্তে নির্কাসিত হয়েছে, এঁরাই ওলড ক্লাস!

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাধর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র, বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়াব। চোরেবা যেমন চুরি কতে গেছে মদ তৌটে দিয়ে গন্ধ কবে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেই কপ স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেঁটা করেন। “ক্যামন কবে আপনি বড লোক হব” “ক্যামন কবে সকলে পায়ের নীচে থাকবে,” এই এঁদের নিয়ত চেঁটা—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনাব গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিমী, এদের কাছে দাতব্য ছুরপরিহার—চার আবার বেশী দান নাই।

সকাল বেলা সহরের বড সাহুযদের বৈঠকখানা বড সব-গরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ির হেড কেরাণি স্তীর্থব কাকের মত বসে আছেন। তিন চারটি “ইকুজি” ছুটি “কমন্বা” আদালতে কুলচে। কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উটনো-ওয়াল মাহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস ইঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আঙ্গ না কাল কছেন। “শমন,” “শয়ারিন” “উকীলের চিঠি” ও “সকিনে” বাবুর অলঙ্কার হয়েছে। নিন্দা, অপমান তৃণজান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী,

ছলনা, মনে করে অন্তর্দাহ কর্কে “স্মারসী দিন নেহি রংহেগা,” অন্ধিত আংটি অন্ধুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না।

কোথাও এক জন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কান্নে খেকো ঘুঁড়ির মত ঘুট্টেন। পবণ দিন “বউ বউ” “জুকোচুরি” “ঘোড়া ঘোড়া” খেলেচেন, আজ তাঁকে দাও-রানজীব কটুকচালে খেতেনের গৌজা মিলন ধন্তে হবে, উকীলেব বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর বেখে সরে বসতে হবে, নইলে ওঠসাব কিস্তিতেই মাং। ছেলের হাতে কল দেখলে কাকেবাও ছোঁ মাবে, মানুষতো কোন্‌ছার,—কেউ “স্বর্গীয় কর্তার পরম বন্ধু” কেউ স্বর্গীয় কর্তাব “মেজো পিসেব মামাব খুড়োর পিস্তুতো ভেয়েব মামাতো ভাই” পবিচয় দিয়ে পেস হচ্চেন “উমেদার” “কন্যাদার” (হয়ত “কন্যা দারের” বিবাহ হয় নাই) নানা বকম লোক এসে জুঠচেন; আসল মতলব দ্বৈপা-য়ন হুদে ডোবান বয়েচে—নময়ে আমলে আসবে।

ক্রমে বাস্তার লোকারণ্য হবেচে। চৌমাখার বেণের দোকান লোকে পূবে গ্যাছে। নানা রকম বকম বেশ—কাকুর কফ ও কলাবওয়াল কামিজ, কুপোর বগলস আঁটা সাইনিং লেদব, কাবো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপেব চাদব, চুলের গাড চেন গলার, আলবার্ট ফেসানে চুল ফেরানো। কলিকাতা মহব বজ্রাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়াবই নাই, বাস্তার দু পাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয়েবা দাঁড়িয়েচেন, ছোট আদালতের উকীল, সেকস্ন বাইটব, টাকাওয়াল গজবেণে, তেলী, ঢাকাই কামাব আর ফলারে বজ্‌মেনে বামুনই অধিক—কার কোলে দুটি মেয়ে—কার তিনটে ছেলে।

কোথাও পাদরি নাহেব বুড়ি বুড়ি বাইবেল বিলুপ্ত—
 কার্চে ক্যাটি কুঠে ভায়া—স্বর্কন চৌকিদারের মত পোশাক—
 পেনটলন ট্যাংটাঙে চাপকান, মাথায় কাল রঙের টোলাকাটা
 টুপী। আদালতী স্বরে হাত মুখ নেড়ে খীষ্ট ধর্মের সাহায্য
 ব্যক্ত কলেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুল নাচের
 নকীব। কতকগুলো স্বাঁকাওয়াল মুটে, পাটশালের ছেলে ও
 ফিওয়াল। এক মনে ঘিবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকুট
 কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না। পূর্বে বওয়াটে ছেলেবা
 বাপ মার সঙ্গে ঝকড়া কবে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয়
 খ্রীষ্টান হত, কিন্তু বেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালানোর বড়
 ব্যাঘাত হয়েছে—আর দিশী খ্রীষ্টানদের চুর্দশা দেখে খ্রীষ্টান
 হতেও ভব হয়।

চিংপুরের বড় রাস্তা মেঘ কল্ল কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো,
 তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে
 ছুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁদে
 কাঁদে কবেছে—কতকগুলো ছেলে মুণ্ডের বাড়ি বাজাতে
 বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলো মেলো নিশেনের
 শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সংগেতে “ভোলা
 বোম্ ভোলা বড় রজ্জিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী
 ভোলার গলে দলে হাড়ের মালা,” ভজন গাইতে গাইতে
 চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তকনাওয়াল দরওয়ান
 হরকবা, সেপাই। মধ্যে সর্কাজে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের
 সাপের কণার টুপি মাথায় শিব ও পার্কতী সাজা সং। তার
 পেচনে কতক গুলো সন্ন্যাসী দশলকী কুঁড়ে ধুনো পোড়াতে
 পোড়াতে নাচতে নাচতে চলেচে। পাশে বেণোরা জিবে
 হাতে বাণ কুঁড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার

চিংড়ি মাছ বাঁধা । সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ কবে বং বাজাচ্ছে । পেচনে বারুব ভাগনে, ছোট ভাই বা পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ি চড়ে চলেচেন—তারা বাজি তিনটেব সময় উঠেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কছে, মাথা ভবানীপুবে ও কালিঘেটে ধুলোয় ভবে গিয়েছে । দর্শকেরা হা কবে গাজন দেখেচেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোঁড়া খেপেচে—চড় মুড় কবে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, বৌদ্রে মাথা ফেটে বাচ্ছে—তথাপি নড়চেন না ।

ক্রমে পুলিশেব হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল । যুপা-রিন্টেগেণ্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উত্তবে গেছে, অমনি মার্শল লজ্জাবী হলো, ঢাক বাজালে থানায় ধবে নিয়ে যাবে । ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদাবেব ভেতে কোঁতকা পড়বানাত্ৰই সহর নিস্তব্ধ হলো । অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনেব বাজ্যে অভিসম্পাত কন্তে কন্তে বাড়ি ফিবে গেলেন ।

সহবটা কিছুকালের মত জুড়ুলো । বেণোবা বাণ খুলে মদেব দোকানে ঢুকলো । সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘবে গিয়ে হাত পাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেলো । গাজন তলায় শিবেব ঘব বন্ধ হলো—এবছরেব মত বাণ কোঁডাব আমোদও ফুকলো । এই বকমে বিবিবারটা দেখতে দেখতে গ্যাল ।

আজ বৎসরেব শেষ দিন । যুবত্ৰ কালের এক বৎসব গ্যাল দেখে যুবক যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন । হতভাগ্য কয়েদীব নির্দিষ্ট কালের এক বৎসব কেটে গ্যাল দেখে আক্সাদেব পবীসীমা বইল না । আজ বুড়টি বিদেয় নিলেন, কাল যুবটি

আমাদের উপর প্রভাব হবেন। বুড় বংশরের অধীনে আমবা যে সব কষ্ট ভোগ করেছি, যে সব কতি স্বীকার কবেছি—আগামীর মুখ চেয়ে আশার মন্ত্রণায় আমরা সে সব মনে থেকে তাঁরেই সঙ্গে বিসর্জন দিলেম। ভূত কাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্তমান বংশব স্তূল মাষ্টাবেব মত গস্তীব ভাবে এসে পড়লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত। জেলাব পুবাণ হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদেব মন যেমন ধুক্‌পুক্‌ কবে ঝুলে নতুন ক্ল্যাসে উল্লে নতুন মাষ্টাবেব মুখ দেখে ছেলেদেব বুক্‌ যেমন গুব্‌ গুর্‌ কবে—মডখে পোয়াতীব বুড় বয়েসে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্‌ সংশয় উপস্থিত হয়, পুবাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ঈবেজবা নিউইয়াবেব বড আমোদ কবেন। আগামীকে দাডাওয়া পান দিবে বরণ কবো ন্যান—নেসার খোঁয়াবির সঙ্গে পুবাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালিবা বছবটী ভাল রকমেই যাক আব খারাবেই শেষ হক, সজ্‌নে খাড়া চিবিযে চাক্‌বে বাদ্দি আর বাস্তার ধুলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় দ্যান। কেবল কল্‌সি উচ্ছৃগ্‌গু কর্ডারা আর নতুন খাতাওয়ালাবাই নতুন বংশরের মান বাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মনমাজে ব্রাহ্মবা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেকে ব্রাহ্ম কলগি উচ্ছৃগ্‌গু কব্বেন। এ বারে উক্ত সমাজেব কোন উপাচার্য বড ধুম করে কালী-পূজা করেছিলেন ও বিধবা-বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদাবেব বাড়ি জীবিস্ফন্দ্রণ কবে গোবব খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজ কাল

ব্রাহ্ম ধর্মের সর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার কি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে 'নর্ডা কান্না কাঁদতেও হবে। পবনেশ্বর কি খোঁটা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদ ভাষা সংস্কৃত পদ তিন অন্য ভাষার তাঁবে ডাকলে তিনি বুজতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাবলে শুন্তে পাবেন না, ক্রমে কুশানী ও ব্রাহ্ম ধর্মের আডম্বব এক হবে, তারি যোগাড হচ্ছে।

চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেঞ্জে নাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া কবা হয়েছে। ক্রমে বোন্ধুরেব তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকাবণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুবা বড় বড় জুড়ী, ফেটীং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানা বকম পোষাক পবে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন। কেউ কাঁসারীদেব সংএর মত পালকী গাড়ীবা ছাতেব উপব বসে চলেচেন—ছোট লোক বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং ঘায়, ব্যাং ঘায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কাএতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক, মহাশরবাও হামা দিতে আবন্ত কলেন, ক্রমে ছোট জেতেব মধ্যেও দ্বিতীয় বামমোহন বায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যেমাগব ও কেশব সেন জম্মাতে লাগলো—সন্ধ্যাব পব দুগাহী আটা ও একটু ন্যাব্‌ড়ানের বদলে—ফাউলকরী ও বোল কুটি ইন্ট্রিডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহাব করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো, দেখে বোতনের দোকান, কড়িগণা, মাকুঠেলা ও ভালুকেব মোম ব্যাচা, কলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগলো। ধবকামান চৈতন্য ফক্সার জারগায় আলবার্ট ফেমান ভর্তি হলেন। চাবিব ধলো কাঁদে কবে টেনা ধুতী পরে দোকানে যাওয

আব ভাঁল দেখায় না, স্মৃতরাং অবস্থাপত জুড়ী, বগী ও ব্রাউনহাম ববাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতেব দু এক জন ভদ্র লোক মোসাহেব, তকমা আরদলী ওহমকবা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে, কৌশলে, বেণেতী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্প দিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোট লোক বডমানুষ হন। রামজীলে, স্নানযাত্রী, চডক, বেজুন ওড়া, বাজি ও ঘোড়াব নাচ এঁবাই বেখেচেন — প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশ বালিস আছে — “বে আছে” ও “হজুব আপনি যা বল্চেন, তাই ঠিক” বলবার জন্যে দুই এক গণ্ড মুখ বরাখুবে ভদ্র সন্তান মাইনে কবা নিযুক্ত বয়েছে। শুভ কৰ্মে দানেব দফায় নবডঙ্গা। কিন্তু প্রতিবৎসবেব গাডেন ফিস্টেব খবচে - চাব পাঁচটা ইউনি-ভাবসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকাতা সহবেব আমোদ শিগ্গির ফুবার না, বারই-য়াবি পূজোব প্রতিমা পূজো শেষ হলেও বাবো দিনে ফালা হয় না। চডকও বাসী, পচা, গলা ও বসা হরেথাকে — সে সব বল্তে গেলে পুখী বেডে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, স্মৃতবাং টাটকা চডক টাটকা টাটকাই শেষ কবা গেল।

এ দিকে চডকতলায় টিনের যুবঘুরী, টিনেব মহবি দেওয়া তল্তা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং কবা বাঁখাবিব চডক গাছ, ছেড়া ন্যাকডার তইবি গুবিয়া পুতুল, শোলাব নানা প্রকাব খেলনা, পেলাদে পুতুল, চিত্তির কবা হাড়ি বিক্রি কন্তে বসেচে “ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিজিডি নাহের ছোটো ঠ্যাং” ঢাকের বোল বাজে। গোলাপি খিলিব দোনা বিক্রী হক্চে। এক জন চডকী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচতে নাচতে এসে চডক গাছেব সঙ্গে কোলাকুলি কলে — নৈয়ে কবে তাকে

উপবে ভুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো । সকলেই আকাশ পানে চডকীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন । চডকী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে যুতে লাগলো । কেবল “দে পাক দে পাক” শব্দ কারু সর্বনাশ কারু পোষ মাস ! এক জনেব পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখছেন ।

পাঠক ! চডকের ষথাকথক্তিঃ নক্সাব সঙ্গে কলিকাতার বর্তমান সমাজেব ইন্সাইট জান্নে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে বড় পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে “সহব শিখাওয়ে কোতোয়ালী।”

—~*~—

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা ।



“ And these what name or titl e'er they bear,
I speak of all—”

BEGGARS BUSH,

সোখীন চডক পার্কের শেষ হলো বলেই বেন দুঃখে সজনে খাড়া ফেটে গেলেন । রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগলো । ঢাকিবা ঢাক ফেলে জুতো গডতে আরম্ভ করে । বাজারে ছুদ সস্তা হলো (এত দিন গবলাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না) গন্ধবেণে ভালুকের বোঁ বেচতে বসে গেলেন । ছুতরেবা গুলদার ঢাকাই টুউডুনিতে কাঠেব কুচো বাঁদতে আরম্ভ করে । জন্মকলারে যজ্ঞমেনে বাসুনেরা

আদ্য আঁচ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টীকৃতে লাগলেন - তাই
দৈর্ঘ্য গরমি আর থাকৃতে পারেন না 'দ'র আগুন" "জলে
ডোবা" ও "ওলাউঠো" প্রকৃতি নানা রকম বেশ ধরে চাব
দিকে ছোড়িয়ে পড়লেন।

রাস্তার ধারের কোডের দোকান, পচা নিচু ও আঁটব ভরে
গ্যালো। কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁতুড়ির উপর মাচি
জ্ঞান জ্ঞান কळे, কোথাও কতকগুলো আঁবেব আঁটি ছড়ান
রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘসে ভেঁপু করে বাজাळे। মধ্যে এক
পসলা বিষ্টি ছোয়ে বাওয়ার চিংপুরের বড় রাস্তা কলাবেব
পাতেব মত দ্যাখাळे - কুটিওয়ারা জুতো হাতে করে
বেশ্যালেব বারাণ্ডার নীচে আব রাস্তার ধারের বেণেব
দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন, - আজ ছকড় মহলে পোহাবারো

কলকেতাব কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো বোগীর পক্ষে বড
উপকারক, (গ্যাল ব্যানিক সকের) কাজ করে। সেকলে আস-
মানি দোলদার ছকড় যেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঞ্চেই কলকেতা
থেকে গাঢাকা হয়েচে - কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর,
ভবানীপুর, কালিঘাট, আব বাবাসতেব মায়া ত্যাগ কৃতে
পারে নি বলেই আমরা কখন কখন দেখতে পাই।

"চাবআনা!" "চারআনা!" "লালদিকি!" "তেরজুবী।
"এসো গো বাবু ছোট আদালত!" বলে গাড়োয়ানবা
সৌখীন সুরে চীৎকার কळे, - নবজাগমনের বউএর মত দুই
এক কুটিওয়ারা গাড়ির ভিতর বসে আছেন - সজি জুটে না।
দুই এক জন গবর্নেন্ট আপিসের ক্যারিগি গাড়োয়ানদের সঙ্গে
দরের কসাকসি কছেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলোচেন, -
গাড়োয়ানবা হাসি টিটকিরিব সঙ্গে "তবে ঝাকা মুটের যাও,
তোমাদের গাড়ি চড়া কর্খ নয়!" করপিমেন্ট দিচ্ছে।

দশটা বেজে গ্যাচে । ছেলেবা বই হাতে কবে রাস্তায় হো হো কস্তে কস্তে কুলে চলেচে । মৌতাতি বুড়োরা 'তৈল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান গুলির আড়ডায় জম্‌চেন । হেটো ব্যাপারিবে বাজারে ব্যাচ! কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে । কলকাতা সহব বড়ই গুল্‌জাব,—গাড়ির হররা সহিসেব পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলাব ও নবম্যাওব টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠছে— বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয় ।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজাব কানাইধন দত্ত এক নিমখাঁসা রকমের ছকড় ভাড়া করে বাবোইয়াবি পূজাব বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন ।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবল চাঁদ দাঁব পুষ্টিপুস্তুর, হার্ট্থেখোলায় গদি ; দশ বারটা খন্দ মালেব আডত, বেলেঘাটায় কাটের ও চণেব পাঁচ খান গোলা, নগদ দশ বার লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে । কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন দেন হয়ে থাকে, বার মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ বাব দিনের জন্য বাড়ি বেঁচে হয়, এক খানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পাবে বাগান ও ছ ভেঁঙে এক ভাউলে ব্যাড্ডার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির ।

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ন, বেঁটে বেঁটে রকমের মানুষ, নেয়া-পাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোণার ভাগা, কোমবে মোটা সোণার গোট, গলায় এক ছড়া সোণার দু-নর হার, আফ্রিকের সময় খ্যাল্‌বার তাসের মত চ্যাটালো সোণার ইষ্টি কবচ পবে থাকেন, গঙ্গানানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কাণে কোঁটাও ফাঁক যায় না । দাঁ মহাশয় বাঙলা ও

ইংরাজি নাম সহই কত্তে পারেন ও ইংরেজ ঋদেব আসা
বাণ্ডায় ও দু চার ইংরাজি কোম্পানির কনট্রাক্টে “কম”
আইস “গো,” বাও প্রভৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে,
কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজ কর্ম দেখতে হতো না, কানাই
ধন দত্তই তাঁর সব কাজ কর্ম দেখতেন, দাঁ মশায় টানা
পাখার বাতাস খেয়ে, বগি চড়ে, আর এসরাজ বাজিয়েই
কাল কাটান ।

বার জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার
প্রথা মরুক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি “মা” ভক্তি
ও আত্মার অনুরোধে ইযাবদলে গিয়ে পড়েন । মহাজন,
গোলদার দোকানদার হেটোরাই বারোইয়ারি পূজার প্রধান
উদ্যোগী । সম্বৎসব বার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মন
পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি
খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসবেব দস্তরি বারই-
য়ারি খাতে জমলে মহাজনদেব মধ্যে বর্জিফু ও ইয়ার গোচের
মৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বাবোইয়ারি
পূজার অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য
ঘোবা ও বারোইয়ারি সং ও রং ভাঙ্গা সাব বন্দোবস্ত করাই
তাঁর ভাব হয় ।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়ে-
ছিলেন, স্মৃতবাৎ দাঁ মহাশয়ের আনন্দোজ্জ্বল কানাইধন
দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাদা ও আর আর কাষের ভাব
পেয়েছিলেন ।

দত্ত বাবুব গাড়ি রুহু রুহু ছুহু ছুহু কবে শুড়ি ঘাটালেনের
এক কাষস্থ বড় মানুষের বাড়ীর দরজায় লাগলো । দত্ত বাবু
তডাক করে গাড়ি থেকে লাপিরে পড়ে দরোয়ানদের কাছে

উপস্থিত হলেন । সহরের বড় মানুষের বাড়ীর দরোয়ানবা-
খোদ হজুব ভিন্ন নদেব বাজা এলেও খবর নদারক । “হোবির
বক্‌সিস্ ” “ দুর্গোৎসবের পার্কণী ” “ রাণী পূর্ণিমা
প্রণামি ” দিয়েও মন পাওয়া ভার । দস্তবাবু অনেক ক্রেশের
পব চাব আনা কব্লে এক জন দরোয়ানকে বাবুকে এংলা
দিতে সম্মত কলেন । সহরের অনেক বড় মানুষের কাছে
“ কর্জ দেওয়া টাকার সুদ ” বা তাঁর “ পৈতৃক জমিদারী ”
কিন্তে গেলেও বাবুব কাছে এংলা হলে হজুবের হকুম হলে
লোক বেতে পায় ; কেবল দুই এক জায়গায় অবাবিত
দ্বাব । এতে বড় মানুষদেবো বড দোষ নাই “ব্রাহ্মণ পণ্ডিত”
“ উমেদাব ” “ কন্যাদায় ” “ আইবুড়ো ” ও “ বিদেশী ব্রাহ্মণ ”
ভিক্ষুকদেব আলায় সহবে বডমানুষদেব স্থির হওয়া ভার ।
এঁদেব মধ্যে কে মোতাতেব টানাটানীর আলায় বিব্রত,
কে ষথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্ কলেও বিশ্বাস হয় না ।
দস্ত বাবু আধ ঘন্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে দশ
বাবো জনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসেব জন্যে
হজুবে এসেচেন—ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরোয়ানি
ঠাটা খেয়ে গবম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁব চার আনা
দাছুনে দরোয়ান চিকুতে চিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে কবে
নিয়ে হজুবে পেস কলে ।

পাঠক । বড়মানুষের বাড়ীর দরওয়ানের কথা, এই
খানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গেল, সেটি না
বলেও থাকাযায না ।

বহর দশ বারো হলো, এই সহরের বাজার অঞ্চ-
লেব এক জন ভদ্র লোক তাঁব জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকত
কুণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্ৰণ কবেন । জন্মতিথিতে

আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি কেবু প্রথা নয়, আমরা পুরুষ পবম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে তিল বুনে মাছ ছেড়ে (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে প্রদীপ জ্বলে, শাঁক বাজিয়ে আইরুড় ভাত খাবার ইত—কুটুম্ব সজ্জাবাকবকে সজ্জা নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজ কাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ যেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ কবে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ কবেন, অভ্যর্থায় আপনারা আশীর্বাদ করুন, তিনি আব ষাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গৌপে কলপ দিয়ে জরিব জামা ও হীরের কণ্ঠা পরে নাচ দেখতে বহুন,—প্রতিমে বিসজ্জন—স্বানযাত্রা ও বতে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুব জন্মতিথি, নেমস্তুল্লের গা সাবতে আকিসে এক হুণ্ডা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগ্মজারের বাবু সে বকমের কোন দিকেই যান নি, কেবল গুটিকতক ফেণ্ডকে ভাল কবে খাওয়াবেন, এই তাঁব মতলব ছিল। এ দিকে ভোজের দিন নেমস্তুল্লেরা এসে একে একে জুঠলেন, খাবার দাবার লক্ষ্মি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে দিন সকালে বাদলা হওয়ার মাছ পাওয়া যায় নি। বালালিদের মাছটা প্রধান খাদ্য, হুতরাং কর্মকর্তা মাছের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন, নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন বকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষ এক জন জেলে একটা সের দশ বাবো ওজনের কুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হল। মাছ দেখে কর্মকর্তার মুখীব আর সীমা রইলো না। জেলেও

দাম বল্বে, তাই দিবে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা করিল “বাপু এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে” জেলে বলে মশাই। “এর দাম বিশবা জুতো।” কর্মকর্তা “বিশবা জুতো।” শুনে অবাক হয়ে বইলেন, মনে করলেন, জেলে বীদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হযেছে, না হয়ত পাগল, কিন্তু, জেলে কোন ক্রমেই বিশবা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ হলো। নিমন্ত্বে বাড়ির কর্তা ও চাকরবাকবেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে তাবে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মস্করা কত্তে লাগলো, কিন্তু কোন রকমেই জেলের গৌ ঘুচলো না। শেষে কর্মকর্তা কি কবেন, মাছটি নিতেই হবে, আন্তে আন্তে জেলেকে বিশবা জুতো মাতে রাজি হলেন, জেলেও অস্লান বদনে পিট পেতে দিলে। দশবা জুতো জেলের পিটে পড়বামাত্র, জেলে “মশাই! একটু ধামুন, আমার এক জন অংশীদার আছে, বাকি দশবা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান দরজায় বসে আছে, তারে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ দিয়ে আসছিলাম, তখন মাছের অদ্দেক দাম না দিলে আমারে ঢুকতে দেবে না বলেছিল, সুতরাং-আমিও অদ্দেক বকরা দিতে রাজি হয়ে ছিলাম।” কর্মকর্তা তখন বুঝতে পারলেন, জেলে কিজন্য মাছের দাম বিশবা জুত চেয়ে ছিলো। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বকুরার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে হলো না; কর্মকর্তা তখন দরওয়ানজীকে জেলের বিশবাব অংশ দিলেন। পাঠক! বডমানুষেবা এই উপন্যাসটি মনে রাখবেন।

হজুব দেডহাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে

রয়ে আছেন গা আছল! পাশে মুন্সি মশায় চস্মা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পবামর্শ কছেন—সায়নে কতকগুলো খোলা ঝাঁপা ও এক বুড়ি চোতা কাগজ আর এক দিকে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে “কণজয়া” “যোগজ্যেষ্ঠ” বলে ডুই কব্বাব অবসর খুঁজছেন। গদিব বিশহাত অন্তরে ছজন বেকার “উমেদার” ও এক জন বুদ্ধ “কন্যাদায়” কাঁধো কাঁধো মুখ কবে ঠিক “বেকার” ও “কন্যাদায়” হালতের পবিচর দিচ্ছেন। মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুব ঘুব কছেন, কেউ হজুরেব কাণে কাণে ছটার কথা কছেন—হজুর মজুরহীন কার্তিকেব মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। দস্ত বাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হজুর বারোইয়ারি পূজার বড় ভক্ত, পূজোব কদিন দিবারাত্রি বারোইয়ারি তলাতেই কাটান, ভাগনে, মোসাহেব জামাই ও ভগিনীপতিবা বাবোইবারির জন্য দিনবাত শশব্যস্ত থাকেন।

দস্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা করে হজুবি সবিস্ক্রিপ্সন্ হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন, পেমে-টেব সময় দাওয়ানজী শতকরা ছটাকার হিসাবে দস্তুরী কেটে ন্যান, দস্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে খুদি রাখ্বাব জন্য তাতে আব কথা কইলেন না। এ দিকে বাবু বারোইয়ারি পূজোর ক রাত্তিব কোন্ কোন্ বকম পোসাক পব্বেন, তাবই বিবেচনায় বিব্রত হলেন।

কানাই বাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা ছটো অবধি নানা স্থানে ঘুবলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মস্ত টাকা মই মাত্র হলো (আদায় হবে না তার ভব

নাই) কোথাও গলা ধাক্কা, তামাশা ও ঠোনাটা ঠানাটাও সহিতে হলো ।

বিশ বছর পূর্বে কলকাতাব বারোইয়ারি চাঁদা সাদারা প্রায় দ্বিতীয় অর্ধমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মন্তর জমীর খাজনা সাদার মত লোকের ঊনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কতেন—অনেকে চোটের কথা করে বড়মানুষদের তুট কবে টাকা আদায় কতেন ।

একবার এক বারোইয়ারি একচক্ষু কাণা এক সোণার বেণের কাছে চাঁদা আদায় কতেন যান, বেণে বাবু বড়ই কুপণ ছিলেন, “বাবার পরিবারকে” (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট কতেন, তামাক খাবার পাতের গুরু নলগুলি জমিয়ে বাগ্‌ভেন্ এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রী কতেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উত্তল হতো । বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা বেণে বাবুব কাছে চাঁদার বই ধলে তিনি বড়ই রেগে উঠলেন ও কোনমতে এক পরমাণু বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কতেন রাজি হলেন না, বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন, কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না—তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাক্সমধ্যে রাখা হয়—বালিসের ওয়াড, ছেলেদের পোশাক, বেণে বাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন—চাকরদের কাছে (এক জন বুড়ো উড়োমাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে ছবার নিকেশ নেওয়া হয়—মুতি পুরণো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন—বেণে বাবুর ত্রিশলক্ষ টাকার কোম্পানির কাপজ ছিল, এ সওয়ায় তার হুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশটাকা আসতো, কিন্তু তার এক পরমাণু খরচ কতেন না । (পৈতৃক পেনা)

খাটি টাকায় মাকু চালিয়ে বা রোজগার করতেন, তাতেই সংসার নির্বাহ হতো; কেবল বাজে খরচেব মধ্যে একটা চক্কু, কিন্তু চসমায় ছুখানি পরকোলা বসান, তাই দেখে বাবোইয়ারিব অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন “মশাই! আপনাব বাজে খরচ ধবা পড়েচে, হয় চসমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।” বেণে বাবু এ কথায় খুসি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আর এক বার এক দল বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ সহ-বের সিংগি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিংগি বাবু সে সময় আফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষবা চার পাঁচ জনে তাঁহাকে ধিরে ধবে “ধরেছি” “ধরেছি” বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তায় লোক জমে গ্যালা সিংগি বাবু অবাক—ব্যাপারখানা কি? তখন এক জন অধ্যক্ষ বলেন, “মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোর মা ডগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে আস’ছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; হুতরাং তিনি আর আস’তে পার্চেন না, সেই খানেই রয়েছেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন, যে যদি আর কোন সিংগির বোম্বাড কতে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি।” কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না, আজ ভাগ্য ক্রমে আপনার দেখা পেয়েছি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না—চলুন। যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্বির করবেন।” সিংগি বাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদার বিলক্ষণ দশটাকা সাহায্য করেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা সাধারণ বিবরণ নানা উদ্ভট

কথা আছে, কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্পন্নোজ্ঞ। পূর্বে চুঁচড়ার মত বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হতো না, “আচাভো” “বোখাচাক” প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো ; মহরের ও নানা স্থানের ঘাবুরা বোট, বজবা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখতে যেতেন ; লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিলো, চোরেরা আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়েনি। শুশুপাড়া, কাচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকাতার নিকটবর্তী পরিশ্রমে কবার বড় ধুম করে বারোইয়ারি পূজো হয়েছিলো। এতে টকরা টকুরিও বিলক্ষণ চলেছিলো। একবার শান্তিপুর-ওয়ারা পাচলক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, মাত বৎসর ধরে তার উজ্জ্বল হয়, প্রতিবেশানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জনব দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন কতে হয়। তাতেই শুশুপাড়া-ওয়ারা “মার” অপঘাত যত্নে উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সে কাল নাই, বান্ধাজি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে মৃত্যু হয়েছেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পবা, মুক্ত ভাষের চূণ দিয়ে পান বাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েষ লাক টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভৈরু বাজিয়ে স্নান কতে বাওয়া সহবে অতি কম হয়ে পড়েছে। আজ্ঞা হজুর উচুগদি কার্তিকের মত বাড়ির চুল, এক পাল ববাখুবে মোসাহেব, বান্ধিত বেশ্যা অর

পাকান 'কাছা—জলন্ত জ্বর আর ডুমিকম্পের মত 'কথ-
নোবি' পাল্লায় পড়েছে ।

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড় মানুষ (পাড়ারগোঁয়ে ভুতেরা ছাড়া)
প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না ; কেবল সহবে ছ
চার বেণে বড় মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন । বুক
ফোলান, বাঁকা শিতি, পইতেব গোচ্ছা গলার, কুঁচের মত
চক্ষু লাল, কাণে তুলোয় করা আতর, (লেখা পড়া সকল
বকমই জানেন, কেবল বিন্মৃতিক্রমে বর্ণ পরিচয়টি হয় নাই)
আমনা খালি সোণার বেণে বড় মানুষ বাবুদের মজলিশে
দেখতে পাই ।

মোসাহেবী পেসা উঠে গেলেই “ বাবোইয়াবি ” “ খেমটা ”
“ চোহেল ” ও “ ফরবার ” লাঘব হবে সন্দেহ নাই ।

সজ্জা হয় হয় হয়েছে—গয়লাবা ছুদেব হাঁড়। কাঁদে কবে
দোকানে যাচ্ছে । মেচুনীবে আপনাব পাটা, বটি ও চুবডি
ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্ছে । গ্যাসের আলো ছালা মুটেবা মৈ
কাঁদে কবে দৌড়ুচ্ছে - খানার সামনে পাহারাওলাদের
প্যাবেড (এঁরা লড়াই কববেন, কিন্তু মাতাল দেখে ভয়
পান) হয়ে গিয়েছে । ব্যান্দের ভেটো কেবানীরে ছুটি পেয়ে-
ছেন । আজ এ সময় বীবকুঞ্চ দাঁব গদিতে বড় ধুম—অধ্য
ক্ষরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোবকে ভাবি
নমুনো দেখাবেন , কুমোব নমুনো মত সং তৈর্যেব করবে,
দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইখন দত্তজা নমুনোব
মুখপাত ।

ফৌজছবী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি
বেল লাগঠন (রং বেরং—সাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েছে ।
উঠোনে প্রথমে ষড়, তার উপর দরমা, তার উপর মাদরাজি

খেবোব জাজিম হাস্চে। দাঁড়িপালা, চ্যাটা, কুলো ও চাঙ্গুনীরে গনি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে ঝুঁকী ঝুঁকী মাড়ে—আজ তাবা ঘরজামাই ও অন্নদাস ভাগ্নেদের দলে গণ্য ।

বীৰকৃষ্ণ বাবু ধূপছায়া চেলোব জোড ও কলাব কপ ও প্লেট্‌ওয়াল (কাড়ের গেলাপের মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাড়েন, রুমালটি কোমবে বাঁদা আছে—সোণাব চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অধিনি এটিং হরেচে ।

পাঠক ! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অন্ত গ্যালো । মেঘাস্তের বৌদ্ধের মত ইংবাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো । বড় বড় বাঁশঝাড় সমুদ্রে উচ্ছন্ন হলো । কক্ষিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো । নবো মুনসী, ছিবে বেণে, ও পুঁটে তেলি বাজা হলো । সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও বাজা খেতাপ, ইণ্ডিয়া বববের জুতো ও শান্তিপুুরের ডুবে উড়ুনিব মত, বাস্তার পাদাড়ে ও ভাংগাড়ে গডাগডি যেতে লাগলো । কৃষ্ণচন্দ্র, বাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো । হাফ আখ্‌ড়াই, ফুল আখ্‌ড়াই, পাঁচালি ও বাত্রার দলেবা জন্ম গ্রহণ কর্লে । সহবের যুবকদল গোখুদী বকসাবী ও পক্ষির দলে বিভক্ত হলেন । টাকা বংশগৌরব ছাপিরে উঠলেন । রামা মুদ্দফরাস, কেটা বাগ্‌দি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুক্কী ও সহবের প্রধান হয়ে উঠলো । এই সময়ে হাফ আখ্‌ড়াই ও ফুল আখ্‌ড়াই

সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড় মানুষরা হাক আখ্-
ড়াইয়ে আনন্দ কত্তে লাগলেন। শামবাজার, রামবাজার,
চক ও সঁকোর বড় বড় নিষ্কর্মা বাবুরো এক এক হাক
আখড়াই দলের মুক্কটী হলেন। নোসাহেব, উমেদাব,
পাড়া ও দলহু গেরস্ত গোছ হাডহাবাতেরা সৌখিন দোহ-
বের দলে মিশলেন। অনেকের হাক আখ্ড়াইয়ের পুণ্যে
চাকবী জুটে গ্যালো। অনেকে পুজুরী দাদা ঠাকুরের অবস্থা
হতে একেবারে আমীব হয়ে পড়লেন—কিছু দিনেব মধ্যে
তক্কা, বাগান, জুড়ী ও বালাখানা বনে গ্যালো!

আমরা পূর্বে পাঠকদের যে বাবইয়াবি পুজার কথা বলে
এসেচি, বীবক্কু দাঁব উজ্জুগে প্রথম রাত্তির বাবোইয়ারি
তলায় হাক আখ্ড়াই হবে, তাব উজ্জুগ হচ্ছে।

ধোঁপাপুকুঃ লেনেব দুইদেব নম্বর বাড়িটীতে হাক আখ্-
ড়াইয়েব দল বসেচে—বীবক্কু বাবু বগীচড়ে প্রত্যহ আড্-
ডাব এসে থাকেন দোষাবরা কুটি থেকে এসে হাত মুখ
ধুখে জলযোগ কবে বাস্তিব দশটাব পব একত্রে জমেয়াং
হন—চাকাই কামার, চামা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে
বামুনই অধিক। মুখুঘোদের ছোট বাবু অধ্যক্ষ। ছোট বাবু
ইযাবেব টেকা, বেশাব কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেসায়
শিবের বাবা। শরীব ডিগডিকে, পইতে গোছা করে গলায়,
দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালো ও লালপেড়ে
চক্রবেডের ধুতি পরে থাকেন। ডেড়ভরি আকিম, ডেডশ
হিলিম গাঁজা ও এক জালা ভাডী রোজকী মৌতাতেব
উটনো বন্দবস্ত। পাল্পার্কণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায়
চডান।

অমাবস্যার রাত্তিব—অককারে ঘুরঘুটী—গুড় গুড় করে

নড়্চে না - মাটি থেকে বেন আগুনের তাপ বেরুচ্ছে —
পথিকেরা এক এক বার আকাশ পানে চাচ্ছেন, আর হুন্
হুন্ করে চলেচেন - কুকুবগুলো খেউ খেউ কচ্ছে - দোকা-
নীবে ঝাপতান্ডা বন্ধ কবে ঘরে ঘাবার উজ্জুগ কচ্ছে - গুডুঘু
করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো। ধোপাপুকুর লেনের ছুই-
য়ের নদ্বরের বাড়িতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ
বাবু, চক বাজারের প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরো ও ছ
চার গাইয়ে গুল্লাদরাও আসবেন। গাওনার মূব বড় চমৎ-
কার হয়েছে - দোয়ারবাও মিল ও তাল-দোরস্ত !

সময় কারুই হাত ধবা নয় - নদীব স্রোতের মত - বেশ্যাব
ঘোবনের মত ও জীবের পরমাণুর মত কারুই অপেক্ষা কবে
না। গির্জের ঘড়িতে টং টং টং কবে দশটা বেজে গ্যালো,
সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠলো - রাস্তার ধুলো উড়ে
ঘেন অন্ধকার আবে। বাড়িরে দিলে - মেঘের কড নড কড
মড ডাক ও বিদ্যুতের চমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেবা মার
কোলে কুণ্ডুলি পাকাতে আরস্ত কলে - মূললেব ধাবে ভাবী
এক পসলা বিপ্তি এলো।

এদিকে ছুইয়ের নদ্বরের বাড়িতে অনেকে এসে জমতে
লাগলেন। অনেকে সকলের অনুরোধে ভিজ্জে ঢ্যাপ ঢ্যাপে
হয়ে এলেন। চারুডেলে দিয়ারাগিবিতে বাতি জ্বলছে—
মজলিস জক্ জক্ কচ্ছে - পান, কলাপাতের এঁটো নল
ও খেলো ছকোর কুরুক্ষেত্র! মুখুয্যেদেব ছোট বাবু
লোকের খাতিব কচ্ছেন “ওবে” “ওরে” করে তাঁর
গলা চিবে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চামা ধোপা
দোয়ারেবা এক পেট ফিনি, মেটো, ঘন্টো ও আটা নেব-
ডান জুসে ফরমা ধুতি চাদরে কিট্ হয়ে বসে আছেন -

অনেকেব' চক্কুরুজে এসেচে - বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখ্ছেন ও এক একবার কিস্কিনি জ্বাংলে মনে কচ্ছেন যেন উড্‌চি। ঘরটি লোকারণ্য - খাতায় খাতায় ঘিরে বসে আছেন - থেকে থেকে ফক্কুড়ি টপ্পাটা চপ্‌চে - অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতো বোড়াটি হয় পকেটে নয় পার নীচে বেখে চেপে বসেচেন - জুতো এমন জিনিস যে, দোয়ার দলের পরস্পরে বিশ্বাস নাই! চক বাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্দ রয়েছে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। ছ একজন ধরতা দোয়ার প্যালানাথ বাবু আসবার অপেক্ষার' থাকতে বেজার হচ্চেন - ছ একজন "তাইত" বলে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন, কিন্তু প্যালানাথ বাবু বারোইয়াবিব একজন প্রধান ম্যানেজাব, সৌখীন ও ফোন-পোসাকীর হদ্দ ও ইয়ারেব-প্রাণ। স্তবধা কিছুক্ষণ তাঁব অপেক্ষা না কলে তাঁরে অপমান কবা হয় - ঝড়ই হক, বজ্রা-ঘাওই হক, আব পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁব এসব বিষয়ে এমনি সক্‌ যে, তিনি অবশ্যই আসুবেন।

ধরতা দোয়ার গোবিন্দ বাবু বিরক্ত হয়ে নাকী স্বে "মনালে বঁদিয়া" জিকুর টপ্পা ধবেচেন - গাঁজার ছকো এক বার এ থাকের পাশ মেরে ওধাকে গ্যালো। ঘরেব এক কোণে ছকো থেকে আস্তান পড়ে যাওয়ার সে দিকেব থাকেবা রজা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড ঝাড়্‌চেন ও কেমন কবে পড়্‌লো। প্রত্যেকে তারই পক্ষাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন - এমন সময় একখান গাড়ি গড্‌ গড্‌ কবে এসে দবজায় লাগ্‌লো। মুখুষ্যেদের ছোট বাবু মজলিস থেকে ভডাক্‌কবে লীপিয়ে উঠে বারেওয়ার গিয়ে "প্যালানাথ বাবু, প্যালানাথ বাবু এলেন" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন - দোয়ারদলে

হররে ও টৈ রৈ পড়ে গ্যালো—চোলে রং বেজে উঠলো ।
 প্যালানাথ বাবু উপবে এলেন—সেকজাও, শুড্ ইতনীং ও
 নমস্কাবের ভিড চুক্তে আদ্যন্তী লাগলো ।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ,
 গত বৎসর পঞ্চাশ গেরিয়েচেন, বাবু বড হিন্দু—একাদশী,
 হরিবাসর ও রামার্টমীতে উপোষ ও উধান ও শরনে নিচ্ছলা
 করে থাকেন, বাবুর মেজাজ গরিব । সৌখীনের রাজা ! ১২১৯
 মালে সাববর্ন্ সাহেবের নিকট তিন মাসমাত্র ইংরিজি
 লেখা পড়া শিখেছিলেন, সেই সম্বলেই এত দিন চল্চে—
 সর্কদা পোসাক ও টুপি পরে থাকেন, (টুপিটি এমনি হেলিয়ে
 হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কাণ আছে কি না
 হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) লক্ষৌ ফ্যামানে (বাইয়ের
 ভেড়ুরাব মত) চুড়িদার পায়জামা, বামজামা, কোমরে
 দোপটা ও বাঁকা টুপি তাঁব মনোমত পোসাক । প্যালানাথ
 বাবুব বাই ও খেমটা মহলে বড মান ! তাদের কোন দায়
 দকা পড়্লে বাবু আড হয়ে পড়ে আফোতের ভানাম কবেন
 ও বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানী মাথায় রেখে কাছা খুলে
 কয়তা দেন ও বারইয়ারের নামে তসবি পড়েন ! মোসলমান
 মহলেও বাবুব বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ! অনেক লক্ষৌএ পাতি ও
 ইবানো চাঁপদাড়ি বাবুর বুজরুকি ও কেরামতের অনিয়ম এন-
 সাফ্ করে থাকেন । ইংরাজি কেতা বাবুর ভাল লাগে না ;
 মনে কবেন ইংবিজি লেখা পড়া শেখা শুদ্ধ কাজ চালাবার
 জন্য । মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবা বাস্তির থেকে ঐ
 কেতাই ঐর বড় পচল । সর্কদাই নবাবি আমলের জাঁক
 জমক, নবাবি আমিরি ও নবাবি মেজাজের কথা নিয়ে নাড়া
 চাড়া হয় ।

এ দিকে দোরাররা নতুন স্বরের গান ধলেন । ধোপাপুকুর রন রন কঁতে লাগলো—ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চমকে উঠলো—কুকুবগুলো খেঁউ খেঁউ কবে উঠলো—বোধ হতে লাগলো যেন হাড়িবে গোটাকতক শ্রুতার ঠেঙ্গিয়ে মার্চে ! গাওনার নতুন স্বর শুনে সকলেই বড় খুসি হয়ে সাবাস ! বাহবা ! ও শোভাস্বরী বৃষ্টি কঁতে লাগলেন—দোরাররা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগলো, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে ধোপারা অবোরে ঘুমুছিলো, গাওনার বেতবো আও রাজে চমকে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়লো ! বাস্তির ছুটো পর্য্যন্ত গাওনা হয়ে শেষে সে রাস্তিরের মত বেদব্যাস বিশ্রাম পেলেন—দোরাব, নৌখীন বাবু ও অধ্যক্ষরা অক্ল-কারে অতি কষ্টে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আড় হলেন ।

এ দিকে বারোইয়ারি তলায় সংগড়া শেষ হয়েছে । এক মাস মহাত্মারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে ; কথক বেদীর উপর ধর্ম্ম ব্রহ্মোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদা-নের মহিষের মত মাথার ফুলের মালা জড়িয়ে রনিকতাব একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথিব পানে চাওয়া মাত্র হচ্ছে, বস্ত্রত যা বল্চেন, সকলি কাশিরাম খুড়োব উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক । কথকতা পেসাটা ভাল দিব্য জলখাবাব, দিব্য হাত-পাখার বাতাস, কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার-বিহারের আনুষ্ঠানিক প্রহারটা সহিতে হয়, সেইটেই মহান্ কষ্ট । পূর্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন, জীধর অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন । বর্ত্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা কবেন না, গলাটা সাধা, চাণক্য শ্লোকের দুর্লভ পাঠ, কীর্ত্তন অঙ্কের ছুটো পদাবলী মুখস্ত করেই মজুরা কঁতে বেরোন

ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ কবেন। কথা শোনবাব ও সংখ্যাবাব জন্যে লোকের অসন্তব ভিড় হয়েছে—কুমোর, ডাকওয়াল ও অধ্যক্ষরা খেনো হাঁকোর ভাষাক খেয়ে ঘুবে বডাছেন ও মিছেমিছি চোঁচিয়ে গলা ভাংচেন। বাজে লোকের মধ্যে হু এক জন আপনাব আপনার কর্তৃত্ব দেখাবাব জন্যে ফাং তকাং ” কছে, অনেক গোছালো গোছের মেয়ে মানুষ দেখে সংএব তরজমা করে বোকাছেন। সংগুলি বর্জমানের বাজার বাংলা মহাতারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্খ গ্রহণ করা ভার।

কোথাও ভীষ্ম শবশয্যা পড়েচেন—অর্জুন পাতাসে বাণ মেবে ভোগবতীব জন তুলে খাওয়াছেন। জাতির পরাক্রম দেখে দুর্ঘ্যোধন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েচেন। সংএদেব মুখের হাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রকম, কেবল ভীষ্ম ছুদেব মত সাদা, অর্জুন ডেমার্টিনেব মত কালো ও দুর্ঘ্যোধন গ্রীন।

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনেব উপর আফিমের দালালের মত পোষাক পবে বসে আচেন। কালিদাস, ঘটকপ'র, ববাহ, নিহির প্রভৃতি নববত্নেবা চাব দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বয়েচেন—বত্নদের সকলেরই এক বকম ধুতি, চাদর ও টকী, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন এক দল অগ্রদানী ক্রিবাবাড়ী চোকবার জন্য দরওয়ানেব উপা সনা কছে।

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষবে ভগবতীব স্তব কছেন, কোটালবা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—শ্রীমন্তেব মাথায় সালের সামলা, হাক ইংবিজি গোছেব চাপকান ও পায় জামা পরা, ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্রাডার প্লিড কছেন।

এক জায়গায় বাজসূর্য বজ্র হচ্ছে—দেশ দেশান্তবেব
'রাজাবা চার দিকে ঘিবে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা ছোতা
পোতা বামুনরা ঈগ্নিকুণ্ডেব চার দিকে বসে হোম কছেন,
রাজাদের পোমাক ও চেহাবা দেখলে হঠাৎ বোধ হয় যেন,
একদল দরওয়ান স্যাক্রার দোকানে পাহাবা দিচ্ছে !

কোন খানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাম্বুবানু, হনু-
মান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহরে মুচ্ছুদি বাবুদের মত
পোমাক পরে চাব দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা
ধরেচেন—শক্রঘ্ন ও ভরত চামর কছেন রামের বাঁ দিকে
সীতে দেবী, সীতের ট্যাড্‌চা সাড়ী, কাঁপটা ও কিরিন্দি
খোঁপার বেহন্দ বাহার বেবিয়েচে !

বাইরে কৌচাব পতন ভিতরে ছুঁচোব কেতন সং বড়
চমৎকাব ?—বাবুব ট্যানল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপ-
কান, পেটি ও মিলকের রুমাল, গলার চুলের গার্জেচেন অথচ
ধাকবার ঘর নাই, মাসীব বাড়ী অল্প লুসেন, ঠাকুর বাড়ী
শোন, আর সেনেদেব বাড়ী বসবাব আড়্‌ডা। পেট ভবে জল
খাবারপয়সা নাই, অথচ দেশের রিকবমেসনের জন্যে বাস্তবে
খুম হয় না। (মসারির অভাবও খুম না হবাব একটি প্রধান
কারণ) পুলিশ বড় আদালত, টোলাব নিলেম, ছোট আদা-
লতে দিনের ব্যালা যুবে বেডান, সন্ধ্যা ব্যালা ব্রঙ্কসভায়
মিটিং ও ক্রবে হাঁক ছাডেন—গোয়েন্দাগিবী, দালালী,
খোসামুদো ও ঠিকে রাইটবী কবে যা পান, ট্যানলওয়াল
টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কন্তে ও জুতো বুকসেই
সব কুরিয়ে বায় ? সুতরাং মিনি মাইনের কুল মাষ্টারী কখন
কখন স্বীকার কন্তে কব।

কোথাও অটেনরন নৈতে নারী সিকেব বসে কুলে নবি সং-

অষ্টমবণ সহিতে নারী মহাশয়, ইয়ং বাজারদেব টেবিলে
খাওয়া, পেন্‌টুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনার্ভৈব
বিলাতি কট্‌চাপকান পরা। (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ
নাকে চসমা। রাস্তিবে খানার পড়ে ছুঁচো ধরে খান। দিনেব
ব্যালা বিফরমেসনের স্পিচ্ কবেন দেখে—সিকেব কুল-
চেন।

এসওয়ায় বারোইয়ারি তলার “ভাল কস্তে পারবো না
মন্দ কববো কি দিবি তা দে” “বুক ফেটে দরোজা” “যুটে
পোড়ে গোবব হাসে” “খ্যাদা পুতের নাম পন্নলোচন” “মদ
খাওয়া বড় দাব জাত থাকাব কি উপায়” “হাড্ড হাবাতে
মিছবির ছুরি” প্রভৃতি মানাবিধ সং হয়েছে; সে সব আর
এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের ছ
পাশে বকা ধার্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবের সং বড় চমৎকার হবেচে।
বকা ধার্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত শুঁচব নাছব—
ভুঁড়িটি বিলাতি কুমড়োর মত—মাতাম্‌ কামান চৈতন ফক্কা
ঝুটি কবে বন্দা—গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটি
কতক সোণাব মাছুলি—হাতে ইষ্টি কবচ—চুলে ও গৌপে
কলপ দেওয়া—কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা
তাজ—গত বৎসব আশী পেরিয়েচেন—অল্প ত্রিভঙ্গ। কিন্তু
প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্ছে। গের্‌ভগোচের ভঙ্গ লোকের মেখে
ছেলের পানে আড় চক্ষে চাচ্ছেন—হবি নামেব মালার কুলিটি
ঘুরুচ্ছেন। কুলির ভিতব থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম
আওয়াজে লোভ দেখাচ্ছে।

ক্ষুদ্র নবাব—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে—ছন্দে আলতার
মত বং—আলবর্ট ফেসানে চুল ফেরানো—চীনের শূয়াবের
মত—শরীরটি ঘাড় গদানে হাতে লাল রুমাল ও পিচের

ইষ্টিক - সিমলের কিন ফিনে ধুতি মাল কোচা করে পরা, হট্টাং দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পোতুব, কিন্তু পরিচয়ে বেবোবে “ হিদে জোলার নাতি ।

বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উচ্চ - ঘোড়ায় চড়া হাই ল্যাণ্ডেব গোরা বিবি, পবি ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো - মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী মূর্তি - সিংগির গা কপুলি গিলটি ও হাতি সবুজ মকু মল দিয়ে মোড়া । ঠাকুরগেব বিবিরানা মুখ - রং ও গড়ন আসল ইহুদি ও আবমানি কেতা, ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে শুকু কটেন । প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতি পরিরা ভেঁপু বাজাচ্ছে - হাতে বাদসাই নিশেন ও মাঁকে ঘোড়া সিংগিওয়াল কুইনের ইউ-নিকরন্ ও ফেউ !

আজ বারোইয়ারির প্রথম পূজা শনিবার - বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাইমন্ত, প্যালানাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণ বাবুর ক্লেও আহীরা-টোলার বাখামাধব বাবুবো ব্যালা তিনটে পর্যন্ত বাবোইয়ারি তলার হানবাও হয়েছিলেন - তিনটে বড বড অর্ণা মোষ, এক শ ভেড়া ও তিন শ পাঁটা বলিদান করা হয়েছে - মূল নৈ-বিদ্যির আগা তোলা মণ্ডাটি ওজনে ডেড়মন । সহবের রাজা, সিংগি, ঘোম, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড বড দলহু ফোঁটা, চেলির জোড়, টিকী ও ভেলকধারি উর্দি ও তক্মাওয়াল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয় হয়েছে - “ সুপারিন্ ” “ অনাহতে ” “ বেদলে ” ও “ ফলারেরা ” নিমতলার শরুমির মতো টেঁকে বসে আছেন - কাজালি, রেও, অগ্রদানী, ভাট ও ফকিব বিস্তর জমেছিল - পাহারাওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন - অনেক গরিব গ্রেণ্ডার হয় ! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কলে

খানার দারোগা ও জমাদারের হৃদয় বিবেচনায় সে বারের মত রেহাই পায় ।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো—বাবোইয়ারি তলা লোকারণ্য । সহরের অনেক বারু গাড়ি চড়ে সং দেয়ালে এসেচেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখতে । ক্রমে মজলিসে দু এক বাড়ি জেলে দেওয়া হলো—সংএদের মাথার উপর বেলল্যান্ঠন বাহার দিতে লাগলো । অধ্যক্ষ বারুরো একে একে জমেরাং হাতে লাগলেন, নল করা খেলো হুকো হাতে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও “এটা কর” “ওটা কর” করে হুকুন দিচ্ছেন । আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে ! দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা ছুধ ও বারোখানি বেণের দোকান কেটিরে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কপূর্ব দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েছে—মিঠেকড়া, ভ্যালসা, অমুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্জন হয়েছে । এ সওয়ারি বিস্তর অন্তঃশিলে সরঞ্জামও প্রস্তুত আছে । আবশ্যক হলে দেখা দেবে !

সহরে টি টি হরে গ্যাছে, আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বাবোইয়ারি পূজায় হাফ আকড়াই হবে । কি ইয়ারদোচের কুল বয়, কি বাহাতুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল ! বাজার গরম হয়ে উঠলো । ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো ! কোঁচান ধূতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুর্বে উড়ুনীব এক রাত্তিরের ডাডা আট আনা চড়ে উঠলো । চার পুরুষে পাঁচ পুরুষে ক্রেপ্ ও নেটের চাদরেরা অকর্মণ্য হয়ে নবান্ন আমলে মিন্দুক আজর করে ছিলেন, আজ ভলন্টিয়ার হয়ে মাথার উঠলেন । কালো ফিতের যুনসি ও চাবির নিকলি হঠাৎবাবুব মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে,

বড়ির চেনেব অফিসিএটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকেব সেবা কস্তে লাগলো ।

বারোইয়ার্টির তলা লোকারণ্য হরে উঠলো—এক দিকে কাটগড়া ঘেবা মাটির সং—অন্য দিকে নানা বকম পোশাক পবা কাটগড়ার ধাবে ও মধ্যে জ্যান্ত সং । বড মানুষরা ট্যাসলওয়ারা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইষ্টিকে চালচিত্রেব অম্মর হতেও বেয়াডা দেখাছেন । প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লকাই লাউর (লাটিম) মত ঘুরে বেড়াছেন, দু কস দিঘে পঁজির ছবিব রক্তদস্তী রাক্ষসীব মত পানের পিক্ গডিয়ে পড়্চে—চাকব, হবকরা, সবকাব, ক্যাবানী ও ম্যানে-জাবদেব নিশ্বেস ফ্যালুবাব অবকাশ নাই ।

ঢং ঢং কবে গির্জের ঘড়িতে রাত্তির দুটো বেজে গ্যালো । ধোপাপাডাব দল ভবপূব নেমার ভৌ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসবে নাবলেন । অনেকে আখ্‌ড়া ঘরে (সাজ ঘরে) শুয়ে পড়লেন । বাঙ্গালির স্বভাবই এই, পয়ের জিনিস পাতে পড়্লে শীগ্‌গির হাত বন্ধ হয় না (পেট্‌সেটি বোকে না বড ছঃখের বিষয়) । ভেড় ঘণ্টা ঢোল, বেহালা, ফুলুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজলো—নৌড়ারা দু শ বাহবা ও বেশ দিলেন—শেষে একটি ঠাকুবণ বিষয় গেয়ে (আমরা গান্টি বুজ্‌তে অনেক চেষ্ঠা কল্‌মে' কিন্তু কোন মতে ক্লতকার্য্য হতে পাল্‌মে না) উঠে গ্যালো চকের দল আনরে নাবলেন ।

চকের দলেরাও ঐরকম করে গেয়ে শোভাস্তরী ! সাবাস ! ও বাহবা ! নিয়ে উঠে গ্যালেন—এক ঘণ্টার জন্য মজ্‌লিস খালি রইলো, চায়না কোট-ক্রেপের' লেটের ও ডুরে ফুল-দার ট্যাডচা চাদরেবা—পিঁপড়ের ভাঙ্গা সারের মত ছাড়িয়ে

পড়লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গ্যালো। ষ্ট্রোট তামাক ও চরসেব খুঁরার এমনি অন্ধকার হয়ে উঠলো খেঁ সেবারে “ প্রোক্লেমেসনের উপলক্ষে বাজিতে ” বাকি ধোঁ হয়ে ছিলো। বড বড রিভিউয়ের তোপে তত ধোঁ জন্মে না। আদ ঘণ্টা প্রতিমে খানি দেখা যায় নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিলো।

ক্রমে হঠাৎ বাবু টাকার মত, বসন্তের কুয়াসার মত ও শরতের মেঘের মত ধোঁ দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো। দর্শকেবা স্থিতির হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপাপুকুবেব দল আসোর নিয়ে বিরহ ধলেন। আদ ঘণ্টা বিবহ গেয়ে আসোব হতে দল বল সমেত আবাব উঠে গেলেন। চক বাজারেবা নাবলেন ও ধোপাপুকুবেব দলের বিরহের উত্তোর দিলেন গৌড়ারা রিভিউয়ের সোলজারদের মত দল বেঁধে ছ থাক হলো। মধ্যাহ্ন গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কলেন— এক দলে মিস্তির খুড়ো আর এক দলে ছাদা-ঠাকুর বাদন্দার।

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেঁউড়, তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচারও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারীও বাকি থাকবে না।

তোপু পড়ে গিয়েচে, পূর্বাদিক করসা হয়েছে, ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে— ধোপাপুকুরের দলেরা আসোর নিয়ে খেঁউড় ধলেন, গোড়াদের “ সাবাস ”! “ বাহবা ”! “ শোভাস্তরী ”! “ জিতা রাও ”। দিতে দিতে গলা চিরে গেলো; এরই তামাসা দেখতে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন! বাঙ্গালীবা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন—চাঁদ ভঙ্গনমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন! কুম্-

দিনী। মাতা হেঁট কল্লেন। পাখীরা ছি। ছি। করে চেঁচিয়ে উঠলো! পল্লিনী পাকের মধ্যে থেকে হাসতে লাগলো! ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন স্তবরাং চকের দলকে তার উত্তর দিতে হবে। ধোপাপুকুরওয়ালারা দেড় ঘণ্টা প্রাণ পণে চেঁচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে থামলে চকের দলেরা নাবলেন, সাজ বাজতে লাগলো, ওদিকে আখড়াঘরে খেঁউড়ের উত্তর প্রস্তুত হচ্ছে—চকের দলেরা তেজের সহিত উত্তর গাইলেন! গৌড়ারা গবম হয়ে “আমাদের জিত!” “আমাদের জিত!” কবে চ্যাঁচ চেঁচি কতে লাগলেন—(হাতাহাতীও বাকি রইলো না) এ দিকে মধ্যাহ্ন ও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও। হো! হো! হুররে ও হাত তালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গ্যালেন—নেসার খোয়ারি—রাত জাগবার ক্লেশ ও হারের লজ্জার—সুকুবোদের ছোট বাবু ও ছচার ধরতা দোরার একেবারে এলিয়ে পড়লেন।

চকেব দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু শুধু পা—মোজা পায়; জুতো কোথায়, তাব খোজ নাই। গৌড়ারা আমোদ কতে কতে পেছু পেছু চল্লেন—ব্যালা দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকরা হাক আকড়াইর মজা ভরপুর জুটে বাড়িতে এসে স্তব ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড় দেখতে লাগলেন। ডাডা ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি, চাদর, জামা ও জুতোবা কাজ মেরে আপনার মনিব বাড়ি ফিবে গ্যালো।

আজ রবিবার। বারোইয়ারি তলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জমলেন; এখনো অনেকের “চোয়া চেকুর” “মাতা ধরা” “গা মাটি মাটি” সারেনি।

সারেনি। পাঁচালি আবস্ত হয়েছে—প্রথম দল গজান্তকি-
তবঙ্গিনী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি
ছোট কেতার হাক আকড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর
ভাগ, হুতরাং রাস্তিব একটাব মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে
গ্যালো।

যাত্রা। যাত্রাব অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাবু বি চুল
উল্কা ও কাণে মাকড়ি। অধিকারী দূতী সঙ্গে গুটি বাবো
বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসোরে নাবলেন। প্রথমে
কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন, তার পর বাসদেব ও মণিগোঁসাই
গান করে গ্যালেন। সর্কেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোব-
পর্যন্ত “কাল জল খাবো না।” “কাল মেঘ দেখবো না।”
(সান্নিধ্যনা ধাটাইয়ে দিমু) “কাল কাপড় পরবো না”
ইত্যাদি কথা বার্তার ও “নবীন বিদেশিনীর !! গানে লোকেব
মনোবঞ্জন করলেন। ধাল, গাড়, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুবাণ
বনাত ও সালের গাদী হয়ে গ্যালো। টাকা, আছলী, সিকি
ও পরমা পর্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে “বাবা দে আমাব
বিয়ে” ও “আমার নাম হুন্দুরে জেলে, ধরি মাহ বাউতি
জালে” প্রভৃতি রকমওয়ারি সংএরও অভাব ছিল না।
ব্যালা আটাব সময় যাত্রা ভাংলো, এক জন বাবু মাতাল পাত্র
টেনে বিলক্ষণ প্যেকে যাত্রা শুদ্ধিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে বাওয়াতে
গলার কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কস্তে গ্যালেন (প্রতিমে
হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী মূর্তি) কিন্তু প্রতিমার সিংগি
হাতীকে কানডাঙে দেখে বাবু মহাআব বডই রাগ হলো ও
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণা হবে—

“তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড্ডা।

মানুষ মেলে টেড্ডা পেতে তোমার বেতে হতো হরিণবাড়ি।

স্বর্কি কুটে সারা হতে, তোমার মকুট যেতো গড়া গডি ।

পুলিসের বিচারে শেষে সপ্তো তোমার গ্র্যান্ডজি ।

সিঙ্গি মামা টের্টা পেতেন ছুটতে হতো উকীল বাড়ি ॥

গান গেয়ে প্রণাম করে চলে গ্যালেন ।

সহরেব ইতর মাতালদের (মাতালেব বড ইতর বিশেষ নাই, মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালাব বাপ গোবরা প্রায় এক মূর্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ঘরে রাখবার লোক নাই বলেই আমবা নর্দামার, রাস্তায়, খানায়, গারদে ও মদেব দোকানে মাতলামি কত্তে দেখতে পাই। সহরে বড মানুষ মাতালও কম নাই, শুদ্ধ হবে ধরে পুবে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেবিয়ে মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে, অস্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভেতর হাত পা সঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালী বড মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোট লোক মাতালেব ভাগ্যে—চারি আনা জরিবানা,—একরাতিব গাটরাদে বা—পাহারাওলাদেব কোলায় শোয়াব হয়ে যাওয়া ও জমাদারের ছই এক কোংকা মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালী বড মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। পাকি হয়ে উড়তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা, প্রতিমের নকল সিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে, আসল সিঙ্গি হয়ে বসা, চাকিবে মার সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া, ক্যান্টন্মেন্ট ফোর্ট, রেল-ওয়ে এক্টেসন্ ও অব্‌সনে মদ খেয়ে মাতলামী কবে চালান হওয়া। এ সওয়ায় করুণা, গান, বক্সিসও বক্তৃতার বেহদ ব্যাপার।

একবার সহরের শামবাজার অঞ্চলের এক বনিদী বড মানুষের বাড়িতে বিদ্যামুন্দর যাত্রা হচ্ছিলো বাড়ির মেজো

বাবু পাঁচো ইয়াব নিয়ে যাত্রা শুন্তে বসেচেন, সামনে মালিনী ও বিদ্যে “ মদন আগুন অলুচে দ্বিগুণ কল্পে কিংগুণ ঐ বিদেশী ” গান করে মুটো মুটো প্যালা পাচ্ছে—বহন ঘোল বরসেব দুটো (ষ্ট্রুভ্রেড) ছোকরা সখী মেজে ঘুবে ঘুবে খেমটা নাচে । মজলিসে কপোব গ্যাসে ত্র্যাণ্ডি চলচে—বাড়ীর টিকটিকী ও মালগ্রাম ঠাকুর পর্য্যন্ত নেশার চুবচুবে ও ভো ! ক্রমে মিসনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, বাণীর তিবস্কার, চোরধরা ও মালিনীর যত্নবানশালা এসে পড়লো, কোটাল মালিনীকে বেঁধে মৃত্তে আবদ্ধ কল্পে—মালিনী বাবু-দেব “ দোহাই ” দিয়ে কেন্দে বাড়ী সবগবম কনে তুলে—বাবুব চম্কা ভেঙ্গে গ্যালো ; দেখলেন কোটাল মালিনীকে নাচ্ছে, মালিনী বাবুব দোহাই দিচ্ছে অথচ পাব পাচ্ছে না । এতে বাবু বড় বাগত হলেন “কোন্ বেটাব সাধি মালিনীকে আমার কাছে থেকে নিয়ে যাব” এই বলে সামনের কপোব গেলাসটি কোটালের বগ ভেঙ্গে ছুড়ে মারলেন—গেঘাসটি কোটালের রগে লাগ্‌বামাত্র বোটাল, “ বাপ ” বলে অননি ঘুবে পড়লো চাবি দিক্ থেকে লোকেবা হাঁ। হাঁ। কবে এসে কোটালকে ধবধরি কবে ঘবে নিয়ে গ্যালো—মুকে জলেব ছীটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা উদ্বিগ্ন হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—কোটালের ে।। এক যাতেই পঞ্চত্ব পেলেন ।

আব একবার ঠন্ঠনেব “ ব ” ঘোষজা বাবুব বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেকে মজলিসে আড় হয়ে শুবে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুন্ছিলেন । সমস্ত বাত বেহঁসেই কেটে গ্যালো, শেষে ভোব তে'ব সময়ে দাঁত মশানে কোটালের হুঙ্কামাতে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো—

আসোরে কেটোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে “কেষ্ট ল্যাও কেষ্ট ল্যাও” বলে খেপে উঠলেন। অন্য অধ্য লোকে অনেক বোজালেন যে, ‘ধর্ম অবতার’ বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই” কিন্তু বাবু কিছুতেই বুজলেন না (কুট্ট তাঁবে—নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনার) শেষে ভেউ ভেউ কবে কান্ডতে লাগলেন।

আর এক বার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুব কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন, সেটাও না বলে থাকা গেল না। পূর্বে এই সহবে বেণেটোলায় দ্বিপ্চাঁদ গোস্বামীর অনেক গুলি বড় মাহুষ শিষ্য ছিল। বাবুনিমলের বোস বাবুরা প্রভুব প্রধান শিষ্য ছিলেন। এক দিন আমতা ব বামহরি বাবু বোসজা বাবুবে এক পত্র লিখলেন যে, “ভেক নিতে তাঁর বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটি কতক প্রসন্ন আছে, সেগুলি যত দিন পূরণ না হচ্ছে, ততদিন শান্তিই থাকবেন।” বে বজ্ঞ মহাশয় পবম বৈষ্ণব, রামহরি বাবুব পত্র পেয়ে বড় খুসি হলেন ও বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ ও প্রসন্ন পূরণ করবার জন্যে নদের চাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরি বাবু সোণাগাজীতে বাসা। ছ চাব ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে। সজ্যার পব বেড়াতে বেবোন—সকালে বাড়ী আসেন মদও বিলক্ষণ চলে, ছ চার নিমগোচর দাজাব দরুণ পুলিসেও দুই এক মোহলেকা হয়ে গিয়েচে। সজ্যাব পর সোণাগাজীর বড় জাঁক, প্রতি ঘরে ধুনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গলাজলের ছডাব দরুণ হিন্দুধর্ম বেন মূর্ত্তিমন্ত হবে সোণাগাজী পবিত্র কবেন। নদের চাঁদ গোস্বামী বোস বাবুর পত্র নিয়ে সজ্যার পর সোণাগাজী ঢুকলেন। গোস্বামীর শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত

টৈতনফকা। সর্সাজে হরিনামের ছাপা, নাকে তিলক ও অর্ধচন্দ্রে (কপাল) এক ধ্যাবড়। চন্দন, ঠাণ্ডা বোধ হয় যেন কাঁপে হেগে দিগেচে। গোস্বামীর কলকেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোণাগাজীতে চোকেন নাই (সহরের অনেক বেশ্যা গিমলৈর মা গৌঁসায়ের জুবিস্‌ডিক্সনের ভেতর) গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরি বাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরি বাবু কুটী থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপি রসম নেশায় তব্ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়াব সঙ্গে “অব্‌জবত জাতে লগুন কো” গাচ্চেন, আর এক জন মাতার চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জুগ কচ্চেন; এমন সময় বোস বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমুন আমোদের সময় একটা ব্রকন গৌঁসাইকে লেখলে কার না বাগ হয়? সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠলেন, বোসজার অম্বোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার পরিজ্ঞান পান।

রামহরি বাবু বোসজার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর কবে বসালেন। রামা বাবুনের হাঁকোর জল ফিবিরে তামাক দিলে। (হাঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহেবদের সঙ্গে চোক্‌টেপাটেপী হয়ে গ্যালো। এক জন দৌড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলেন, এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পাঠপন্ হলো—শাস্ত্রীয় তর্ক হবাব উজ্জুগ হতে লাগলো। গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হাঁকো রেখে নানা প্রকার শিষ্টাচারী কল্লেন, রামহরি বাবুও তাতে বিলক্ষণ ভক্ততা করেছিলেন।

রামহরি বাবু গোস্বামীকে বলেন, প্রভু! বর্ধম ভক্তের কটা খিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে, আপনাকে নীমাংসা

কবে দিতে হবে, প্রথম “কেউর সঙ্গে রাখিকাব মামী-সম্পর্ক, তবে ক্যানন করে কেউ রাখাবে গ্রহণ কলেন?”

দ্বিতীয়, “এক জন মানুষ (ভাল দেবতাই হলো) যে ষোল শত জীব মনোরথ পূর্ণ করেন, এবা কি কথা?”

তৃতীয়, “শুনেচি কেউ দোলের সময় মেডা পুড়িয়ে খেয়ে-ছিলেন, তবে আমাদের মটন চাপ-খেতে দোষ কি? আর বয়ুমদের মদ খেতে বিধি আছে, দেখুন বলরাম দিন রাত মদ খেতেন, কৃষ্ণও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।” প্রথম শুনেই গোস্বামীৰ পিলে চম্কে গ্যালো, পালাবাব পথ দেখতে লাগলেন, এদিকে বাবুব দলে মুচ্কে হাসি, ইসারা ও কপোব গেলান্দেদাওয়াই চলতে লাগলো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে এক জন মোসাহেব বলে উঠলো “হুজুর! কালীই বড়, দেখুন—কালীতে ও কেউতে কপুরুষেব অন্তর, কালীৰ ছেলে কার্তিক—তাব বাহন ময়ূবেব যে ল্যাজ—তাই কেউঁর মাতার উপব, স্ততবাং কালীই বড়। একধার হাঁসির ভুকান উঠলো। গোস্বামী নিজ স্বভাবগুণে গৌরার্তিনোয় গবন হয়ে পিটটানেব পথ দেখবেন কি এমন সময় এক জন মোসাহেব গোস্বামীৰ গারে টলে পড়ে তিলক ও টিপ জিব দিয়ে চেটে ফেলে, আর এক জন “কি কব”! “কি কব”। বলে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী ক্রমে শ্রদ্ধা গডায় দেখে—জুতো ও হরিনামের খলি ফেলে চৌচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন! রামহরি বাবু ও মোসাহেবদের খুসির সীমা রইলো না—অনেক বড় মানুষে এই রকম আনন্দ বড় ভাল বাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এই রূপ ঘটনা হয়।

কলকতা সহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা

বার ; সকল গুলি স্থিতি ছাড়া ও অস্থিত ! চোরবাগানে দম্ভ-
কর্ণমিস্তির বাবুর বাপ, ন্যাট ড্রাইব মনুকিসন্ কোম্পানির
বাড়ির মুচ্ছুদ্ধি ছিলেন, এ সওয়াষ চোটা ও কোম্পানির
কাগজেরও ব্যবসা কতেন । দম্ভ বাবু কালেজে পড়েন, এক
জামিন্ পাস কবেচেন, লেক্চার শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইং-
রাজি কাগজে আরটিকেল লেখেন । সহবেব বাঙ্গালী বড়
মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনার গাধার
বেহন্দ ও এমনি স্থম্মবুদ্ধি যে নেই বলিও বলা যায়, লেখা পড়া
সিকুতে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারিকির দিকে
দৌড়োয়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ মার ভয়ে অস্থদ গেল
গোছ । স্মৃতবাং একজামিন্ পাস কবাব পূর্বে দম্ভকর্ণ বাবু
চাব ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও প্রথম মেয়েটির বিবাহ পর্য্যন্ত
হয়ে গিছলো । দম্ভ বাবু ছ চার স্কুল ফ্রেণ্ড সর্বদা আস-
তেন যেতেন, কখন কখন লুকিয়ে চুরিয়ে—চবসটা, মাজমের
বরপীখানা, সিদ্ধিটে আস্‌টাও চলেতো—ইচ্ছা খানা এক
আদ্দিন সেরিটে, স্যামপিন্‌টারও আশ্বাদ নেওয়া হয়, কিন্তু
কর্তা স্বকলমে বোজগার কবে বড় মানুষ হয়েছেন, স্মৃতবাং
সকল দিকে চোক রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্বদা তাই স
করে থাকেন, সেই দবদবাতাই । ব্যাঘাত পড়েছিল ।

সমবভেকেসনে কালেজ, বন্দ হয়েচে—স্কুলমাষ্টারেরবা
লোকের বাগানে বাগানে মাচ্‌ধরে ও বাজার করে ব্যাড়া-
ছেন । পণ্ডিতরা দেশে গিয়ে লাকল ধরে টাস্‌বাস্‌ আরম্ভ
করেচেন (ইংরাজি স্কুলেব পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেবি দেখা
যায়) দম্ভ বাবু সন্ধ্যার পর দুই চার স্কুল ফ্রেণ্ড নিয়ে পড়বার
ঘরে বসে আছেন, এমন সময় কালেজের প্যারি বাবু চাদরের
ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা সেরি নিয়ে অতি সস্ত-

পূর্ণেশ্বরের ভিতর ঢুকলেন । প্যারী বাবু ঘরে ঢোকবামাত্রই চার দিকেব দোর, জানলা বন্ধ হয়ে গ্যাল - প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেরালে চুরি করে ছদ্ম খাবাব মত করে) অভ্যস্ত সাবধানে চলতে লাগলো - ক্রমে ত্রাণ্ডি অস্ত-র্জান হলেন - এ দিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠলো , দোব, জানলা খুলে দেওয়া হলো , চোঁচিয়ে হাসি ও গরবা চলতে লাগলো, শেষে সেরিও সমীপস্থ হলেন, স্নতবাং ইং-রাজি ইম্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চললো, - ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গ্যাল । এ দিকে দহু বাবুব বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোচ্ছিলেন, ছেলেদেব ঘরের দিকে হঠাৎ চীৎকার ও রৈ রৈ শুনে গিয়ে দেখলেন বাবুবা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎ-কার ও হৈ হৈ কচেন, স্নতবাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দহু বাবুকে বাঞ্ছে তাই বলে গাল মন্দ দিতে লাগলেন । কর্তার গালাগালে এক জন ফে ও বড়ই চটে উঠলেন ও দহু তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্তাকে একটা ঘুসি মাজেন, কর্তার বয়স অধিক হয়েছিলো, বিশেষত ঘুসোটি ইয়ংবেঙ্গালি (বাঁছুরের বাড়ী) ঘুসি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন, বাড়ির অন্য অন্য পরিবারেবা হাঁ । হাঁ ! করে এসে পড়লো, গিন্নী বাড়ির ভেতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেবিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কতে লাগলেন । তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে, ফে ওরা পুলিশের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন । এ দিকে বাবুর কক্ৰণা উপস্থিত হলো ও মার কাছে গিয়ে বল্লেন, “মা ষিন্দেমাগব বেঁচে থাক্ । তোমাব ভয় কি । ও ওল্ড ফুল মরে যাক্ না কেন, ওকে আমরা চাইনি, এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিন জনে বসে হেল্ থ করবো, ও ওল্ড ফুল

মরে থাক, আমি কোরাইট রিকরমন্ড বাবা চাই!”

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রিমকোর্টের মিস্ত্রীস, থিক্ রোগ এণ্ড পিক্‌পকেট উকীল সাহেবদের আফিসের খাতাঙ্গী। আফিসের ফের্তা রাধাবাজার হয়ে আগচেন ও দুধারি দোকানও ফাক্‌ বাচ্ছে না—পাগড়িতে এলিয়ে পড়েছে, খুতি খুলে ছতুলি কুতুলি পাকিয়ে গেছে, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে বোড়ানাকোর হাঁডিহাটার এসে একেবারে এড়িয়ে পড়লেন, পা যেন খোঁটা হয়ে গেড়ে গ্যাল, শেষে বিলক্ষণ হবু চু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর বাবুদের বাড়িব এক জন চাকর সেই সময় মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে বাচ্ছিল। রাম বাবু তাকে দেখে “আরে ব্যাটা মাতাল” বলে টলে সরে ছাঁড়ালেন। চাকর মাতাল খেনে জিজ্ঞাসা কলে “ভুই শাঙ্গা কে বে আনার মাতাল বলি!” রাম বাবু বলেন আমি রাম। চাকর বলে ‘আমি তবে রাবণ’ রাম বাবু—“তবে যুদ্ধ দেহি” বলে যেমন তাবে মাঠে যাবেন, অমনি নৈশার ঝোকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপর চড়ে বসলো। খানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সুমর বৌদ ফিরে বাচ্ছিলেন, চাকর মাতাল কিছু ঠিকে ছিল; পুলিশের সার্জেন দেখে তাঁবে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কলে রাম বাবুও সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে স্থা প্রকাশ করে বলেন “ছি বাবা” “এখন রানব হুমান্‌কে দেখে ভয়ে পালালে! ছি”

রবিবারটা দেখতে দেখতে গ্যালো, আজ সোমবার—শেষ পূজোর আমোদ, চোহেল ও ফর্রার শেষ, আজ বাই, খ্যামটা, কবি ও কেতন।

বাইনাচের মজলিস চুড়োস্ত মাজানো হয়েছে, গোপাল

মঞ্জিলের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বের মঞ্জিলস্—
এর কাছে কোথায় লাগে ? চক্ বাজাবের প্যালানাথ বাবু
বাই মহেলর ডাইবেক্টরী, স্ততরাং বাই ও খ্যাম্টা নাচের
সমুদায় তার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিলো । সহবের নম্মী, হুম্মী,
মুম্মী, খম্মী, ও নম্মী প্রভৃতি ডিক্কী, মেডেল ও সাব্ টফিকেট-
ওয়ালার বড বড বাইয়েরা ও গোলাপ, শাম, বিছ, খুছ, মণি ও
চুণী প্রভৃতি খ্যাম্টাওয়ালারা নিজ নিজ তোবড়া তুবড়ি সঙ্গে
কবে আস্তে লাগলেন—প্যালানাথ বাবু সকলকে মা গৌসা-
ইষের মত সমাদরে বিসিদ্ কছেন—তাঁদেরও গরবে মাটিতে
পা পড়্চে না ।

প্যালানাথ বাবুর হীবেব ওয়াচ গাবতে কোলান আধুলিব
মত মেকাবী হট্টীংএব কাঁটা নটা পেবিষেচে । মঞ্জিলসে
বাতিব আলো শবদেব জ্যোৎস্নাকেও ঠাটা কছে, সারজিব
কোঁয়া কোঁয়া ও তবলা মন্দিবেব কুহু কুহু তালে “আবে
সাঁইষা মোবাবে তেবি মেবো জানিব” গানের সঙ্গে এক
তায়ফা মঞ্জিলস্ বেখেছে । ছোট ছোট “ট্যাসল” “হামা-
মা” ও “তাজিবা এ কোণ থেকে ও কোণ এ চোকি থেকে ও
চোকি ” করে ব্যাডাচেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও
মেয়েবা) এমন সময় এক খানা চেবেট গুড্ গুড কবে বাবো-
ইয়মবি তলায় “ গড্ সেভ্ দি কুইন ” লেখা গেটের কাছে
থামলো । প্যালানাথ বাবু দৌড়ে গ্যালেন— গাড়ি থেকে
জরি ও কিংখাপ মোড়া জরির জুতো শুদ্ধ একটা দশ মুনী
ভেলের কুপো ও এক কুটে মোসাহেব নাবলেন, কুপোব
গলার শিকলের মত মোটা চেন ও আকুলে আঠারটা করে
হত্রিশটা আংটি—

প্যালানাথ বাবুর এক জন মোসাহেব “বড বাজাবের

পচ্চু বাবু তুলোর ও পিস্ গুটেব দালাল বিস্তব টাকা ~~বাস~~ লোক " বলে চেষ্টিয়ে উঠলেন, পচ্চু বাবু মজলিসে ঢুকে মজলিসের বড প্রশংসা করেন, প্যালানাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উত্তরে কোলাকুসী হলো, শেষ পচ্চু বাবু প্রতিমে ও মাতাল মাতাল সংএদের ভক্তি ভরে প্রশংসা করেন (যথা কেই বলরাম হুমান প্রভৃতি) ও বাইজীকে সেলাম করে ছুখানি আনেরিকান চৌকী জুড়ে বসলেন, দুটি হাত, এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির খোলো ও রুমালের জন্য আপা- তত কিছুক্ষণের জন্য আর ছুখানি চৌকী ইজাবা নেওয়া হলো, হুটে মোসাহেব পচ্চু বাবুর পেছন দিকে বসলেন, স্বতরাং তাঁরে আব কে দেখতে পার বড মানষেব কাছে থাকুনে লোকে যে " পর্ততের আড়ালে আছো " বলে থাকে, তাঁর ভাগ্যে তাই ঠি বট লো ।

পচ্চু বাবুর চেহারা দেখে বাই আডে আডে চেয়ে হাঁসছে, প্যালানাথ বাবু আতোব, পান, গোলাব ও তোব্বা দিয়ে খাতির কচ্ছেন এমন সময় গেটেব দিকে গোল উঠলো—প্যালানাথ বাবু মোসাহেব হীরেলাল বাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজলিসে এলেন ।

রাজা বাহাদুরের গিলটী করা গালা তরা আশা সকলের মজব পড়ে এমন আরগার দাঁড়ালো । অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর গৌরবর্ণ দোহাবা—মাথার খিড়কীদার পাগড়ী—জোড়া পবা—পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদ্ মাইদের বাদসা ! ও ন্যাকাব সজাব । বাই, বাজা দেখে কাচ্ বাগে সব এনে নাচতে লাগলো " পূজোব সময় পরমশক্তি হই যেন " বলেই তবজী ও শরীফেরা বড রকমের সেলাম বাজালে বাজে লোকেরা, সং ও বাই ফেলে কোর অপকপ আনোরারের মত রাজা

বাহারকে এক দৃষ্টে দেখতে লাগলেন ।

‘ক্ৰমে রান্তিবেব সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগলো, সহরের অনেক বড় মানুষ রকম বকম পোসাক পবে একত্র হলেন, নাচের মজলিস বন বন কতে লাগলো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজলিসেব কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি ক্লান্ত হইলেন, তাঁর বাপের আদ্বিতে বামুদ খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না ।

ক্ৰমে আকাশের তাবার মত মাথালো মাথালো বড় মানুষ মজলিস থেকে খসলেন, বুড়োবা সরে গ্যালেন, ইয়ার গোচব ফচকে বাবুবা ভাল হবে বসলেন, বাইরা বিদেব হলো—খ্যামটা আসরে নাবলেন ।

খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ । সহবেব বড় মানুষ বাবুবো প্রায় ফি ববিবাবে বাগানে দেখে থাকেন । অনেকে ছেলে পুলে, ভাগুনে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে, একত্রে বসে—খ্যামটার অমুপম ব্রহ্মান্বাদনে রত হন । কোন কোন বাবুবা স্ত্রীলোক-দেব উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোন খানে কিস না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও বন্দবাব বো নয় ।

বারোইয়ারি তলার খ্যামটা আবস্ত হলো, যাত্রার যশো-দার মত চেহারা ছজন খ্যামটাওয়ালি ঘুবে কোমর নেড়ে নাচতে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে “কনিব মাথার মণি চুরি কলি, বুঝি বিদেশে বিধোরে পরাণ হারালি” গাঞ্চে, খ্যামটাওয়ালিরা ক্ৰমে নিমন্ত্ৰণেদের সকলের মুখের কাছে এগিরে অগ্নিরদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন ! রান্তির দুটোব মধ্যেই খ্যামটা বন্দ হলো—খ্যামটাওয়ালিরা অধ্যাক মহলে বাওয়া আসা কতে লাগলেন, বারোইয়ারি তলা পবিত্র হয়ে গ্যালো ।

কবি । রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন । ইংল্যান্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বহু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ারী জন্মায় । তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখা দেখি অনেক বড় মানুষ কবিতাে মাতলেন । বাগবাজাবেব পক্ষীর দল এই সময় জন্ম গ্রহণ করে । শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা) নবকৃষ্ণর এক জন ইয়ার ছিলেন । শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের বিকরনেসনে রামমোহন রায়েব সমতুল্য লোক—তিনি বাগবাজাবেদের উডতে শেখান । স্ততবাং কিছু দিন—বাগবাজাবেবা সহবেব টেকা হয়ে পড়েন । তাঁদের এক খানি পব্লিক আট্টালা ছিলো, সেই খানে এসে পাকি হতেন, বুলি কাড়তেন ও উডতেন—এ সওয়ার বোস পাডাব ভেতরেও দু চাব গাঁজার আড্ডা ছিলো । এখন আব পক্ষীর দল নাই, গুধুবি ও স্বকমারিব দলও অন্তর্দান হয়ে গেছে, পাকিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু একটা আহ-মবা বুড়ো গোছেব পক্ষী এখনও দেখা যায়, দল ভাঙ্গা ও টাকার স্বাকতিতে মন মরা হয়ে পড়েছে স্ততবাং সন্ধ্যাব পব কুমুর শুনে থাকেন । আডডাটি মিউনিসিপাল কমিসন রেয়া উঠিয়ে দেছেন, অ্যাখন কেবল তাব কুইনমাত্র পড়ে আছে । পূর্বেব বড় মানুষেরা এখনকার বড় মানুষদের মত ব্রিটিশ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, এড্লেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না, প্রায় সকলেরই একটি একটি রাঁড ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপূবের পর উঠতেন, আত্মিকের আড্ডারটাও বড় ছিলো—দু তিন ঘণ্টার কম আত্মিক শেষ হতো না, তেল, মাখতেও ঝাড়া চার ঘণ্টা

লাগলো— চাকরের তেল মাখানীর শব্দে ভূমিকম্পো হতো—
 ধীরে উল্লস হয়ে তেল মাখতে বসতেন, সেই সময় বিষয় কর্ত্ত
 দেখা, কাগজ পড়ে গই ও মোহর চলতো, আঁচাঁবার সঙ্গে
 সঙ্গেই সূর্য্যদেবী অন্ত বেষ্টেন । এদের মধ্যে জমিদাররা বাস্তির
 দুটো পর্য্যন্ত কাছারি কতেন, কেঁউ জমনি গাওনা বাজনা
 জুড়ে দিতেন । ঘলাঘলির তর্ক কতেন ও ঘোঁসাঘেবদের
 খোঁসাবুদিতে ফুলে উঠতেন—গাইয়ে বাঁজিয়ে হলেই বাবুর
 বড় প্রিয় হতো, বাগাস্ত কলেও বকসিন্ পেতো, কিন্তু তদ্বর
 লোক বাড়ি চুকতে পেতো না; তার বেলা ল্যাঙ্গা তরওয়ার-
 লের পাহাবা, আদব কারদা । কোন কোন বাব, সমস্ত দিন
 ঘুন্ডতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজ কর্ত্ত কতেন—দিন বাৎ ছিল
 ও রাত্ দিন হতো । রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব,
 গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের
 আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্বান হতে
 আবস্ত হলো, (বাঙ্গালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার
 চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো । ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত
 হলো । তাব বিপক্ষে ধর্ম্মনন্দা বসন্তো, রাজা রাজনাবায়ণ
 কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কলেন । সতীদাহ উঠে
 গ্যাসো । হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হলো । হেয়ার সাহেব প্রকাশ
 হলেন—ক্রমে সংকর্মে বাঙ্গালিদের চোক্ কুটে উঠলো !

এদিকে বারোইয়ারি ভলার জমিদারী কবি আরম্ভ হলো,
 ভাল্ কোর জগা ও নিম্তে রাম! চোলে “ মহিমন্তব ” “ গঙ্গা-
 বন্দনা ” ও “ ভেটকিমাছের তিন খানা কাঁটা ” “ অগ্গরঘী-
 পের গোপীনাথ ” “ যাবি তো যা বা ছুটে ছুটে যা ” প্রভৃতি
 বোল বাজাতে লাগলো, কবিওয়ারা বিবমের ঘরে (পঞ্চমের
 চার গুণ উচ্চ) গান ধলেন—

জিভেন ।

“ বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা কবে কাঁকু ।

এই বারে, মেরে, তোমার কলে সুপর্ণখার নাক্ ॥

আস্তাই ।

ক্যামন সুখ পেলে, কখনে শুলে, ব্রহ্মন্তর, দেবন্তর বড়
নিত্তে জোর কবে ।

এখন জারী গ্যাল ভুর ভাংলো তোমার আস্তো জুলম্
চলবে না ।

পেনেলকোডের আইনগুণে মুখুজ্যের পোর ভাংলো জাঁক ॥
বে আইনির দফারফা বদ মাইসি হলো থাক্ ॥

মোহাড়া ।

কুইনের খানস, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না ॥

মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুন্ডে গিয়েচেন ।

কংশ ক্ষংশকারী লেটোর, জেলার এঁসেচেন ।

এখন গুনি গেরেখারি লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ চলবে না ॥

জমিদারী কবি শুনে সহরেরা ধুসি হলেন, ছ চার পাড়া-
গৈয়ে রায় চৌধুরী, কুন্সি ও রায় বাবুরা মাতা হেঁট্ কল্লেন,
হজুরী আমমোক্তাবরা চোকরালিরে উঠলো, কবিওয়ারলরা
চোলের তালে নাচতে লাগলো ।

ক্যাপেজরের গাড়ী সার বেঁধে বেরিয়েচে । ম্যাথরেবা
ময়লার গাড়ী ঠেলে বকসেনের ঘাটে চলেচে । বাউলেরা
ললিত রাগে খরতাল ওখল্লনির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের স হস্ত মাস ও

“ কুলিতে মালা রেখে, অপলে আর হবে কি ।

কেবল কাঠের মালার ঠক্ঠকী, সব কাঁকি । ”

লোকের ছুরারে ছুরারে গান করে বেড়াচ্ছে । কলু ভায়া

ঘানি জুড়ে দিয়েছেন। ধোপাবা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোকাই করা গরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে বাস্তা যুড়ে যাচ্ছে—ক্রমে ফরসা হয়ে এলো। বাবোইয়ারি তলার কবি বন্দ হয়ে গ্যালো, ইয়ার গোচের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিনেয় হলেন, বুড়ো ও আশ বুড়োরা কেতনের নামে এলিয়ে পড়লেন, দেশের গৌসাই, গৌডা, ঠৈরাগী ও বউব একত্র হলো—সিমলের শাম ও বাগ্‌বাজারের নিস্তারিণীর কেতন।

সিমলের শাম উত্তম কিত্তুনী—বয়স অল্প—দেখতে মন্দ নয়—গলাখানি যেন কাঁসি খন খন কছে। কেতন আবস্ত হলো—কিত্তুনী “তাখইয়া তাখইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননি চুরী করি খাঞীছে, আরে,আবে ননি চুরী করি খাঞীছে তাখইয়া” গান আরম্ভ করে, সকলে মোহিত হয়ে পড়লেন। চার দিক থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগলো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগলো। কিত্তুনী কখন হাঁটু গেড়ে কখন দাঁড়িয়ে মধু বিষ্টি কস্তে লাগলেন—হবি প্রেমে এক জন গৌসাইএর দশা লাগলো, গৌডারা তাঁকে কোলে কবে নাচতে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়ে ছিলেন জিব দিয়ে সেই খানের ধুলো চাটতে লাগলো।

হিন্দু ধর্মের বাপের পুণ্যে ফাকি দেখাবার যত কিকির আছে, গৌসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মারছিনে কখন একটা বোকা দুর্বল গৌসাই দেখতে পাইনি। গৌসাই বলেই একটা বিকটাকার ধূম্রলোচন হবে ছেলে বেলা অবধি সকলেবই এই চিবপরিচিত সংস্কার। গৌসাইদের যেকণ বিয়ারিং পোটে আয়েস ও আহাির বিহার চলে, বড বড বাবুদের পরসা খরচ করেও সেকণ জুটে ওঠবার যো নাই। গৌসাইরা স্বয়ং কেউ ভগবান্ বলেই অনেক দুর্বল বস্তু অক্লেশে

ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্জন ধারণ
প্রভৃতি কটা বান্ধে কাজ ছাড়া বস্ত্র হরণ, মানভঞ্জন ব্রজবিহার
প্রভৃতি ত্রিকুষের গোছালো গোছালো লীলে গুলি কবে
থাকেন। পেট ভরে মাগো ও ক্ষীর লোসেন ও রকমাদি
শিষ্য দেখে চৈতন্য চরিতামৃতের মতে।

“ যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না তারিও আন ।

গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ । ।

প্রেমাবাধ্যা রাখাসমা তুমিলো যুবাতি ।

বাখলো গুরুর মান যা হয় যুক্তি । । ”

—প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ার গৌসাইবা
অণ্ডব-টেকবে (মুদফরাস্) কাজও করে থাকেন—পাঁচ সিকে
পেলে মস্তবও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া মলে
এঁরা ভাব উত্তরাধিকাবী হয়েবসেন। একবার মেদিনীপুবে
এক ব্রহ্মোদ গৌসাই বড় জন্ম হয়েছিলেন! এখানে সে উপ-
কথাটিও বলা আবশ্যক—

১’ পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব তন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা
প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না করে স্বামি—
সহবাস কববার অসম্মতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর
চক্রবর্তী পাডাগাঁ অঞ্চলে এক জন বিশিষ্ট লোক। স্ববর্ণরেখা
নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাং ঘেবা ভদ্রাসন বাড়ী, সকল
ঘর গুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ীর সামনের বৈঠ-
কখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে ছুটি শিবের মন্দির,
একটি সান বাঁধানো পুকুরী, তাতে মাছও বিলকণ ছিলো।
ক্রিয়ে কর্ণে চক্রবর্তীকে মাছের জন্যে তাব্তে হতোনা”। এ
সওয়ার ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী, চাসের জন্য পাঁচ খানা
লাঙ্গল, পাঁচ জন রাখাল চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ, নিরন্ত

নিযুক্ত ছিলে। চক্রবর্তীর উঠোনে দুটো বড় বড় খানের সরাই ছিলো। গ্রামস্থ ভক্ত লোক মাঝেই চক্রবর্তীকে বিলক্ষণ মান্য কতেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেলতেন। চক্রবর্তীর ছেলে পুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র, সহরের ব্রহ্মানু চাটুর্ঘ্যের ছেলে, হরহরি চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের সময় বর কনের বরস্ ১০।৫ বছরের বেনী ছিলো না, সুতরাং জামাই নিজে যাওয়া কি মেয়ে আনা কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিলো। কেবল পাল পার্কণে, পিটে সংক্রান্তি ও বর্তির বাটার তত্ত্ব তাবাস্ চলতো।

ক্রমে হরহরি বাবু কালেজ্ ছাড়লেন, এ দিকে বরস্ ও কুড়ি একস্ হলো, সুতরাং চক্রবর্তী জামাই নে যাবার জন্য স্বয়ং সহরে এসে ব্রহ্মানু বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্রহ্মানু বাবু চক্রবর্তীকে কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখলেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরির সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। এক জন দরওয়ান, এক জন সরকার ও এক জন চাকর হরহরি বাবু সঙ্গে গ্যালো।

জামাই বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌঁছলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে গ্যালো চক্রবর্তীর সহরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম কেলে ছুটোছুটি জামাই দেখতে এলো। হোঁড়ায় সহরে লোক প্রায় দ্যাখে নি; সুতরাং পাশে, পাশে এসে হরহরি বাবুরে ঘিরে বসলো-চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কতে লাগলো; এক দিকে আশ্ পাশ্ থেকে মেয়েরা উঁকী মাড়ে; এক পাশে কতক গুলো গোড়িমগুরালা ছেলে ব্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাই বাবুকে জল যোগ কববার জন্য বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্বে জল যোগের যোগাড়

কবা হয়েছে—পীডের নীচে চার দিকে চারটি স্থপরি দেওয়া
হয়েছিলো, জামাই বাবু যেমন পীডের পা দিয়ে বসতে
যাবেন অমনি পীডে গড়িয়ে গ্যালা, জামাই বাবু ধূপ ববে
পড়ে গ্যালেন—শালী শেলোজ মহলে হাসিব গরু পাড়লো
(জলযোগেব সকল জিনিস গুলিই ঠাটাপোরা) মাটির কালো
জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়িব সন্দেশ, কার্টেব আক ও বিচা-
লির জলের চিনিব পানা, জলেব গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া অ-
রসুলো মাকোসা, পানের বাটাস ছুঁচো ও ইদুব পোবা।
জামাই বাবু অতিকষ্টে ঠাটাব যন্ত্রণা সহ্য কবে বাইবে এগেন।
সমবয়সী ছুঁচাব শালী সম্পকের জুটে গ্যালা, সহবেব গল্প,
পাডাগাঁর তামাসা ও রুজ্জই দিনটি কেটে গ্যালা।

রুজ্জনী উপস্থিত—সকল হয়ে গিয়েচে - বাখালবা বাঁশী
বাজাতে বাজাতে গরুর পাল নিয়ে ঘবে ফিরে যাচ্ছে। এক
একটি পবন হুন্দরী জীলোক কলনী কাঁকে করে নদীতে জন
নিতে আসচে—লম্পট-শিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদেব
দেখবাব জন্যই বাঁশকাডেব ও ভাল গাছের পাশ থেকে উঁকি
মাচ্চেন। কিঁ কিঁ পোকা ও উইচিঙিবা প্রাণপণে ডাক্চে।
ভাম্, খটাস ও ভোঁদোডবা শিবেব ভাঙ্গা মন্দিব ও পড়ো
বাড়িতে ঘুবে ব্যাডাচ্ছে। চামচিকে ও বাছডবা খাবাব
চেটায় বেবিয়েচে—এমন সময় এক দল শিয়াল ডেকে উঠলো
এক প্রহর রাতিব হয়ে গ্যালা। ছেলেবা জামাই বাবুবে
বাড়িব ভেতব নিয়ে গ্যালা, পুনরাহ নানা রকম ঠাটো ও
আঙ্গল খেয়ে—জামাই বাবু নির্দিষ্ট ঘবে শুতে গ্যালেন।

বিবাহের পর পুনর্বিবাহের সময়ও জামাই বাবু শ্বশুরালয়ে
যান নাই, স্বতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা জীব
শবে মাঝাৎ হয়েছিলো, তখন দুই জনেই বালক বালিকা

ছিলেন, সুতরাং হবহরি বাবুব নিজে হবার বিষয় কি। আজ জ্বর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, জ্বর মান করে থাকলে তিনি কলেজী এক্সকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাধ্যম তুলে পায়ে ধরে মান ভাববেন এবং এর পর যাতে জ্বর লেখা গড়া শিকে ও চির হৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ ভাবিব করতে হবে। বাঙ্গালির জ্বরী কি দ্বিতীয়া “মিস্‌ক্টো, মিস্‌টমসন ও মিসেস বব্‌করলি ও লেডি লিটন, বুলুখাব লিটন” হতে পাবে না? বিনিতি জ্বর হতে ববং এবা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা—তবে ক্যান বড়ী দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটার? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এনা যে কবলা হয়ে চিরকাল কবনেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান সে কেবল বাপ মা ও ভাতাব বর্গের চেষ্টা ও উদ্বিগ্নের ক্রটিমাত্র। বাঙ্গালি সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই জ্বরী পুরুষ উভয়ে ক্রতবিদ্যা দেখা যায় না। বিদেশাগরের জ্বরী হয় তো বর্ণপরিচয় হয় নাই, গঙ্গাজলের হুঁড়া—সাকবিদেব মাহুলি—ও বালনিব চর্ম্মামেস্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এ ভিন্ন জামাই বাবুব মনে নানা রকম খেয়াল উঠলো, ক্রমে সেই সব ভাবতে ভাবতে ও পথের ক্রেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময় মেয়েদেব ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গ্যালো—দেখেন যে ব্যালা হয়ে গিয়েচে—তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন।

এ দিকে চক্রবর্তীর বাড়ির গিন্নিরা পবন্যর বলাবলি কতে লাগলেন যে “তাইতো গা জামাই এসেচেন, মেয়েও যেটের কোলে বছর পোনেরো হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যিক” সুতরাং চক্রবর্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির

করে প্রভুর বাড়ি খবর দিলে—প্রভু, তুরী খন্তী ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদির আয়োজন হাতে লাগলো !

হবহরি বাবু গুরুপ্রসাদিৰ কিছুমাত্র জানুতেন না, গৌসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত, বাড়িৰ সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড় ও সৰ্কালস্কাৰে ভূষিত হয়ে ব্যাডাচ্ছে। তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীৰ সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। স্মৃতবাৎ এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হবে এক জন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন “ওহে আজ বাড়িতে কিসেব ধুম ?” ছোকরা বলে “জামাই বাবু তা জান না, আজ আমাদেৰ —গুরুপ্রসাদি হবে।”

“আমাদেব গুরুপ্রসাদি হবে” শুনে হবহরি বাবু একে-বাবে, তেলেবেগুনে জ্বলে গ্যালেন ও কি প্রকাৰে গুরুপ্রসাদি হতে স্ত্রী পৰিভ্ৰাণ পান, তিনি তদ্বিবে ব্যস্ত বইলেন।

কৰ্ত্তব্য কৰ্ণেব অনুষ্ঠান কন্তে সাধুবা কোন বাধাই গুল্লেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীৰ মনোব্যাধায় উপেক্ষা কৰে অন্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধি শাঁক, ঘৰ্টা ও কিং কিং পোকাব মজল শব্দেব সঙ্গে স্বামীৰ অপেক্ষা কন্তে লাগ্লেন। শ্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সন্ধ্যাদ দিতে গ্যালেন। নববধুব বাসরে আনন্দে নব্বাৰ জন্য তাবাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সবোববে ফুট্লেন—হৃদয়রঞ্জনকে পবকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিবাগ হয় নাই—কাবণ চন্দ্রেব সহস্র কুমুদিনী আছে কিন্তু কুমুদিনীৰ একমাত্র তিনিই অনন্যগতি, এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেষালবা যেন স্তব পাঠ কন্তে লাগ্লো—ফুলগাছেবা ফুলদল উপহাব দিতে লাগ্লো দেখে আছাদে প্রকৃতি সতী হাসতে লাগ্লেন।

চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতর বড় ধূম ! গোস্বামী ববেব মত সজ্জা করে জামাই বাবুব শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন, হরহরি বাবুব স্ত্রী নানানক্লাব পরে ঘরে ঢুকলেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে কঁাক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাতে লাগলো ।

হরহরি বাবু ছোড়ার কাছে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন ; এক্ষণে দেখলেন যে স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলে, প্রভু খাটে থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানার নিয়ে গ্যালেন, কন্যাটি কি করে । “ বংশপরম্পরানুগত ধর্মের অন্যথা কলে মহাপাপ ” এটি চিন্তাগত আছে, স্ত্রতরাং আর কোন আপত্তি কলে না—শুভ শুভ করে প্রভুব বিছানায় গিয়ে শুলো প্রভু কন্যাব গারে হাত দিয়ে বলেন বল “ আমি রাধা তুমি শাম ” কন্যাটিও অহুমতি মত “ আমি রাধা তুমি শাম ” তিন বাব বলেচে এমন সময় হরহরি বাবু আর থাকতে পারেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই “ কাঁদে বাড়ি বলরাম ” বলে গোস্বামীকে রুল সহ কতে লাগলেন ; ঘরের বাইরে ন্যাড়া বষ্টমরা খোল খতাল নিয়ে ছিলো—প্রভু প্রসাদিকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খতাল বাজাবে ; গোস্বামীর রুল সহিয়েব চীৎকারে তারা হরিমনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগলো, মেয়েবা উলু দিতে লাগলো, কাঁশোর ঘন্টা শাঁকের শব্দে হলস্থূল পড়ে গ্যালো হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানাব দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বলেন, দাবোগা ভদ্রবলোক ছিলেন (অতি কম প্যাওয়া যায়) তাঁরে অভয় দিয়ে সে দিন যথা সমাদরে বাসায় রেখে তার

পব দিন ববকন্দাজ মোতাযেন দিবে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম ।
এ দিকে সকলেব তাক লেগে গ্যালো “ বা ইনি ক্যামন করৈ
যবে ছিলেন । ” শেষে সকলে ঘরে গিরে দ্যাখে যে, গোস্বা-
মীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচেতন্য হয়ে পড়ে
আচেন, বিছানায় বস্বেব নদী বস্বে । সেই অবধি গুরুপ্রসাদি
উঠে গ্যালো, লোকের চৈতন্য হলো , প্রভুবাও ভয় পেলেন ।
বর্তমানে যে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদি চলিত আছে, প্রভুরা আর
স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্বাহ হয় ।

আব এক বার এক সহরে গৌঁসাই এক বেণের বাড়ী
কেউলীলা কবে জন্ম হয়েছিলেন, সেটিও এই বেলা বলে নিই ।

রামনাথ সেন ও শামনাথ সেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা
হোসেব দুচ্ছুদ্দি, দিন কতক বাবুদের বড় জলজন্মা হয়ে উঠে-
ছিলো—চোকুড়ী, তেঁপু, মোনাহেব ও রাঁডের ছড়াছড়ি । উমে-
দার, বেকার রেকমেও চিঠীওয়াল লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ
কস্তো; বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মত্ত
থাক্তেন, আঙ্গীর কুটুয ও বন্ধু বাজবেই বাবুদের কাজ কর্ত্ত
দেখ্তেন । এক দিন রবিবার বাবুরো বাগানে গিরেচেন এই
অবকাশে বাড়ীর প্রভু,—খুন্তী, খোল ও তেঁপু নিয়ে উপস্থিত,
বাড়ীর ভেতরে খপর গ্যালো । প্রভুকে সমাদরে বাড়ির
ভেতর নিয়ে বাওয়া হলো, সকল মেয়েরা একত্র হলেন চৈতন্য
চরিতাহৃত ও ভাগবতের মতে বেছে বেছে গোছালো গোছালো
লীলে আরম্ভ কর্লেন । ক্রমে লীলা শেষ করে গোস্বামী বাড়ী
ফিবে যান—এমন সময় ছোট বাবু এসে পড়লেন । ছোট
বাবুব কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেঙনে
জলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন কবে
জিজ্ঞাসা কর্লেন কেমন প্রভু ! ভাগবতের মতে লীলে দ্যাখান

হলো ? প্রভু ভয়ে আমতা আমতা গোছের আজ্ঞা হাঁ কবে
 নৌরৈ দিলেন । ছোট বাবুব কাছে এক জন মুখোড় গোছেব
 কাষস্থ মোসাহেব ছিলো, সে বলে, হজুর ! গৌসাই সকল
 বকম নীলে করে চলেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণটা হয় নি, অমু-
 মতি করেন তো প্রভুকে গোবর্দ্ধন ধারণটাও কবে দেওয়া যায়,
 সেটা বাকী থাকে কেন ? ছোট বাবু এতে সন্মত হলেন, শেষে
 দরওয়ানদেব হুকুম দেওয়া হলো—দবজাব পাশে একখান
 দশ বার মোণ পাথর পড়ে ছিলো, জন কতকে ধবে এনে
 গোস্বামীব ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরব চাপানে গোস্বামীব
 কোমর ভেঙ্গে গ্যালো । সেই অবধি প্রভুরা ত্যামন্ ত্যামন্
 স্থলে নীলা কস্তে আর স্ববং জান না—প্রযোজন হলে একমাবি
 শিষ্যারা স্বরং প্রভুব বাড়ী পাল্‌কী চড়ে উপস্থিত হন ।

এ দিকে বারোইয়ারি তলাষ কেষ্টন বজ্র হয়ে গ্যাল, কেষ্ট-
 নের শেষে এক জন বাউল সুর কবে এই গানটি গাইলে ।

বাউলের সুর ।

আজব নহর কল্‌কেতা ।

রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথাব কি কেতা ।

হেতা যুটে পোড়ে গোবর হাঁসে বলিহাবি ঐক্যতা ,
 বত বক বিড়ালে ব্রহ্মজানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা ।

পুঁটে তেলির আশা ছুড়ি, শুড়ি মোণাব বেণের কড়ি,
 খ্যামটা খান্‌কির খামা বাড়ি, তদ্রভাগ্যে গোলপাতা ।

হদ্ধ হেরি হিন্দুয়ানি, তিতব ভান্ধা ভড়ং থানি,
 পথে হেগে চোক্‌বান্ধানি, জুকোচুবির ফেরগাঁতা ।

গিল্‌টি কাজে পালিস করা, রাজা টাকায় তামা ভরা,
 হুতোম দাসে স্বরূপ ভাসে, তফাৎ থাকাই মার কথা ।

গানটি শুনে সকলেই খুশি হলেন। বাড়ীতে চাব জানার পরমা বক্সিস পেলে; অনেকে আদব কবে গানটি শিকেন্তে ব্রিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পূজা শেষ হলো, প্রতিমে খারি আট দিন রাখা হলো, তার পর বিসর্জন করবার আয়োজন হতে লাগলো। 'আমমোক্তার' কানাইধন বাবু পুলিশ হতে পাস কবে আনুলেন। চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক্-সোয়াব, নিশেন ধবা ফিবিলি, আশা শোটা, ঘডি ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাছুবী কাটি তোলা ঢাকা একত্র কবে গাড়িব মত করে তাতেই প্রতিমে তোলা হলো, অধ্যক্ষেবা প্রতিমেব সঙ্গে সঙ্গে চলেন, দু পাশে সঙেরা শাব বেঁদে চলো। চিং-পুরের বড় রাস্তা লোকাবণ্য হয়ে উঠলো, বাঁডেরা ছাতের ও বারাণ্ডার উপোর থেকে কপো বাঁদান হুকোয় তামাক্ খেতে খেতে তামাসা দেখতে লাগলো। রাস্তার লোকেরা হাঁ কবে চলতি ও দাঁডানো প্রতিমে দেখতে লাগলেন। হাটখোলা থেকে যোডাসাঁকো ও মেছো বাজাব পর্য্যন্ত ঘোবা হলো, শেষে গঙ্গাভীরে নিয়ে বিসর্জন কবা হয়। অনেক পরিভ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ কবা হয়েছিলো, আজ তারি প্রাক্ক ফুরুলো। বীবক্কু দাঁ ও আর আব অধ্যক্ষেবা অত্যন্ত বিষন্ন বদনে বাড়ি ফিরে গ্যালেন। বাবুদের ভিজ়ে কাপড় থাকলে অনেকেই বিবেচনা কন্তো যে বাবুবো মড়া পুড়িয়ে এলেন।

বাবোইয়ারি পূজাব সম্বৎসবেব মধ্যেই বীবক্কু দাঁর বাজার দেনা চেগে উঠলো, গদি ও আডত উঠে গ্যাল, শেষে ইনশালভেন্ট নিয়ে ফবেশডাক্ষা গিয়ে বাস কবেন, কিছু দিন বাদে হঠাৎ ঘর চাপা পড়ে মরে গ্যালেন। আমমোক্তার

কানাইধন দত্তজা স্মৃতিমকোটে জাল মাশী দেওয়া অপবাধে সররবার্টপিল সাহেবেব বিচারে চোদ্দবছবেব জন্য ট্রান্সপোর্ট হলেন, তাঁর পরিবাররা কিছু কাল অত্যন্ত দুঃখে বাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগলো। মুড়িঘাটা লেনের হজুর কোন বিশেষ কারণে বারইয়ারি পূজোর মধ্যেই কাশী গ্যালেন। প্যালানাত বাবু এক দিন কতকগুলি বাই ও মেয়ে মানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানির বাগানে ব্যাড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে আচম্কা একটা বড বড উঠলো, মাজিবে অনেক চেকা কল্ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্টে পড়ে চুরমার হয়ে ডুবে গ্যালো। বাবু বড মানুষের ছেলে, কখন সাঁতার দেন নাই, স্তরাং জলেব টানে কোথায় যে গিয়ে পড়লেন, তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই। মুকুযোদেন ছোট বাবু ক্রমে ডারি গাঁজাখোব হয়ে পড়লেন, অনবরত গাঁজা টেনে তাঁর যক্ষ্মাকাশ জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্ববেব দাডি রাখলেন, বালসীব চরণায়ত খেলেন, সাফবিদের মাছুলি খাবণ কল্লেন কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না, শেষে বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গ্যাছেন, আজও তাঁর ঠিকেনা হয় নাই। প্রধান দোরার গবারাম গাওনা ছেড়ে পৈতৃক পেশা গিল্টি অবলম্বন করে কিছু কাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পূজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মবেচেন। পচ্চ বাবু অজ্ঞনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আব আব অধ্যক্ষ ও দোরারেরা এখনও বেঁচে আচেন, তাঁদের বা হবে, তা এর পবে বক্তব্য।



হজুক ।

সাধারণে কথায় বলেন “ হনবেচীন ” ও “ হজুইত বাজাল ” কিন্তু হত্যোন বলেন “ হজুকে কল্কেতা । ” হেতা নিত্য নতুন নতুন হজুক, সকল গুলিই সৃষ্টি ছাড়া ও আজ গুব । কোন কাজ কর্ম না থাকলে “ জ্যাটাকে গঙ্গাবাত্রা ” দিতে হয়, স্তবং দিবা বাত্র ইকো হাতে করে থেকে গল্প কবে তাম ও বডে টিপে বাতকর্ম কত্তে কত্তে নিকর্মা লোকেবা যে আজগুব, হজুক তুলবে, তার বড় বিচিত্র নয় । পাঠক । যত দিন বাজালীব বেটব অকুপেসন না হচে, যত দিন নামাজিক নিয়ম ও বাজালির বর্তমান গার্হস্থ প্রণালীর বিকসমেনন না হচে, তত দিন এই মহান দোষেব মুলোচ্ছেদেব উপায় নাই । ধর্মনীতিতে যাঁবা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার সাধার্থ অর্ধ জানেন না, স্তবং অক্লেশে আটপোরে ধুতিব মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না ।

ছেলেধরা ।

আমরা ভূমিষ্ট হয়েই শুন্লেম, সহরে ছেলে ধরার বড় প্রাদুর্ভাব । কাবুলি মেওয়া ওলাবা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়, সেখানানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলেটাকে তারি একটা বাগানেব ভেতর ছেড়ে দায়, সে অনবরত পেটপুরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবাবে ফলে ওঠে—বং ছদে আন্তার মত হয়, আমন কি, টুকি

সান্নে' রক্ত বেরোর, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর উপরপানে পা কবে কুলিয়ে দেওয়া হয় ; ক্রমে কড়ার ঘি টগ্ বগিয়ে ফুটে উঠলে ছেলেব মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোসা টোসা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে ; ক্রমে ছেলেব সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে নানা-ধিগ্ন মেওয়া ও মিছবির কোডন দিবে কড়াটি নাবান হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান। আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবধি একলা বাড়িব বাহিরে প্রাণান্তেও যেতাম না ও সেই অবধি ন্যোড়েদেব উপব বিজাতীয় স্থণা জন্মে পল্লভো।

প্রতাপচাঁদ ।

আমরা বড় হলেম, হাতে খুঁড়ি হলো , এক দিন গুরু মহা-শয়ের ভরে চাকবদের কাছে লুকিয়ে রয়েছি, এমন সময় চাকবরা পবম্পব বলাবলি কচ্চে যে, “ বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ এক বধব মরে ছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেচেন, বর্দ্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ কবেচেন, সহরের তাবৎ বড় মানুষবা তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন—এ বাবে পরাণ বাবুর সর্কনাশ, পুষ্টিপুস্তুর নামঞ্জুর হবে। ” নতুন জিনিস হলেই ছেলেদের কৌতূহল বাড়িয়ে দায়, শুনে অবধি আমরা জনেকেরই কাছে খুট্রে খুট্রে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্বেম , কেউ বলতো “ তিনি এক দিন এক বাত জলে ডুবে থাকতে পারেন , ” কেউ বলতো “ তিনি গুলিতেও মরে নি—রাণী বলেচেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ—ঘুড়ি ওড়াতে গিল্পে লক্রে কাণ কেটে গিয়েছিলো, সেই কাটাতেই তাঁর ভয়ী

চিনে ফেলেন। ” কেউ বলে “ তিনি কোন মহাপাপ করে-
ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরদেব মৃত অজ্ঞাত বলে গিয়েছিলেন,
বাস্তবিক তিনি মবেন নি, অতিকা কালনার যখন তাঁরে দাছ
কন্তে আনা হয়, তখন তিনি বাস্কের মধ্যে ছিলেন না, শুধু
বাস্ক পোড়ান হয় ” সহবে বড় হুজুক পড়ে গ্যালো, প্রতাপ-
চাঁদের কথাই সর্বত্র আন্দোলন হতে লাগলো ।

কিছু দিন এই রকমে যায়—এক দিন হঠাৎ শুনা গ্যালো,
সুপ্রিম-কোর্টের স্মরণ বিচাবে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে পড়ে-
চেন । সহরের নানাবিধ লোক, কেউ সুবিধে কেউ কুবিধে—
কেউ বলে, “ তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন ”—কেউ বলে,
“ ভাগ্যি ছাবকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রুব হলো ।
তা নয় হোলে পবাণ বাবু টেরটা পেতেন । ” এদিকে প্রতাপ-
চাঁদ জাল সাব্যস্ত হয়ে বরানগরে বাস করেন । সেখান বুদ্ধ
রুক হন—খান্‌কি, ঘুসকি ও গেবস্ত মেয়েদের ম্যালা লেগে
গ্যালো, প্রতাপচাঁদ না পারেন, হ্যান কর্মই নাই । ক্রমে
চলতি বাজনার মত প্রতাপচাঁদের কথা আঁব সোনা যায় না
প্রতাপচাঁদ পুবোনো হলো আমরা ও পাঠশালে ভর্তি হলেম ।

মহাপুরুষ ।

পাঠক । পাঠশালা বমালয় হতেও ভরানক—পণ্ডিত ও
মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্ছে । এক দিন আমবা স্কুলে এক-
টার সময়ে ঘোড়া ঘোড়া খেগ্‌চি এমন সময় আমাদের জল-
তোলা বুডো মালী বলে যে, “ ভূঁইলেসে রাজাদের বাড়ি
এক জন মহাপুরুষ এসেচেন, মহাপুরুষ সভাযুগেব মানুষ,
গায়ে বড় বড় অশোদ গাছ ও উইয়ের চিপী হয়ে গিয়েচে—

চোক্ 'বুজ্'ে ধ্যান কজেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ খুল্লেই সমু-
দয় ভঙ্গ করে দেবেন ।" শুনে আমাদের বড় ভয় হলো !
ইকুলে ছুটি হলে আমরা বাড়িতে এসেও মহাপুরুষের বিষয়
ভাবতে লাগলেনম ; লাউ, মুড়ী, কুকেট ও পায়রা পড়ে
রইলো—মহাপুরুষ দ্যাখবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠলো
শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম ।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাতিরে শোবার সময়
“বেঙ্গমা—বেঙ্গুমী” “পায়রা বাজা” “বাজ পুতুর পাভ-
রের পুতুর, সওদাগরের পুতুর ও কোটালের পুতুর চার
বকু” “তালপডবেব খাঁড়া জাগে, ও পক্ষিবাজ ঘোড়া জাগে”
ও “সোণার কাটি কপোর কাটি” প্রভৃতি কত রকম উপকথা
কইতেন । কবিকঙ্কণ ও কাশীদানের পয়ার মুখস্থ আশ্রি-
তেন—আমরা শুন্তে শুন্তে ঘুমিয়ে পড়তুম্—হার । বা-
ল্যকালের সে স্বখসময় মবণকালেও স্মরণ থাক্বে—অপরিচিত
সংসার হৃদয় কমল কুসুম হতেও কোমল বোধ হতো, সক-
লেই বিশ্বাস ছিলো, ভূত, পেতনী ও পরমেশ্বরের নামে
শবীর লোমাঞ্চ হতো—হৃদয় অমৃতাপ ও শোকের নামও-
জানত না—অমর বর পেলেও সেই স্বকুমার অবস্থা অতিক্রম
কতে ইচ্ছা হয় না ।

আমরা শোবার সময় ঠাকুরমাকে সেই মালির মহাপু-
রুষের কথা বলেন—ঠাকুরমা শুনে খানিক কণ গম্ভীর হয়ে
রইলেন ও শেষে এক জন চাকরকে পব সকালে মহাপুরুষের
পায়ের ধুলো আন্তে বলে দিলে মহাপুরুষের বিষয়ে আরো ছ
এক গল্প বলেন ,

ঠাকুরমা বলেন—বহর আশি হলো (ঠাকুরমার তখন
নতুন বিয়ে হয়েছে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার

সময় প্রাণে জলের ভেতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ দ্যাখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচেতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন। মাজিরে ধরাধরি করে নৌকোর তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড় বস্ত্র করে নৌকোর রাখলেন। তখন ছাপ্‌চাটির মোহানার জল থাকতো না বলে কাশীর বাত্মীরে বাদাবনের ভেতর দিয়ে আগুতেন, স্ততরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আগুতে হলো। এক দিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকা বাচে, মাজী ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে, এমন সময় জলের ধারে ঠিক ঐ রকম আর এক জন মহাপুরুষ নৌকোর গল্লয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন,এবি মধ্যে ডাঙ্গার মহাপুরুষও হাসতে হাসতে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গ্যালেন, মাজী অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো। বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন,কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখতে পেলেন না, এঁরা সব সেকালের মনি ঋষি, কেউ দশ হাজার কেউ বিশ হাজার বৎসর তপস্যে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্পে সব কত্তে পারেন।

আব এক বার বিলিপুত্রের দত্তরা সোঁদর বন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিলো, তাঁর গায়ে বড় বড় আশোদ গাছের শেকড় জমে গিয়েছিলো, আর শরীর শুকিয়ে চালা কাঠের মত হয়েছিলো। দত্তবা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে বিলিপুত্রে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস বিলিপুত্রে থাকেন, শেষে এক দিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গ্যালেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পালে না।—গুন্তে গুন্তে আমরা ঘুমিয়ে পড়লেন।

তার পব দিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পাঁচব ধুলো এনে উপস্থিত করে ; ঠাকুরমা একটি বড় জয়চাকের মত মাহুলিতে সেই ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, পেংনী, শাঁকুচরী ও ব্রহ্মদত্তিদের হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম ।

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়্লেম—কালেজে ভর্তি হলেম—সহাধ্যায়ী ছু চার সমকক্ষ বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো ; এক দিন আমরা একটার সময় গোলদিগীব মাঠে কন্ডিং ধরে খালা কবে ব্যাডাক্টি, এমন সময় আমাদের কেলানসেব পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে ব্যাডাতে এলেন । পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড় মানুষের বাড়ীর বাঁধুনী বাঁধুন ছিলেন, এডুকেশন কোম্পেন্সের সুখ্য বিবেচনায় সেন বারু ব্রহ্মপুত্রসে প্রিন্সিপালের কুপার পণ্ডিত হয়ে পড়েন ; পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভাল বাসতেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুই কস্তে ক্রটি কস্তো না ; পণ্ডিত মহাশয় মাটে আনবা মাত্র ছেলেবা পান দিতে আরম্ভ করে, আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম্, পণ্ডিত মহাশয় মিঠেখিলি পচন্দ কস্তেন, পান পেয়ে আমাদের নাম ধরে বলেন, আবে হতোম । “আর শুনেচো? ভূঁকৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনে-ছিলো, ডাক্তার সাহেব তার শ্যুন ভদ্র কবে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গর্বে গুল্ পুড়িয়ে দ্যান, জলে ডুবিয়ে রাখেন ; কিন্তু কিছুতেই—খ্যান কল্ হয় নাই । শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ার ধরেন তার চেতন হলো ; এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গাটিপে পয়স

নিজে রাজাদের পাখা টেনে বাতাস কচে বা পাচে, তাই থাকে, তার মহাপুরুষের ডুর ভেঙে গ্যাছে !

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা ভাক্ হয়ে পড়্লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তি টুকু ছিলো—মরিচবিহীন কর্পূরের মত—উপর হীন ইধ্বের মত একেবারে উপে গ্যালো । ঠাকুরমাব মাহুজিটি তার পর দিনেই খুলে ফালা হলো, ভূত, শাঁকচুম্বী, পেতুবীদের ডর আবার বেড়ে উঠলো ।

লালা রাজাদেব বাড়ি দাঙ্গা ।

আমরা কলে আর এক কেলাস উঠলেম, রাঁছনি বামুন পণ্ডিতের হাত এডানো গ্যালো । এক দিন আমরা পড়া বলতে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় গাধার টুপি মাথার দিয়ে বেঞ্চেব উপর দাঁড়িয়ে কনফাইন্ হয়ে বয়েচি, মাঠাব মশাই তামাক খাবার ঘবে জল ঝেতে গ্যাচেন (লঁাব ফিদে ববদান্ত হয় না কিন্তু ছেলদেব হয়) এক বামুন বাবুদেব বাড়ীর ছোট বাবুবমুখে শামা পাখিব বোল—“বক বকম বক বকম ” করে পায়বার ডাক ডেকে ঘুরে ব্যাডাচেন ও পনি টাউনেজে কদম দ্যাখাচেন , এমন সময় কাশীপুব অঞ্চলেব এক জন ছোকরা বলে “ বে কাল বৈকালে পাক্পাড়ার লালা বাবুদেব ” (শ্রীবিষ্ণু : আজ কাল রাজা) “ লালারাজাদের বাড়ি—এক দল গোরু মাতাল হয়ে এসে চার পাঁচ জন দর-ওয়ানকে বঁবশায বিঁদে গিয়েচে, রাজাবা ভয়ে হানন হৌসেনের মত একটা পুরোণো পাত্‌কোব ভেতব লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা ক'বচেন : ” (বোধ হয় কেবল গীরগিটের অপ্রভুল ছিল) আব এক জন ছোকরা বলে উঠলো ” আবে তা নয়.

আমার দাদার কাছে শুনিছি, রাজাদের বাড়ির সামনের
 ঐকটা কাগ মেরে ছিলো বলে রাজাদের জমাদার সাহেবদের
 মাতে এসে, " আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের
 মুখের কাছে হাত নেড়ে বলে, "আরে না হে না, ও সব
 বাজে কথা! আমারও বাড়ি টালাতে, রাজাদের বাড়ির
 পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জান ? তারি পাশে যে
 পাচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়কি। রাজাদের এক জন
 আমলাব ভাই ঠিক বানবের মত মুখ, তাই দেখে এক জন
 সাহেব ভেংচে ছিলো, তাতে আমলাও ভেংচোয়, তাতেই
 সাহেবরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দল বল সমেত এসে গুলি কবে;
 অনেকে অনেক বকম কথা বল্চেন, এমন সময় মাষ্টার, বাবু
 তামাক খাবার ঘর থেকে এগেলেন, ছোট বাবুর পনি, টাটু
 কদম্ ও " বক্ বকম্ " বন্দ হয়ে গ্যালো, রাজারা বাঁচলেন--
 ঢং ঢং করে দুটো বাজলে কেলাস্ রসে গ্যালো, আমরাও
 জন খেতে ছুটি পেলেম। আমরা বাড়ি গিয়ে রাজাদের
 ব্যাপার অনেকের কাছে আরো জ্ঞানক রকম শুন্লেম,
 বাজালা কাগজ ওয়ালারা " এক দল গোবা বাজনা বাজিয়ে
 বাইতেছিল, দলের মধ্যে এক জনের জলতুপ্তা পাইল, রাজা-
 দেব বাড়ি যেমন জল খাইতে বাইবে, জমাদার গলা ধাক্কা
 মারিয়া বাহির করিয়া দ্যায়, তাহাতে সজ্জের কর্নেল গুলি করিতে
 হুকুম দ্যান" প্রভৃতি নানা অজ্ঞবী কথার কাগজ পোবাতে
 লাগলেন। সহরের পূর্বের বাজালা খবরের কাগজ বড় চমৎ-
 কারছিলো, " অমুক বাবুর মত দাতা কে। " " অমুক বাবু
 মার আক্ষে ক্রোর টাকা ব্যয় " (বাবু মুহুদী মাত্র) " অমুক
 মাতাল জলে ডুবে মরেগেচে " " অমুক বেশ্যার মত খোঁরা
 গিয়েচে, সজ্জান করে দিতে পায়ে সম্পাদক তাব পুরস্কার স্বরূপ

তাবে নিজ সহকারী কব্বেন * প্রভৃতি আলত কথাতেই পত্র পুরুতেন, কেউ গাল দিবে পয়সা আদায় কন্তেন, কেউ পয়সাব প্রত্যাশায় প্রশংসা কন্তেন—আজ কালও অনেক কাগজে চোবা গোপ্তান চলে ।

শেষে সঠিক শোনা গ্যালো যে, এক জন দবওয়ানকে এক জন ফিব্বী শিকাবী বাক্বিতওয়ায় ঝকড়া কবে গুলি কবে ।

কুশ্চানি হজুক ।

পাক্‌পাড়া বাজাদেব হংগামা চুকুতে চকুতে হজুক উঠলো “রুগজিংসিংহেব পুত্র দলিপ—ইহ্মমত্রে দীক্ষিত হয়েচেন, তাঁর নত্নে সমুদায় সীকেরা কুশ্চান হয়েচেন, ও জনকতক ভাট-পাড়ার ঠাকুবও কুশ্চান হবেন ।” ভাটপাড়ার গুরুগুপ্তিবে প্রকৃত হিন্দু, তাঁরা কুশ্চান হবেন শুনে অনেকে চম্কে উঠলেন. শেষে ভাটপাড়ার বদলে পাতুবে ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন-কুমার ঠাকুবেব পুত্র বাবু জানেন্দ্রমোহন বেবিষে পড়লেন । সমধর্মী কৃষ্ণমোহন কন্যা উজ্জ্বল গুণ কবে দিলেন, এয়ারও স্তম্ভাব রইলো না । সহবে যখন যে পড়তা পড়ে, শীগগির তাব শেষ হয় না, সেই হিডীকে এক জন ইঙ্কুল মাফটার কালীঘেটে হালদার, এক জন বেণে ও কারস্থও কুশ্চান দলে বাড়লো—দুচার জন বড় বড় ঘবেব মেয়ে মানুষও অন্ধকাব থেকে আলোয় এলেন । শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগলো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অহুতাপ ও ছববস্থাব সেবা কন্তে লাগলেন । কুশ্চানি হজুক বাস্তাব চলতি লঠনেব মত প্রথমে আস নাশ আলো

কবে, শেষে অন্ধকার কবে চলে গ্যালো। আমরাও ক্রমে বড় হয়ে উঠ্লেম—স্কুল আর ভাল লাগে না।

মিউটিনি।

পাঠকগণ। এক দিন আমরা মিছে মিছি ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় শুন্লেম, পশ্চিমের সেপাইবে খেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই কবে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লির ন্যেডে চীফ আবার “দিল্লীস্থরো বা জগদীশ্বরো বা” হবেন—ভাবি বিপদ। সহবে ক্রমে হল স্থূল পড়ে গ্যালো, চুনো-গলী ও কসাইটোলার মেটে ইঁদুক্‌স্, পিদ্‌ক্‌স্ গমিস্, ডিস্ প্রভৃতি ফিরিজিবে খাবাব মোত্তে ভলিন্‌টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোবা পাহারা বন্‌লো, নানা রকম অদ্ভুত হজুক উঠ্‌তে লাগলো—আজ দিল্লী গ্যালো,—কাল কানপুর হাবানো হলো, ক্রমে পাশা খালাব হাব কেতের মত ইংবেজরা উত্তর পশ্চিমের প্রাব সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, স্কুদে স্কুদে ছেলে ও মেয়েবা মারা গ্যালো, “শ্রীবুদ্ধিকারী” সাহেববা (হিঁদুব দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কস্তে পালেন না, ছোট ছেলেব ঘাড় ভাজ্বার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদেব বাগ বাজালির উপব কাড়্‌তে লাগলেন। লর্ড ক্যানিংকে বাজালিদেব অস্ত্র শস্ত্র (বঁটিও কাটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কলেন। বাজালিরা বড় বড় রাজকর্ম না পায়, তারও তদ্বিব হতে লাগলো, ডাক ঘরেব কতকগুলি নেড়ে প্যারদাদেব অন্ন গ্যালো, নীল করেরা অনরেরী মেজেষ্টেব হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোব

চার ভাঙ্গা ব্যাডা) দাদন, গাদন ও শামচাঁদ খালাতে লাগলেন, শামচাঁদ সামান্নিনন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—সেপাইজো কোন ছাব। লক্ষ্মীএব বাদনাকে কেল্লার পোরা হলো, গোরাবা সময পেয়ে ছু চাব বড বড ঘরে লুট তরাজ আরম্ভ কল্লে, মাসাল লা জারি হলো, যে ছাপা যন্ত্রেব কল্যাণে হতোন নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচেন, যে ছাপা যন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহাবা—কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম দ্যাখে, ব্রিটিস কুলেব সেই চিব-পবিচিত ছাপা যন্ত্রেব স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছুকাল শিকুলী পর্শেন। বাঙ্গালিবে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদেব বুঝিষে দিলেন যে,—“যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাডা বাঙ্গালিই আছেন—বহু দিন ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহাবেও অ্যামেরিকান্দেব মত হতে পাবেন নি। (পাববেন কি না তাঁরও বড সন্দেহ) তাঁদেব বড মানুষদেব মধ্যে অনেকে তুফানেব ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাতিরে প্রস্রাব কত্তে উঠতে হলে জ্বর বা চাকব চাকরাণীব হাত ধবে ঘরের বাইরে যান, অন্তরেব মধ্যে টেবিল ও পেন্‌নাইক ব্যবহাব কবে থাকেন, যাঁবা আপনাব ছাওয়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই কববেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব।” বলতে কি, কেবল আহাব ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচাবে তাঁবা ইংরেজদেব কেচ্‌মাত্র কবে নিয়েছেন। যদি গবর্নমেন্টেব হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই বিবিয়ে দ্যান—বায মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিপ্লিতি বাবুবা ফির্তি দল্লাবে নদেন এ মোসকা থাংগা

ধবেনঃ আব বাগান্ধর মিত্র বনাতেব প্যান্টুলন ও বিলিতি বঁদমাইসি থেকে স্বতন্ত্র হন ।

ইংরেজরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মবিয়া হয়ে উঠেছিলেন, স্তবধা তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—
লাড' ক্যানিংএর রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেন্টে দরখাস্ত
কল্লেন, মহরে হজুকের এক শেষ হয়ে গ্যালো । বিলেত
থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আসতে লাগলো—সেই সময়
বাজাবে এই গান উঠলো ।

গান ।

‘বিলাত থেকে এল গোরা,
মাথায় পব কুব্জিতি পবা,
পদভবে কাঁপে ধবা,
হাইল্যাণ্ডনিবাসী নাবা ।
টানটিয়া টোপিব মান,
হবে এবে খর্বমান,
স্বখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা ॥

বাল্লিলিরা ঝোপ বুকে কোপ ফেলতে বড় পটু, খাঁটি
হিন্দু (অনেকেই দিনের ব্যালায় খাঁটি হিন্দু) দলে রুটিয়ে
দিলে যে, “বিধবাবিবাহের আইন পাস ও বিধবাবিবাহ
হওয়াতেই সেপাইরে খেপেচে । গবর্নমেন্টে বিধবাবিবাহের
আইন তুলে দিয়েচেন—বিদ্যেসাগবেব কর্ম গিয়েচে—প্রথম
বিধবাবিবাহ বর শিরীশের ফাঁসি হবে ।”

কোথাউ হজুক উঠলো “দলিপ সিংকে কুশ্চান করাতে,
নাগপুরের রানীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্কোএর বাদ-
সাই যাওয়াতেই মিউটিনি হলো !”

নানা মুনিব নানা মত। কেউ বলেন সাহেববা হিন্দুব
ধর্মে হাতুদ্যান, তাতেই এই মিউটিনি হয়েছে। তারকে-
থরেক মোহন্তের রক্তিত রাঁড়—কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডাব
স্ত্রী ও কালীঘাটের বডহালদারের বাড়ির গিন্নীয়ে স্বপ্নে
দেখেচেন, ইংরেজদেব রাজত্ব থাকবে না। ছুই এক জন ভট্-
চাষি ভবিষ্যৎ পুবাণ খুলে তাবই নজিব দ্যাখালেন।

ক্রমে সেপাইএর হজুকের বাড়তি কমে গ্যালো—আজ—
দিল্লী দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে
লঙ্কো পাওয়া হলো 'মিউটিনিব প্রায় সমুদায় সেপাইবে
কাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন—
অবশিষ্টেরা ক্যানিংএর পমিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা কবে বেঁচে
গ্যালেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুরোণো বছরের মত বিদেয়
হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রেরম কজেন, বাজী, তোপ ও
আলোব সঙ্গে মায়াবিনী আশা “কুইনের খাসে প্রজার
ছুখ ববে না” ব ডি বাড়ি গেয়ে ব্যাডাতে লাগলেন, গর্ত-
বতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন “ছেলে
কি মেয়ে” লোকেব মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের
প্রেক্ষেমেনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটিনিব হজুক শেষ হলো—বাজালিবা কাঁশী ছেঁড়া
অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু
নিবপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জাযগির
পেলেন। অনেক বাম্বুনে কপাল ফলে উঠলো, “যখন যার
কপাল ধরে—” ইত্যাদি কথাব সার্থকতা হলো। রোগ, শোক
ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীব মূল্য জানতে পারে,
সেইরূপ মিউটিনি উপলক্ষে গবর্নমেন্ট ও বাজালি শব্দেব

কল্পকিং পদার্থ জানতে অবসর পেলেন, “ক্রীড়াকাবীরা” আশা ও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বলতেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঁকানিদেব দেখতে লাগলেন—আমরাও জ্বল ছাড়্লেম। আঃ! বাঁচলেন—গারে বাতাস লাগলো।

মরাফেরা ।

— . . . —

‘আমরা ছেলে বেলাতেই জ্যাটাব শিবোনণি ছিলেম, জ্বল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানেব মতন উতলে উঠলো, (বোধ হয় পাঠকরা এই হতোম প্যাঁচাব নকশাতেই আমাদের জ্যাটামির দোউড বুঝতে পেরে থাকবেন) আমরা প্রলয় জ্যাটা হয়ে উঠ্লেম—কেউ কেউ আদব করে ‘চালাক দাস’ বলে ডাকতে লাগলেন।

ছেলে বেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষাব, উপব বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবাবও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা ঘুমবার পূর্বে নানা প্রকার উপকথা কইতেন। কবিকল্পণ, কুত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেই গুলি মুখস্থ করে জ্বলে, বাড়ীতে ও নার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জম্যে ফিঃ পয়ার, পিছু একটা করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে ভোতলা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও ছিল, স্ততরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাতে ছড়িয়ে দিতুম, আর আমাদের মুঞ্জুরী বলে দিলি একটি শাদা বেরাল ছিল

(আহা কাল সকালে সিঁটি মবে গ্যাট্ছে - বাচ্চাও নাই ।)
 বাকী সে প্রসাদ পেতো । সংস্কৃত শেখাবার জন্যে
 আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের
 লেখা পড়া সেখাবাব জন্যে বড় পরিশ্রম কতেন । ক্রমে
 আমরা চার বছবে মুক্তবোধ পার হলেম, মাঘের দুই
 পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর
 স্ত্র হলো ; টিকী, ভোঁটা ও বাচ্চা বনাতওয়ারা টুলো
 ভট্টাচার্য্য দেখলেই তক্ক কর্তে যাই, ছোডাগোছের, ঐ
 রকম বেয়াডা বেশ দেখ্তে পেনেই তক্কে হারিয়ে টিকী কেটে
 নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি - পরাব লিখ্তে চেষ্ঠা কবি ও
 অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুবি করে আপনার বলে অহঙ্কাব
 কবি - সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমবাও
 ঠিক এক জন সংস্কৃত কালেজের ছোক্বা হয়ে পড়্লেম ;
 গৌরবনাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উঁচু
 হয়ে উঠ্লে - কখন বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে
 আমবা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালি দাস বড
 লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে ব্রিটেনের বিখ্যাত
 পণ্ডিত জনসন ? (তিনি বড গবিবেব ছেলে ছিলেন, সেটি বড
 অসঙ্গত হয়,) রামমোহন বায় ? হাঁ এক দিন রামমোহন
 রায় হওয়া যায় - কিন্তু বিলৈতে মন্তে পার্কো না ।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিন্বে, সেই
 চেষ্ঠাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা
 বিদ্যোৎসাহী সাজ্লেম - গ্রন্থকাব হয়ে পড়্লেম - সম্পাদক
 হন্তে ইচ্ছা হলো - সভা কল্লেম - ব্রাহ্ম হলেম - তত্ত্ববোধিনী
 সভায় বাই - বিধবা বিয়ের দলাদলী ববি ও দেবেন্দ্রনাথ
 ঠাকুর, ঐশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঐশ্বরচন্দ্র

গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদেব উপাসনা করি—
 আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুন যে আমবাওঁ ঐ দলের এক
 জন ছোট খাট কেউ বিচ্ছুর মধ্যে ।

হায় অল্প বয়সে এক এক বাব অবিবেচনার দাস হয়ে
 আমবা যে সকল পাগ্লামো কবেচি, এখন সেইগুলি স্বরণ
 হলে কান্না ও হাঁসি পাষ, আবার এখন যে পাগ্লামি প্রকাশ
 কচ্চি, এর জন্য বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপ তোলা বইলো । মৃত্যুশ-
 যার পাশে যবে এইগুলি ভয়ানক ছবি দাখা যাবে, ভয়ে
 ও লঙ্কায় শবীর দাহ কত্তে থাকবে, তখন সেই অনন্য আশ্রয়
 পবমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না । বাপ
 মার কাছে মাঝ খেয়ে ছেলেবা যেমন তাঁদেবই নাম কবে
 “বাবাগো—মাগো” বলে কাঁদে—আমবাওঁ তেমনি সেই দৈশ্ব-
 বের আজ্ঞা লংঘন নিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁব নাম ধবেই
 পাঠক । তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাতে দেখাতে
 তবে যাব ।

প্রায় গর্ষিতে এক দিন আমবা মোটা চাঁদোর গায়ে
 দিবে ফিলজকব সেজে ব্যাডাচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলেব
 এক জন মুহুবি বসে যে “আমাদেব দেশে ছজুক্ উঠেছে
 ১৫ই কার্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষ-
 বরা যমালয় থেকে ফিরে আসবে”—জন্মের মধ্যে কর্ম নিমুর
 চৈত্র মাসে রাশেব মত সহরেব কোন কোন বেণে বাবুবা
 সিঞ্জিবাহিনী ঠাক্কণের পালায় যেমন ছোট আদালতের ছ
 চার কয়েদী খালাস কবেন, সেই বকম স্বর্গে কোন দেবতা
 আপনার ছেলেব বিবাহ উপলক্ষে যমালয়েব কতকগুলি
 কয়েদী খালাস করেন, নদের বামশর্মা আচায্যি গুণে বলে-
 চেন ।” আমবা এই অপকর্প ছজুক্ শনে ডাক্ হয়ে বইলেন ।

এ দিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠলো “ ১৫ই কার্তিক মবা ফিরবে । ” বাহলা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিস গেলেন—একটি গেরোর উপর আব একটি গেবো দিলে পূর্কের গেরোটি যেমন আলগা হয়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচাব করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদেব বিদ্যাসাগরের প্রতি যে ভক্তি টুকু জন্মে ছিলো, এই প্রলয় হজুকে ঋতুগত ধর্ম-মেটবের পাবার মত একেবাবে অনেক ডিক্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়লো ,

সহরের যে খানে যাই, সেই খানেই মরা ফেব্রার মিছে হজুক্ । আশা, নির্কোদ্র স্ত্রী ও পুরুষদলের প্রিয়সহচরী হলেন । জোচ্চোর ও বদমাইসেরা সময় পেয়ে গোছাল গোছাল জারগাব মবা ফেরা সেজে বেতে লাগলো, অনেক গেরেন্তোব ধর্ম নষ্ট হলো—অনেকেব টাকা ও গরনা গ্যালো—বাজাবে হোস্টেল মাগ্গি হয়ে উঠলো । ক্রমে আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যাব মত, শোকাভূবের সময়ব মত ১৫ ই কার্তিক নবাবিচালে এসে পড়লেন । দুর্গোৎসবের সময় সন্ধ্যাপূজোব ঠিক শুভক্ষণেব জন্য পৌত্তলিকরা যেমন প্রতীক্ষা কবে থাকেন—ডাক্তরেব জন্য মৃয়ুর্ বোগীব আকীয়রা যেমন প্রতীক্ষা কবে থাকেন ও স্কুলবব ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটির দিন প্রতীক্ষা কবেন—বিধবা ও পুত্র জাতাহীন নির্কোদ্র পবিবারেবা সেই রকম ১৫ ই কার্তিকেব অপেক্ষা করেছিলেন । ১৫ ই কার্তিক দিল্লির লাড্ডু হয়ে পড়লেন—গাঁরা পূর্কে বিশ্বাস কবেন নি, ১৫ ই কার্তিকেব আডম্বব ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিসলেন । ছেলে ব্যালা আমাদের একটি চিনেব খোরগোশ ছিল, আজ বছব আট্টেক হলো সেটি মরেচে—আমরাও তাব ফিবে আসবাব

জন্য 'কচি কচি দুর্কো' ঘাস তুলে, বহু কালের ডাঙ্গা পিঁজবে মাটি ঝেড়ে বুড়ে তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেন।

১৫ ই কার্তিক মরা ফিব্বে কথা ছিল, আজ ১৫ ই কার্তিক। অনেকে মবাব অপেক্ষায় নিম্তলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে বসে বইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো, রাস্তিবে দশটা বাজে, মবা ফিব্বে না, অনেকে মবাব অপেক্ষায় থেকে মড়াব মত হয়ে রাস্তিবে ফিবে এলেন, মবা ফেবাব হজুক ধেম গ্যালো।



আমাদের জাতি ও নিন্দুকেরা ।

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠলেন, দু চাব জন আমাদের অবস্থার হিংসে কন্তে লাগলেন; জাতিবর্গের বুকে 'চকী' পড়তে লাগলো—আমাদের বিপদে মুচুকে হাসেন ও আমোদ কবেন, তাঁদের এক চোক কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পাবলে তাব বাটিটি নষ্ট হয় স্বয়ং না হয় গু গুলেই খেলেন। জাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই বকম ব্যবহার বেরুতে লাগলো। লোকেব আঁটকুর্ডো হবে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জাতিব সঙ্গে এক ঘর ছেলে পুলে নিয়েও বাস করা কিছু নয়। আমাদের জাতিবা দুর্ঘ্যোখনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকরী ও শূর্ণাধা হতেও সরেস। ক্রমে একদল শত্রু জন্মালেন, এক দল ফেণ্ড পাওয়া গ্যালো। বাঁবা শত্রুব দলে নিসলেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধবে নিন্দা কন্তে

আরম্ভ করিলেন । ফেণ্ডরা সাধ্যমত ডিকেও কতে লাগলেন, শতুরা খাওয়া দাওয়া ও শোবার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প কবে ছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থামলেন না, আমরাও অনেক সজ্ঞান কবে দেখলুম যে যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ কবে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চটতে পাবেন, কিছুই খুঁতে পেলাম না ববং সজ্ঞানে বেরুলো যে নিম্নুক দলেব অত্নকেব সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্যন্তও নাই—লোকের সাধ্যমত উপকাব কবা যেমন কতকগুলিব চিবস্তন ব্রত, সেই কপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহবেব কতকগুলি লোকেব কর্তব্য কর্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য—আমবা প্রার্থনা কবি, নিম্নুকবা কিছু কাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেক তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তাবা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামেন, তেমনি এঁবা আপনা আপনি থামবেন, তবে অনেকেব এই পেসা বলেই যা হোক—পেসাদাবেব কথা নাই ।

নানাসাহেব ।

মবা ফেবা হজুক থামলে কিছু দিন নানাসাহেব দশ বাবো বার মরে গ্যালেন, ধবা পড়লেন ও আবার রক্তবীজেব মত বাঁচলেন । সাত পেয়ে গল্প—দবিষাই ঘোঁড়া—লঙ্কোএব বাদসা—শিবকেষ্টো বাঁড়,যে—ওয়েল্‌স সাহেব—নীল বাহুব লঙ্কাকাণ্ডে লংএব মেয়াদ—তুমীব, হাজর ও নেকুড়ে বাগেব উৎপাণ্ডেব নত ইংলিস.ম্যান ও হবকরা নামক দুখানি নীল কাগজেব উৎপাত—ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচাবক বাম-মোহন রায়েব স্ত্রীব আক্ষে দলাদলীব ঘোঁটি ও শেষে হঠাৎ অবতারের হজুক বেড়ে উঠলো ।

সাতপেয়ে গরু।

সাতপেয়ে গরু বাজাবে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী ছপয়সা রেট হলো, গরু রাখবার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগলো, কিছু দিনেব মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গ্যালেন।

দরিয়াই ঘোড়া।

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকমে রোজগার করতে লাগলেন, বেশিৰ মধ্যে বিক্রী হবার জন্য ছ চাব মাতালো মাতালো খামওলা সেপাই পাহারা ও গোবা কোচম্যান (যেখানে অন্দর মহলেও ঘোড়ার সর্বদা সমাগম) ওরাজা বাড়িতে গমনাগমন কল্লেন। কে নেবে? লাক্টাকা দর! আমাদের সহরের কোন কোন বড় মানুষের যে ত্রিশ চল্লিশ লাক্টাকা দর, পিঁজরের পুরে চিড়িয়া খানায় রাখবারও বিলক্ষণ উপযুক্ত, কিন্তু কৈ। নেবার লোক নাই। এখন কি আর সৌখিন আছে? বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্জ্যমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আব কোথাও নাই—সেখায় মাষ মহারাজ, তঙ্ক, রত্ন, লক্ষার উল্লুক, ভাল্লুক প্রভৃতি নানা রকম আজগুবি কেতার জানোওয়ার আছে, এমন কি এক আদর্টিব ঘোড়া নাই।

লঙ্কোএব বাদসা।

দরিয়াই ঘোড়া কিছু দিন সহরে থেকে শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গ্যালেন। লক্কোএর বাদশা দরিয়াই ঘোড়ার জায়গায় বসলেন—সহরে হজুর উঠলো, “লক্কোএর বাদশা মুচিখোলায় এসে বাস করেচেন, বিলেত যাবেন, বাদশার বাইরানা পোসাক, পায়ে আলতা,” কেউ বলে “রোগা ছিপ্ ছিপে, দিকি দেখতে, ঠিক যেন একটি অপসবা।” কেউ বলে “আরে না, বাদশাটা একটা কুপোব মত মোটা, ঘাড়ে গদদানে, গুণের মধ্যে বেন্ গাইতে পারে” কেউ বলে “আঃ—ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদশা পার হন, সে দিন সেই ইষ্টিমাবে আনিও পার হয়েছিলাম, বাদশা শ্যামবর্ণ, এক হাবা, নাকে চম না, ঠিক আমাদের মোজবী সাহেবেব মত” লক্কোএর বাদশা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসার দিনকতক সহর বড় গুল্জার হয়ে উঠলো। চোর বদমাইসরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে; দোকানদারদেবও অনেক ডাঙ্গা পুরোণো জিনিস বেখডক দামে বিক্রী হয়ে গ্যালো, দুই এক শ্যামটাওয়ালী বেগম হয়ে গ্যালেন। বাদশা মুচিখোলায় অর্ধেকটা জুড়ে বসলেন। সাপুডেরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতোর পুবে রাখে, ক্রমে তেজ মবা হয়ে গ্যালে খালাতে বার করে গবর্ণমেন্টও সেই রকম প্রথমে বাদশাকে কিছু দিন কেজার পুরে রাখলেন, শেষে বিষ দাঁত ভেজে তেজের হাস্ করে খেলতে ছেড়ে দিলেন। বাদশা ডব্বর তালে খেলতে লাগলেন, সহরের কদর, ভদর, সেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি খডিবাজ পাইকেবা মাল সেজে কাঁচুনী গাইতে লাগলেন—বানর ও ছাগলও জুটে গ্যালো।

লক্কোএব বাদশা জমি নিলেন, দুই এক বড় মানুষ ক্যাপলা

জাল ফেললেন—অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জাল-খানা পর্য্যন্ত উঠলো না—কেউ বললে “ কেঁদো মাছ । ” কেউ বললে “ রাণা ” নয় “ খোঁটা । ”

শিবকুষ্ঠ বন্দোপাধ্যায় ।

হুজুক রঙে শিবকেটো বাঁড়ুঘো দ্যাখা দিলেন । বাবু দিন কত বড বাড বেড়ে ছিলেন , আজ একে চাবুক মাবেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মাবেন, আজ মেডুযাবাদী খোঁটা ঠকান, কাল টুপিওয়াল মাবেব ঠকান—শেষে আপনি ঠকলেন । জালে জড়িয়ে পড়ে বাজালিব কুলে কালী দিয়ে চোন্দ বৎসবেব জন্য জিজিবি গ্যালেন । কোন কোন সায়েবে পয়সার জন্য না কবেন হ্যান কর্ম্মই নাই, সিটি শিবকেটো বাবুব কল্যাণে বেবিযে পড়লো—এক জন “ এম, ডি, এফ, আর, সি, এস ” প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষবেব খেতাব ওয়ালা ডাক্তর ঐ দলে ছিলেন ।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো ।

আমাদের সহবে বড মানুষদেব মধ্যে অনেকেব অরুণ নাই বরুণ আছে । “ ভাল কত্তে পার্বো না মন্দ করোঁ কি দিবি তা দে । ” যে ভাষা কথা আছে, এঁরা তারই মার্থকতা কবেচেন—বাবুবা পরের ঝক্কা টাকা দিয়ে কিনে— “গাঁয়ে মানে না আপনি মোডোল ” হতে চান—অনেকে আডি তুলতেও এই পেসা আশ্রয় করেচেন । যদি এমন পেসাদার না থাকতো, তা হলে শিবকেটোব কে কি কত্তে

পাত্তো ? তিনি কেবল ডাক্তারকে ও ভাইপোকে ঠিকিয়ে বিষ-
য়টি আপনি নিতে চেষ্টা কবেছিলেন বৈতো নয় । আমাদের
কল্কেতা সহবের অনেক বড় মানুষ যে ভাইয়ের স্ত্রীকে
ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও গায়ে কুঁদিয়ে গাড়ি
ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্ছেন, কৈ আইন তাঁর কাছে কলকে পায়
না কেন ? শিবকেষ্ঠো যেমন জাল কবেছিলেন, বোধ হয়
সহবের অনেক বড় মানুষের ঘবে ও বকম কত পাব পেয়ে
গ্যাছে ও নির্ভয় কত হচ্ছে—সহবেব একটি কান্দ্রীবী মুখখু
বড় মানুষ আক্ষেপ কবে বলে ছিলেন যে “সহবে আমাব
মত অনেক ব্যাটাই আছে, কেবল আমিই ধরা পড়েছি”
শিবকেষ্ঠোব বিষয়েও ঠিকু তাই ।

—

জস্টিস্ ওয়েল্‌স্ ।

শিবকেষ্ঠোব মকদ্দমাব মুখে জস্টিস্ ওয়েল্‌স্ নতুন
ইণ্ডেন্ট হন । তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালিদেব মধ্যে প্রায়
সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ, সুতরাং মকদ্দমা কব্বাব
সময় যখন চাব পা তুলে বক্তৃতা কন্তেন, তখন প্রায়ই বলন্তেন
“বাঙ্গালীবা মিথ্যাবাদী ও বকলেব জাত্ ।” এতে বাঙ্গালীবা
অবশ্যই বলন্তে পাবেন “শতকবা দশ জন মিথ্যাবাদী বা
বকলে হলে যে আশি নক্স, ই জনও মিথ্যাবাদী হবেন এমন
কোন কথা নাই”—চাব দিকে অসন্তোষেব গুজগাজ্ পড়ে
গ্যাল, বড় দলেব মোডোলরা হাতে কাগজ পেলেন “তেই
ঘোঁটের” যত মাতালো মাতালো জারগায় ঘোঁট পড়ে গ্যাল,
শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা কবে সাব চার্লস কাঠ মহাশ-
য়েব নিকট দরখাস্ত কবাই এক প্রকার স্থির হলো । কিন্তু

সভা কোথায় হয়? বাঙ্গালিদের তো এক পদও “সাধারণের” স্থান নাই। টাউন হাল্ সাহেবদের, নিমতলাব ছাত্ত খোলা হল গবর্নমেন্টের, কাশীমিস্ত্রিবেব ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবু ঘাটের চাঁদনীতে হতে পাবে, কিন্তু ঠাকুর বাবু পাঁচ জন সায়েব স্ববোর সঙ্গে আলাপ আছে, স্ততবাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা বাধাকান্তের নববস্ত্রের নাটমন্দিরই প্রশস্ত সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেকলো অমুক দিন রাজা বাধাকান্ত বাহাদুরের নববস্ত্রের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌স জজের মুখরোগের চিকিৎসা করবার জন্যে যত্ন করা হবে। ঔষধ সাগবে বয়েচে।

সহরের অনেক বড় মানুষ—তঁারা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লক্ষিত হন, বাবু চণো গলীব অনেক পিঙ্গলসেব পৌত্তুর বজ্জে তঁারা বড় খুসি হন; স্ততবাং যাতে বাঙ্গালির শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। ভদ্রিপরীত, নিয়তই স্বজাতিব অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা বাধাকান্তের নাটমন্দির ওয়েল্‌সের বিপক্ষে বাঙ্গালিরা সভা কর্কেন শুনে তঁারা বড়ই দুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, স্বাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তাবই চেষ্টা কত্তে লাগলেন। রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিস্ পড়লো, রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, এক বাব কথা দিয়েচেন, স্ততবাং উঁচুদলের সুপারিস্ হলেও সহনা রাজী হলেন না। সুপারিস্‌ওয়ালারা জোয়ারের গুয়েব মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চলো। নিকপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়লো, নববস্ত্রের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনের বোডহস্ত কবা পাথরের গড, ঘেবও আক্সাদের গীমে রইলো

না। বাঙ্গালিদেব যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেচে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গ্যাল। সুপারিসওয়ালারা বাবুরা ওঁ সহরের মোণার বেণে বড় মানুষরা কেবল এই সভার আসেন নাই—সুপারিসওয়ালাদের ধোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গ্যাল, বেণে বাবুরা কোন কাজেই মেসেন না, স্ততরাং তাঁদের কথাই নাই। ওএল্‌স-হজুকেব অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সেই কবে এক দরখাস্ত কাঠ সাহেবেব কাছে প্রদান করেন, সেই অবধি ওয়েল্‌সও ব্রেক হলেন।

টেক্‌চাঁদেব পিসী।

টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী ওয়েল্‌সেব মুখবোণের ভরে মিটিং করা হয়েছে শুনে বলেন “ওমা আজ কাল সবই ইংরিজি কেতা। আমবা হলে মুড়োমুড়ি, নারকেলমুড়ি ও ঠন্থনের নিম্‌কীতে দোবস্ত কন্তেম।” নারকেলমুড়ি বড় উত্তম অম্বুধ, হলোযেব বাবা। আমাদের সহরের অনেক বড়মানুষ ও ছুই এক জেলার ধিরাজ মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগ-ভোগ কবে থাকেন, দাবজীলিৎ, সিম্‌লে, মপাট্ট, ভাগলপুর ও রানীগঞ্জে গিয়েও সোদ্বাতে পারেন না; আমরা তাঁদেব অনুরোধ কবি, নারকেলমুড়ি ও ঠন্থনের নিমকীটাও ট্রাই করুন। ইমিজিয়েট রিলিফ্‌!!

পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ।

নীলকরী হ্যাঙ্গাম উঠলো, শোনা গ্যালো, কৃষ্ণনগর, পাবনা, রাজশাই প্রভৃতি নীলজেলার রেরোত্তরা খেপেচে। কে তাদের খাপালে? কি উলুইচণ্ডী? না! শাঁমচাঁদ?

তবে—“মাজিষ্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে” “ইণ্ডি পো কমিসনে” “হরিশে” “লংএ” “ছোট আদালতে” “কন্ট্রাক্টবিলে” অবশেষে গ্রান্টের বিজাইনমেন্টে যোগ সারতে পারেন? না! কেবল, শামচাঁদীরা মজে !!

নীলকর সারবেববা দ্বিতীয় রিভোলিউশন হবে বিবেচনা করে (ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কলা খাইনি) গবর্ণমেন্টে ভোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। রেজিমেন্টকে বেজিমেন্টে গোরা, গন্, বোট্ ও এমপেসিয়েন্স কমিসনব চলো—মফস্বলে জেলে আর নিবপরাধীর জায়গা ধরে না, কাগজে হল ধুল পড়ে গ্যালো ও আল্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়লেন।

প্রজার ছববস্থা শুন্তে ইণ্ডিগোকমিসন্ বসলো, ভারতবর্ষীয় খুড়ীর চমকা ভেঙ্গে গ্যাল। (খুড়ী একটু আফিন খান) বাদ্গালির হয়ে ভারতবর্ষীয় খুড়ীর এক জন খুড়ো কমিসনব হলেন। কমিসনে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো, সেই সাপেব বিবে নীলদর্পণ জন্মালো; তার দরুণ নীলকর-মূল হস্তে হয়ে উঠলেন—ছাই গাদা, কচুবন, ফ্যান গৌজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর ঘবে, গিরজের, প্যালেসে ও প্রেসে ভাগ্ করলেন। শেষে ঐ দলের একটা বড হজেরিয়ান হাউণ্ড পাদ্বি লং সারবেবকে কাম্ড়ে দিলে।

প্যাযদাবা পর্যন্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চলেন, তুমুলকাও বেঁধে উঠলো। বাদানুনে বাগ্ (প্যান্টারস্ এমোসিয়েসন) বেগতিক দেখে নাম বদলে (ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এমোসিয়েসন) তুলসী বনে ঢুকলেন। হরিশ মলেন। লংএর মেয়াদ হলো। ওয়েল্‌স ধমক খেলেন। গ্রান্ট রিজাইন দিলেন—তবু হজুক মিটলো না। প্রকৃত বাঁছরে হ্যাকামে

বাজারে নানা রকম গান উঠলো, চামার ছেলেরা লালন ধরে মুলো ও মুড়ি খেতে খেতে

গান ।

সুর “ হাঃ খালার খরু , ডাল, “ টিট কিরী ও ল্যামলা । “

উঠলো সে স্বখ, ঘটলো অস্বখ মনে, এত গিগি ।

মহারাগীব পুণ্যে মোবা, ছিলাম স্থখে এই স্থানে ॥

উঠলো খামার ভিটে ধান, গ্যাল মানী লোটের মান, ’

হ্যানো সোণাব বাংলা খান, পোড়ালে নীল হুহুমান ॥

গাইতে লাগলো । নীলকবেবা এব উত্তরে ক্যাটলট্রেস্ পস্ খিল পাস করে, কেউ কোন কোন ছোট আদালতের উকীল জজেরে স্যামপীন্ খাইয়ে ও ঘরঘ্যানা করে, কেউ বা খাজনা বাড়িয়ে, খেউড়ে জিতে কথঞ্চিৎ গায়ের খালা নিবারণ করেন ।

নীলবানুহুরে লক্ষাকাণ্ডের পালা শেষ হয়ে গ্যালো, মোড়ো-লেরা জিরেন পেলেন, ভারতবর্ষীয় খুড়ি এক মোতান্ত চড়িয়ে আরাম কস্তে লাগলেন । কোন কোন আশামোটাওয়ালো খেতাবী খুড়ো, অনরেবী চৌকিদারী, তথা ছেলে পুলের আসেস-সরী ও ডেপুটী মেজেষ্টবীব জন্য সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন । তথাস্থ ॥

শামচাঁদেব অসহ্য টর্ চরে ভুত পালায়, প্রজাবা খেপে উঠবে কোন্ কথা । মিউটিনী ও ক্লাক অ্যাক্টেব সজ্জাতে তো “ অীরুদ্ধিকারীরা ” চটেই ছিলেন, নীলবানুবে হ্যাক্সামে সেইটি বজ্রমূল হয়ে পড়লো । বড় ঘবে সতীন হলে, বড় বো ও ছোট বোকে তুষ্ট কস্তে কর্তা ও গিন্নির শ্যামন হাড় ভাজা ভাজা হয়ে

যায়, “শ্রীবৃদ্ধিকারী” হুইপিং ক্লাস্ ও নেটিভ্ কমিউনিটিকে তুষ্ট কতে গিয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্নমেন্টও সেই রকম অবস্থায় পড়লেন ।

রমাপ্রসাদ রায় ।

হুতোমিগেব পাঠক ! আমরা আপনাদের পূর্কেই বলে এসেছি যে, “সময় কারও হাতধরা নয়, সময় নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার ঘোবনেব ন্যায়, জীবের পরমায়ুর ন্যায় ; কারুই অপেক্ষা করে না।” দেখতে দেখতে আমরা বড় হচ্ছি, দেখতে দেখতে বহুর ফিবে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের প্রাণ মনে পড়ে না যে “কোনু দিন যে মত্ত হবে তাব স্থিরতা নাই।” বয়ঃ বত বয়স হচ্ছে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্ছে, শরীর তোয়াজে রাখ্চি, আরসি ধরে শোণ সূতিব মত পাকা গোঁপে কলপ দিচ্ছি, সীমলের কালাপেড়ের বেহদ্ধ বাহায়ে বঞ্চিত হতে প্রাণ কেঁদে উঠছে ! শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিয়েছে, চৰ্ম্মা ভিন্ন দেখতে পাইনে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েছে, বরং ক্রমে বাড়্চে বই কন্চে না । এমন কি অমর বর পেয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে চিবজীবী হলেও মনের সাধ মেটে কি না সন্দেহ । প্রচণ্ড রোজক্লাস্ত পথিক অভীষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌঁছিবাব জন্য এক মনে হন্ হন্ কবে চলেচেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গৌড়ি ভাঙ্গা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখতে পান, তা হলে তিনি ব্যামন চম্কে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখন কখন মহাবিপদে এই রকম অবস্থায় পড়ে থাকি, তখন এই দগ্ধ হৃদয়ের চৈতন্য হয় ! উল্লিখিত পথিকেব হাতে সে সময় এক গাছা মোটা লাঠি থাকলে তিনি ব্যামন সাশুটাকে মেরে পুনরায় চলতে আরম্ভ কবেন, আস-

রাও মহাবিপদে প্রিয় বন্ধুদের পরামর্শ ^{পাতা খুঁজি} ও সমাধায়ে তরে যেতে পারি; কিন্তু যে হতভাগ্যের এ জগতে বন্ধু বলে আত্মান করবার এক জনও নাই, বিপৎপাতে তার কি দুর্দশাই না হয়! তখন তার এ জগতে ঈশ্বরই একমাত্র অনন্যগতি হয়ে পড়েন। ধর্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতি—এমনি গম্ভীর ভাব, যে ভাব প্রভাপ্রভাবে তরে ভগ্নামো, নাস্তিকতা ও বজ্জাতী সবে পলায়—চারি দিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বইতে থাকে—তখন বিপদসাগর জননীর স্নেহ ময় কোল হতেও কোমল বোধ হয়। হায়! সেই ধন্য, যে নিজ বিপদ সময়ে এই বিমল আনন্দ উপভোগ করবার অবসর পেয়ে আপনা আপনি ধন্য ও চরিতার্থ হয়েছে। কারণ প্রবল আঘাতে একবার পাঠাণেব মর্ষ ভেদ কন্তে পায়ে চিরকালেও মিলিয়ে যায় না।

ক্রমে আমরাও বড় হয়ে উঠলেম—ছলনা কুআশায় আবৃত, আশাব পরিসর শূন্য, সংসার সাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগলো। এক দিন আমবা কতকগুলি সমবয়সী একত্র হয়ে একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক কচ্চি, এমন সময় আমাদের দলেব এক জন বলে উঠলেন “আবে আর শুনেচ? রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডীকরণের বড় ধুম। এক লক্ষ টাকা ববান্দ, মহরের সমস্ত দলে, উদিকে কাশী কর্ণাট পর্যন্ত পত্র দেওয়া হবে” ক্রমে আমরা অনেকের মুখেই আত্মের নানা রকম হজুক শুনতে লাগলেম। রমাপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি, মার সপিণ্ডীকরণে পৌতুলিকতার দাম হয়ে আত্ম করবেন শুনে কার না কৌতুহল বাড়ে! সুতরাং আমরা আত্মের আত্মপুর্নিক নক্সা নিতে লাগলেম।

ক্রমে সপ্তিওনের দিন সন্ধ্যাপ হয়ে আসতে লাগলো ।
 ক্রিয়ে বাড়ীতে স্যাকরা বসে গ্যাল—ফলাবে বামুনরা
 অ্যাপ্রিন্টিস নিতে লাগলেন— সংস্কৃত কালেজেব ফলাবেব
 প্রোফেসর রকমারী ফলাবেব লেক্চর দিতে আবন্ত কলেন—
 বৈদিক ছাত্রেরা ভলমনস নোট লিখে ফেলেন— এ দিকে চতু-
 স্পাঠিওয়াল ভট্টাচার্য্যরা চলিত ও অর্দ্ধ পত্র পেতে লাগলেন ;
 অনাহত চতুস্পাঠিহীন ভট্টাচার্য্যরা স্থপাবিস, ও নগদ অর্দ্ধ
 বিদ্যায়ের জন্য রমাশ্রমাদ বারুর বাড়ি নিমতলা ও কাশীমি-
 ত্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুলেন— সেখায় বা কটা শকুনি
 আছে ! এঁদের মধ্যে অনেকের চতুস্পাঠীতে সংবৎসর যাঁড়
 হাগে, সরস্বতী পূজার সময় ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গ
 দেশীয় ছাত্র সাজেন, শোলার পদ্ম ও রাংতার সাজওয়াল
 ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতীব অধিষ্ঠান হয় , জানিত ভদ্রর
 লোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পটে ।

ভট্টাচার্য্য মশাইদের ছেলে ব্যালা যে কদিন আসল
 সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তার পর এজন্মে আর তাঁর সঙ্গে
 সাক্ষাৎ হবে না, কেবল সংবছর অন্তর এক দিন মেটে
 সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন
 মুল্যের জন্য ।

পাঠকগণ ! এই যে উর্দী ও তকমাওয়াল বিদ্যালঙ্কার,
 ন্যায়লঙ্কার বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখছেন, এঁরা
 বড় ফালা যান না । এঁরা পরস্পর পেলে না করেন হ্যান কর্মই
 নাই ! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে
 ভেবে মিলিয়ে যাচ্ছেন ! পরস্পর দিলে বানর, ওয়াল নিজ
 বানরকে নাচার, পোসাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায় ;
 কিন্তু এঁরা পরস্পর পেলে নিজে বানর পর্য্যন্ত সেজে নাচেন !

যত ভয়ানক দুর্ভিক্ষ এই দলের ভিতর থেকে বেরোবে, দার-মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবে না।

আগামী কল্য সপিণ্ডন। আজ্ কাল্ মহরের দলপতি দলে অনেকেই কুলপানা চকরের দলে পড়েচেন, নামটা ঢাকের মত, কিন্তু ভেতরটা কাঁক!—রমাশ্রসাদ বাবু সদরের প্রধান উকীল, সাহেব স্ববোধের বাবুব প্রতি যেকপ অনগ্রহ, তাতে আরও কত কি হয়ে পড়বেন, স্বতরাং রমাশ্রসাদ বাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র দিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু রমাশ্রসাদ বাবু ও * * * প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চলতে লাগলো। ছুই এক টাট্কা দলপতির। (জোব কল্লে, মান অপমানের ভয় নাই) রমাশ্রসাদ বাবুর তোয়াক্কা না রেখে আপন দলে আপন প্রোকেসেসন দিলেন, প্রোকেসেসন, দলস্থ ভট্টাচার্য্য দলে বিতরণ হতে লাগলো, অনেকে ছু নোকোর পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন—শান্ব-কীর ইয়ারেরা “বারে বার মুরগী ভুমি” দলে ছিলেন, চিরকাল মুখ পুঁচে চলেচে, এইবার মহাবিপদে পড়তে হলো স্বতরাং মিত্তির খুড়ো লিঙ্ক নিয়ে হাওয়া বেতে যান। চাটুয্যে শয্যা-গত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোকেসেসন জুরির শমন ও সফিটন হতেও ভয়ানক হয়ে পড়লো, সে এই—



“ শ্রীশ্রীহরি—

শরণং

অসেস শাস্ত্ররত্নাকর পাবববপরম পূজনীয়—

শ্রীল

ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ—

শ্রীচরণেষু

ধর্ম—

সেবক শ্রী* চন্দর দাস ঘোষ

সাক্ষাৎ শত শহস্র প্রণীপাত পুরসব নিবেদনং কার্য্যগণ্যগে
 শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগে আশীর্বাদে এ সেবকের প্রাণ
 গতীক কুসল পরে যে হেতুক ৮ রামমোহন বায়েব পুত্র বাবু
 বমাপ্রশাদ বায় স্বীয় মাতা ঠাকুবাণীর একোর্কিষ্ট. আর্কিষ্টে
 মহাসমারোহ করিতেছেন এই দলেব বিখ্যাত কুলীন ও
 আমাব ভগ্নীপতি বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুব শম্যক্
 প্রতীয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু সহস্রের
 সমস্ত দলেই পত্র দিবেন স্বতবাং এ দলেও পত্র পাঠাইবার
 সম্পূর্ণ সম্ভাবনা কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী ৮ সভাব দলের অহুগত
 দলের সহিত রায় মজকুরের আহাব ব্যাভারচলিত নাই স্বতরাং
 তিনি পত্র পাঠাইলেও আপনারা তথায় সভাস্থ হইবেন না ।

শ্রী * চন্দর দাস ঘোষ ।

সম্মতঃ

সাং—হুডীঘাটা ।

শ্রীহবীশ্বর শর্মাঃ ন্যায়লঙ্কারোপাধীকঃ

বাব্যঃ সভাপত্তীতঃ ”

প্রক্লেমেসন্ পেয়ে ভট্টাচার্য্য ও ফলারেবা ডুব্ মালেন ;
 কেউ কেউ ফল্গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগলেন,

ভূবে জল খ্যেলে শিবেব বাবাব সাধি নাই বে, টের পান ;
তবুও অনেক জায়গায় চৌকী, খানা ও পাহারা বসে গ্যাল,
কিছুতেই কিছু কত্তে পারেন না, টাকার খোসবো প্যাজ
রুশ্ননেব গন্ধ ঢেকে তুলে—আজ সত্তা পবিত্র হয়ে উঠলো,
বাগ-বাজাবেব মদনমোহন ও ত্রীপাট খডদব শ্যামসুন্দর
পর্যন্ত ব্রজের রসে গভাগড়ি দিতে লাগলেন । আজকের দিন
সকাল ব্যালা রমাশ্রমাদ বাবুব বাড়ি লোকাবণ্য হয়ে গ্যাল,
গাড়িবাবাণ্ডা থেকে বাবুর্জীখানা পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের
ঠেল খবলো, এমন কি ত্রীক্ষেত্রে রথযাত্রার জগন্নাথের চাঁদমুখ
দোণ্ডেও এত লোকাবণ্য হয় না ।

সপ্তিওনেব দিন সকালে রমাশ্রমাদ বাবু বাবাণসী গব-
দেব জোড় পবে ভক্তি ও শ্রদ্ধাব আধার হয়ে পড়লেন ।
ব্যালার সঙ্গে সত্তাব জনতা বাড়তে লাগলো, এক দিকে
রাজভাটেবা স্থব কবে বল্লালেব গুণগরিমা ও আদিশ্রবের গুণ
কীর্তন কত্তে লাগলো, এক দিকে ভট্টাচার্য্যদের তর্ক লেগে
গ্যালো, ছদ্দশ জন স্তেতবনুখো কুলীন দলপতিবা তর ও
লজ্জায় সোরাব হয়ে সত্তাস্থ হতে লাগলেন, দল দল কেতন
আরম্ভ হলো, খোলেব চাটিতে ও হবিবোলের শব্দে ডাইনিং
কমের কাঁচের গ্লাস ও ডিসেবা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো—
বৈমাত্র ভাই ধুম কবে মাব আজ কতেন দেখে জাতিত্ব
নিবন্ধন হিংসাতেই ব্রাহ্মধর্ম কাঁদতে লাগলেন দেখে—
অ্যাম্বিসন হাঁসতে লাগলেন ।

ক্রমে মালাচন্দন ও দানসামগ্রী উজ্জু গু হলে সত্তা ভঙ্গ
হলো । কল্কেতার ব্রাহ্মণ ভোজন দেখতে বেগ,—হজুররা
খাঁতুড়ের ক্ষুদে নেয়েটিকেও বাড়িতে রেখে ফলার কত্তে
আসেন না,—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে, ফলারের দিন

দে. গুলি সব বেবোবে—এক এক জন ফলাবমুখো বামুনকে ক্রিয়ে বাড়িতে ঢুকুতে দেখলে হঠাৎ বোধ হয় যান গুরুম-শাই পাঠশাল তুলে চলেচেন । কিন্তু বেবোবাব সময় বোধ হয় এক একটা সদ্ধাব ধোপা-লুচী-মোণ্ডাব মোট্টি একটা গাধায় বইতে পাবে না । ব্রাহ্মণরা সিকি, ছয়ানি ও আছলী দক্ষিণে পেয়ে বিদেয় হলেন, দই মাখান এঁটো কলাপাত, ভাজা খুরী ও আঁবেব আঁটির নীলগিরি হয়ে গ্যাল । মাঁছিবা ভ্যান ভ্যান কবে উডতে লাগলো—কাক ও কুকুরা টাঁকুতে লাগলো,—সামিধানায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গ্যাছে । স্তবৎ জল সপ্ মপানি ও লুচি মণ্ডা দই ও আঁবেব চপটে এক রকম ভাপ্পনো গন্ধে বাড়ি মাঁতিষে তুলে—সে গন্ধ ক্রিয়ে বাড়িন ফেবত লোক ভিন্ন অন্যে হঠাৎ আঁচুতে পার্কেন না ।

এ দিকে বৈকালে বাস্তায় “কাজালী জমতে লাগলো,” যত সদ্ধা হতে লাগলো ততই অন্ধকাবেব সঙ্গে কাজালী বাড়তে লাগলো—ভাবী দোকানদাব, উডেবেহাবা, বেও ও গুলিখোবেবা কাজালীব দলে নিশতে লাগলেন, জনতাব ও । ও । বো । রো । শব্দে বাড়ী প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো ; বাস্তিব সাতটার সময় কাজালীদেব বিদেয় কব্বার জন্য প্রতিবানী ও বড বড উঠানওয়ানা লোকেদেব বাড়ী পোবা হলো ; আক্ষেব অধ্যক্ষরা থলো থলো সিকি, আছলী, ছয়ানি ও পয়সা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন, চলতি মসাল, লঠেন ও “আও !” “আও ।” বাস্তায় বাস্তায় কাজালী ডেকে ব্যাড়াতে লাগলো, বাস্তিব তিনটে পর্য্যন্ত কাজালী বিদেয় হলো । প্রায় ত্রিশ হাজাব “কাজালী” জমে ছিলো, এব ভিত্তর অনেকগুলি গর্ভবতী কাজালিনীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নম্বরে বিস্তব বাড়ে ।

কাল্পালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কাযস্থ ও বৈদ্য-
দের জলপান। ফলাবে কেউই ফালা যায় না, বামুণ ও
রেওদের মধ্যে ব্যামন ভুখোড ফলাবে আছে, কায়েত, নব-
শাখ ও বদ্ধিদেব মধ্যেও ততোধিক। ববং কতক বিষয়ে
এঁদের কাছে সাটি ফিকেট ওয়ালা ফলাবেরা কল্কে পায় না।

সহবের কারু বাড়ি কোন ক্রিয়ে কর্ষ উপস্থিত হলে বাড়ির
কুদে কুদে ছেলেবা চাপ্কান, পায়জামা, টুপি ও পেটি পবে,
হাতে লাল রুমাল বুলিয়ে—ঠিক্ যাত্রাব নকীব সেজে দলস্থ
ও আত্মীয় কুটুম্ব নেমস্তোম্মো কত্তে বেবোন। এব মধ্যে বঁড
মানুষ বা শাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেসাদাব নেমস্তোম্মে বামুণ
থাকে। অনেকেব ঝাড়িব সবকাব বা দাদাঠাকুর গোছেব
পূজবী বামুণেও চলে। নেমস্তোম্মে বামুণ বা সবকাব বাম-
গোছেব এক ফর্দ হাতে কবে কাণে উডেন্ প্যান্‌শীল গুঁজে
পান চিবুতে চিবুতে নেমস্তোম্মো সেবে যান—ছেলেটা কেবল
টুকাপিব সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

আজ্‌কাল ইংবাজী কেডাব প্রাভুভাবে অনেকে সাপটা
ফলাব বা ভোজে বেতে লাইক্ করেন না। কেউ ছেলে পুনে
পাঠিয়ে সাবেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবাব সমব ক্রিয়ে বাড়ি
হয়ে বেড়িয়ে বান—কিছু আহার কত্তে অনুবোধ কল্পে ভয়ানক
রোগের ভাণ কবে কাটিয়ে দ্যান, অথচ বাড়িতে এক ঘোড়া
কুস্তুর্‌কর্ণেব আহাব তল পেয়ে যায়—হাতিশালেব হাতি ও
ঘোড়াশালেব ঘোড়া খেয়েও পেট ভবে না।

পাঠক। আমরা প্রকৃত ফলারদাস। লোহার সঙ্গে চুখক
পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচীরও সেইরূপ—
তোমাব বাড়িতে ফলাবটা আসটা জম্লে অনুগ্রহ কবে
আমাদের ভুলো না আমরা মুনকে রখুব ভাই। ফলাবের

নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্য্যন্ত বাই! সেবাব মৌজুবী হালুম হোসেন ণী বাহাছরের ছেলের স্বপ্নতে ফলাব কবে এসেচি। হিন্দু ধর্ম ছাড়া কাণ্ড বিধবা বিয়েতেও পাত পাতা গিয়েছে। আর কলকেতার ব্রাহ্মসমাজেব জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মার্চ পোপ দেবেজ্ঞনাথ ঠাকুর দি ফাষ্টের বাড়িতে যে বছর বছর একটা অশ্রুক্ষেতর হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি—ভাল কথা! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চতুর্মুখে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জোন দশ বাবাকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও স্তব্ব করে সংকৃত মসজিদ পড়তে দেখতে পাই, বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম। না আমাদের মত বস্ত্রবিড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তব ডিম্বোমা ও সাট্টিফিকেট আছে, যদি ইউনিভারসিটিতে বি, এ, ও বি, এলেব মত কলারের ডিগ্রী স্থিৎ হয়, তা হলে আমরা তার প্রথম ক্যান্ডিডেট্।

রমাপ্রসাদ বাবুব মার সপিগুনেব জলপানে আডম্বব বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচাবও উত্তম বকম আহরণ হয়। সহরের জলপান দেখতে বড় মন্দ নয়, একতো মধ্যাহ্ন ভোজন বা জলপান বাস্তব দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠেল মারে, তাতে নানা রকম জানওয়ারেব একত্র সমাগম। যাঁরা আহাৰ কন্তে বসেন, সেগুলিব পা প্রথম ঘোঁড়ার মত নাল বাঁদান বোধ হবে, ক্রমে সমীচীনরূপে দেখলে বুজতে পার্কেন যে, কর্মকর্তা ও ফলাবের সঙ্গিদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, জুতো জোড়াটি খুলে খেতে বসতে ভরশা হয় না!

শেষে কারস্থের ভোজ সহাড়্বরে সম্পন্ন হলো। কুলী-

নরা পর্য্যায় মত রুই মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আদমুড়ো আফিম খোর কুলীনেব মাছের মুড়ো চিবোনো দেখে কুদে কুদে ছেলেবা ভয় পেতে লাগলো । এক এক জনের পাত গো-ভাগাডকে ছাবিয়ে দিলে । এই প্রকাবে প্রায় পোনেব দিন সমারোহেব পব রমাপ্রসা-দেব মার সপিওনেব ধূম চুকলো—হজুকদাবেরা জিরুতে লাগলেন ।

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিবা সভাস্থ হন নাই, তাঁরা আপনার আপনাব দলে ঘোট পাড়িয়ে দিলেন—অনেক ভট্টা-চার্য্য বিদেয় নিরে ফলার মেরে এসেও শেষে জীজী৮ ধর্মসভাব উমেদাবের প্রপৌতুরদেব দলের দলপতির কাছে গজাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সামনে দিকি কস্তে লাগলেন যে তিনি অ্যাঙ্কিন সহবে আচেন, কিন্তু রমাপ্রসাদ রাব যে কে, তাও তিনি জানেন না; তিনি শুদ্ধ বাবুই জানেন । আর তাঁব ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মরবার সময় বলে গিয়েচেন যে “ ধর্ম অবতার । আপনার মত লোক আর জগতে নাই । ” এ সওয়ার অনেক শূন্য উপাধিধারী হজুবেরা ধবা পড়লেন, গোবব খোলেন, জীবিসু স্রণ কলেন ও ভুরু কামালেন ।

কলুকেতায় প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালী উত্তোর-পাড়া অধিকে ও রাজপুব অঞ্চলেব বিস্তব ভট্টাচার্য্যরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মাবেন, তার পর ক্রমে গাঢাকা হতে আবস্ত হন, অনেক গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সে দিন শয্যাগত ছিলাম ।

যত দিন এই মহাপুরুষদের প্রাক্তর্ভাব থাকবে, তত দিন বাঙ্গালীর ভক্তন্ততা নাই, গৌসাইরা ছাডি, মুচি ও মুদ্দফবাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটা কত হতভাগা

গৌমুখ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতিব জোবে আজও টিকে আছেন, এঁরা এক এক জন হারামজাদুকী ও বজ্জাতীব প্রতিমূর্তি, এ দিকে এমনি সজ্জা গজ্জা কবে বাড়ান যে, হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ কবে—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় অতি নিবীহ ভদ্র লোক, বাস্তবিক সে কেবল ভডং ও ভণ্ডামো ।

রসরাজ ও যেমন কর্ম তেমন ফল ।

বমাপ্রসাদ-বাবের মার মপিগুনে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোন খানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠলো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক হলেন । মামী ভাগ্নেকে ছাঁটলেন—ভাগ্নে মামীর চির-অন্নপালিত হয়েও চির জন্মেব কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়লেন । আমবা যখন ইকুলে পড়তুম, তখন সহরের এক বড় মানুষ সোণাব বেণেদেব বাড়ির শস্ত্রু বারু বলে এক জন আমাদের ক্লাসক্লেও ছিলেন । একদিন তিনি কথায় কথায় বলেন যে “কাল ডাক্তরে আমি তাই আমাড স্ত্রীকে বব ঠাট্টা কডেচি, সে আমায় বলে ডুমি হনু-মান্, আমি অমনি ফস্ কডে বজ্জুম তোড় খণ্ড হনুমান্” ভাগ্নে বারুও সেই বকম ঠাট্টা আবস্ত করেন । “রসরাজ” কাগজ পুনরায় বেরুলো ; খেঁউড় ও পচালের স্রোত বইতে লাগলো । এরি দেখাদেখি এক জন সংকৃত কলেজের কৃত-বিদ্য ছোকরা ব্রাহ্মধর্ম ও কলেজ এডুকেশন মাথায় তুলে “যামন কর্ম তেমন ফল” নামে “বসরাজের” জুড়ি এক পচাল পোরা কাগজ বার করেন—রসবাজ ও তেমন ফলে নড়াই বেধে গ্যালো । দুই দলে কৃতাজ্ঞ ও সেনা সংগ্রহ করে সমবসাগরে অবতীর্ণ হলেন,—ইকুল বয়েরা ভূবি ভুরি

নিরুদ্ভি মলবল সংগ্রহ করে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে ^{পাতা মুড়িয়ে} কটকট ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন—ছরুদ্ভিপবারণ ক্যাবাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা সেই কদর্য রস পান কব্‌বার জন্য কাক, কবজ ও শৃগাল শকুনির মত বণস্থল জুড়ে রইলো। রসবাজ ও তেমনি ফলের ভয়ানক সংগ্রাম চলতে লাগলো—

“পীব গোবাচাঁদেব মালা” “পবীৰ জয় বিবরণ” “ঘোঁ-ডাভুত” ও “ব্রহ্মদৈত্যের কথোপকথন” প্রভৃতি প্রস্তাব পবি-পূর্ণ রসবাজ প্রতি দিন পাঁচ শ। হাজার। দু হাজার। কাপি নগদ বিক্রী হতে লাগলো। কিন্তু “ব্রাহ্মধর্ম” মাসে এক-খানাও ধাবে বিক্রী হয় কি না সন্দেহ, “তিলোত্তমা” ও “নীতার বনবাসেব” খদ্দেব নাই। কিছু দিন এই প্রকাব লড়াই চল্‌চে, এমন সময় গবর্ণমেট বাদী হয়ে কদর্য প্রস্তাব লিখন অপবাধে রসবাজ সম্পাদকেব নামে পুলিশে নালীশ কল্লেন, “যেমন কর্ম” ও পাহে তেমনি ফল পান এই ভয়ে গা ঢাকা দিলেন, “রসবাজেব” দোয়ার ও খুলীবে, মূল গায়েনকে মজ্জলিসে বেখে “চাচা আপন বাঁচা” কথাটি শ্রবণ কবে মেজ্‌দোম ও মন্দিবে ফেলে চম্পট দিলেন। ভাগ্‌নে বাবু (ওব্‌কে মিস্ত্রি খুডো) সফিনেব ভয়ে অন্দর মহলেব পাই-খানা আশ্রয় কল্লেন—গিবিবব ক্ষেত্রমোহন বিদ্যাবত্ত চামব ও হুপুর নিয়ে তিন মাসেব জন্য হরিণ বাড়ি চুক্লেন।

“পীব গোবাচাঁদের” বাকি গীত সেই খানে গাওয়া হলো। পাতর ভাঙ্গা হাতুড়ীৰ শব্দ, বেতেব পটাং পটাং ও বেড়ীৰ ঝুমঝুমানি মন্দিরে ও মৃদজেব কাজ কল্লে—কযেদিরা বাজে লোক সেজে “পীবেব গীত” শুনে মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিজে “খোলেন দই বমাকান্ত, বিকাবেব ব্যালা গোবর্দ্ধন”—যে ভাষা কথা আছে, ভাগ্‌নে বাবু (ওব্‌কে

মিত্তির খুড়ো) ও রসরাজ সম্পাদকে সেইটির সার্থকতা হলো ।
আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়লেম, চসমা ভিন্ন দেখতে
পাইনে ।

বুজুরুকী ।

পাঠক । আমাদের হরিভদ্র খুড়ো কায়স্থ মুখখী কুলীন,
দেড় শ হিলিন গাঁজা প্রত্যহ জরযোগ্য হয়ে থাকে, থাকবার
নির্দিষ্ট বাড়ি ঘর নাই, সহবে খান্কা মহলে অনেকেব সঙ্গে
আলাপ থাকায় শোবার ও খাবার ভাবনা নাই, ববং আদব
করে কেউ “বেয়াই” কেউ “জামাই” বলে ডাক্তো ।
আমাদের খুড়ো ফজাব নায়েই পাদ্ ধূলো দ্যান ও লুচিটে
সন্দেশটা বেঁধে আনতেও কস্ব কবেন না, এমন কি তাপে
পেলে চলন সেই জুতো জোড়াটাও ছেড়ে আসেন না । বলতে
কি আমাদের হরিভদ্র খুড়ো একরকম সবলোই গোছেব
ভদ্রব লোক । খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর
বলেন যে, আর শুনেছ আমাদের সিন্ধে পাড়ায় এক মহা-
পুরুষ সন্ন্যাসী এসেচেন—তিনি সিদ্ধ,—তিনি সোণা তইরি
কন্তে পাবেন—লোকেব মনের কথা শুনে বলেন—পারা ভদ্র
খাইয়ে সে দিন গজাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েচেন,
ভাবি বুজুরুক । কিন্তু আমবা ক বার কটি সন্ন্যাসীব বুজুরুকী
ধরেচি, গুটি কত ভূতনাচার ভূত উড়িয়ে দিযেচি, আব
আমাদের হাতে একটি জোছোবের জোজুরি বেরিয়ে পড়ে ।

যখন হিন্দুধর্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ, কিমিয়া
ভূতদ্ব জান্তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল । আজ্

কাল ইংবাজি লেখা পড়াব কল্যাণে সে শুড়ে বালি পড়েচে, কিন্তু কলকৈতা সহবে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই, না আসেন, এমন দেবতাই নাই, স্তবধা কখন কখন “সোণা কবা” “ছেলে কবা” “নিবাহাব” “ভূত নাবানো” “চণ্ডু সিদ্ধ” প্রভৃতির পেটের দ্বায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজুক দ্যাখান, শেষ কোথাও না কোথাও ধবা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান ।

হোসেন খাঁ ।

বছর চাব পাঁচ হলো, এই সহবে হোসেন খাঁ নামে এক মোছলমান বহু কালের পর ঐ বন্ধে ভয়ানক আডম্ববে দ্যাখা দ্যান—তিনি হজ্বত জিনিষাই সিদ্ধ । (পাঠক আবব্যা উপন্যাসের আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন)—“ যা মনে কবেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পাবেন, বাক্সের ভেতর থেকে ঘড়ি, আংটি টাকা উড়িয়ে দ্যান, নদীজলে চাবীর থলো কোলে দিলে জিনিষ দ্বারা তুলে আনান” প্রভৃতি নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম কতে পাবেন ।

ক্রমে সহবে সকলেই হোসেন খাঁর কথার আন্দোলন কতে লাগলেন—ইংরেজী কেতার বড় দলে হোসেন খাঁর খবর হলো । হোসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্সের ভেতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইলসনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আনলেন, বোতল বোতল ম্যামপিন্, দোমা দোনা গোলাবি খিলি ও দালিম কিঙ্গ্‌মিস্ প্রভৃতি হবেক রকম খাবার জিনিষ উপস্থিত করলেন । কাল—রায় বাহাদুরের বাড়িতে কমলানবু, বেলফুলের মালা, ববকও

আঁচাব আন্‌লেন—যাঁরা পবমেশ্বর মান্তেন না, তাঁরাও হোঁসেন ঝাঁকে মান্তে লাগলেন, ভাষায় বলে। “পাখরে পুজিলে পাঁচ পীর হয়ে পড়ে” ক্রমে হোঁসেন ঝাঁ বড় বড় কাশ্মীরী উল্লুক ঠকাতে লাগলেন। অনেক জায়গায় খোঁরাকি ববাদ হলো। বুজুক্কী দ্যাখবাব জন্য দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসতে লাগলো—হোঁসেন ঝাঁর প্রিমিরম্ বেড়ে গ্যালো।

জুচ্চুবী চিব কাল চলে না। “দশ দিন চোরেব, এক দিন সেধেব,” ক্রমে দুই এক জায়গায় হোঁসেন ঝাঁ ধক্ক পড়তে লাগলেন—কোথাও ঠোনাটা ঠানাটা, কোথাও কানমলা, শেষ প্রকার বাকি রইলো না। যাঁবা তাঁবে পূর্বে দেবতা নির্কিঁশেয়ে আদব কবেছিলেন, তাঁবাও দু এক বা দিতে বাকি রাখলেন না, কিছু দিনেব মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হোঁসেন ঝাঁ পৌত্তলিকের আঁছের দাগা ঝাঁডের অবস্থায় পড়লেন যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁবাই দাগী কবে বাঁহিব করে দ্যান, শেষে সবকাী অতিথশালা আত্ময় কলেন—হোঁসেন ঝাঁ জেলে গ্যালেন। জিনি পাতাল আত্ময় কলেন।

ভুতনাবানো ।

আর এক বাব যে আমবা ভুতনাকানো দেখেছিলাম, সেও বড় চমৎকার। আমাদের পাড়ার এক শ্যাকবাদের বাড়িতে এক জনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; শ্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, স্ততবাং রোগে চিকিৎসা কত্তে কুটি কলে না, ইংবেজি ডাক্তর বদ্ধি ও হাকিমের ম্যালা করে ফেলে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হলো, কিন্তু বোগের কেউ কিছুই কত্তে পায়ে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে বাড়ির

মেরে মহলে - তুলসী দেওয়া - কালীঘাটে সন্তেন - কাল-
 তৈরবের স্বব পাঠ - ভুক্ - তাক্ - সাকরিদ - নারায়ণ - বাঁদী-
 ওড় - বালসী - শোপুর - হুলপুর ও হালুম পুর প্রভৃতি
 বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চম্বামেস্তো ও মাছুলী ধারণ
 হলো - তারকেশ্বরে হতো দিতে লোক গ্যালো - বাড়ির বড়
 গিন্নী কালীঘাটে বুক চিবে মাথাষ ও হাতে ধুনো পোড়াতে
 গ্যালেন - শেষে এক জন ভূতচালা আনা হয় ।

ভূতচালার ভূতের ডাক্তারি পর্য্যন্ত কবা আছে । আজ
 কাল ছ এক বাঙ্গালী ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেসেন্টের বাড়ি
 ভূত সেজে দ্যাখা দ্যান - চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক
 সহিত মনারি গারে কখন বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল
 মস্তকের বদলে চার পাঁচ জন রোজায় খবা খবি করে আস্তে
 হয় । এঁরা কল্কেতা মেডিকেল কলেজের একজুকেটেড্ ভূত ।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আসবাব
 প্রোগ্রাম স্থির হলো - আজ সন্ধ্যাব পবেই ভূত নাক্সেন,
 পাড়ার ছ চার বাড়িতে খবর দেওয়া হলো - ভূত মনের কথা
 ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে । ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যাল, কুটিও-
 বালাবা ঘরে ফিলেন - বাবকট্কাবা বেকলেন, বিগ্রহরা উত্ত-
 রাড়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) সেতল খেলেন, গীর্জের
 ঘড়িতে চং টাং চং করে নটা বেজে গ্যাগে গুম কবে তোপ্
 পড়লো । ছেলেরা “বোম্কালাী কল্কেতাওয়ালী” বলে
 হাত তালী দে উঠলো - ভূতনাবানো আসবে নাবলেন ।

আমাদের প্রতিবাসী, ভূত নাবানোব কথা-প্রমাণ ও
 বাড়ির গিন্নিদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন
 কন্তে ক্রটি করে নাই ; বড় বাজাবের সমস্ত উত্তমোত্তম
 মেঠাই , কীরের নানা বকম পেয় ও লেহ্যবা পদাৰ্পণ করেন -

বোধ হয়, আমাদের মত প্রকৃত কলাবের দশ জনে তাঁদের শেঁষ কত্তে পারে না, বোজা ও তাঁর ছুই চোলায় কি কর্কেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটা পীড়ের বসে ঘরেব ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগলেন—অনেকের আপাদ মস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—ছুই এক জন কলেজ বয় ও মোটা মোটা লাটিওয়াল। নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মে ছিলো, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গ্যালে।

রোজার সঙ্গে ছুটি ছ্যালানাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাশিশ ভূত দ্যাখবার উমেদার উপস্থিত, হুতরাং ভূত প্রথমে আস্তে অস্বীকার করেছিলেন, তত্পলক্ষে বোজাও “কাল ও কুশানীর” উপলক্ষে একটু বজুতা কত্তেভোলেন নাই—শেষে দর্শকদেব প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘবেব আলো নিরিখে অন্ধকার করবার সম্মতিতে রোজা ভূত আনুতে রাজি হলেন—চালারা খাবাব দাবাব সাজানো খালা ঘেঁশে বসলেন, দরজার হড্‌কো পড়লো—আলো নিবয়ে দেওয়া হলো, রোজা কোশা কুশী ও আসন নিয়ে শুজাচাবে ভূত ডাক্তে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আডক্ট হয়ে—বারোইয়ারিব শুদমজাং সংগুলির মত অন্ধকাবে বসে রইলেম্।

পাঠক! আপনার স্বরণ থাক্তে পাবে, আমবা পূর্কেই বলেচি, যে আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্নীব ভয় নিবারণেব জন্য একটা ছোট জয় ঢাকের মত মাছুলীতে ভূকৈলেশের মহাপুরুষের পায়ের ধুলো পুবে আমাদের গলার কুলিয়ে দ্যান—তা সওয়ায় আমাদের গলার গুটি বাবো রকমারি পদক ও মাছুলী ছিল, ছুটি বাগের নক্ ছিল আর কুমীরেব দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চামড়াও কোমবেব গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুব মত কবজ

ও তাবকেখরের উদ্দেশে সোণার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেব্যালা আমাদের একবার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পারে একটি চোবের সিঁদেব বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাধার পঞ্চানন্দেব একটি জট্ থাকে, জটটি তেল ও ধুলোতে জড়িয়ে গিয়ে বামছাগলের গলার নুন্নুড়ীর মত বুলতো, কিন্তু আমরা ইকুলেব অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যাম্‌বিসনেব দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক খানা ছাবান, হেডিংওয়াল কাগজে নাম সহ কবি ; তাতেই গুলেম্‌বে আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো, স্বতবাং তারেই কিছু পূর্বে ইকুলেব পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের চূর্দশা শুনে সে গুলি খুলে ফেলেছিলেম, আজ সেই গুলির আবার স্মরণ হলো, মনে কল্লেম যদি ভূত নাবানো সত্যই হয়, তা হলে সেগুলি পোরে আসতে পারে ভূতে কিছু কর্তে পার্কে না—এই বিবেচনা কবে সেই গুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওয়া গ্যাল না—সে গুলি আমাদের পৌত্ত্বেব ভাতের সময় একটা চাকব চুরি কবে, চুবিটি ধরবার জন্য চেষ্টাবও ক্রটি হয় নি—গিন্নি শনিবাবে একটা সুপুবি, পরমা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন, ন্যোপীব মা বলে আমাদের বহু কালের এক বুড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়—জান শুণে বলে দ্যায় যে “চোর বাড়ির লোক, বডকালও নয় বড সন্দরও নয়, শামবর্ণ মানুষটি একহাবা মাজারি গোঁপ, মাধার টাক থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে” জানের গোণাতে আমাদের ও চাকবটিকেই বোজায়, স্বতবাং চাকবকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, স্বতবাং সে মাহুলী গুলি পাওয়া গ্যাল না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠলো ।

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না এটিরও নিশ্চয় নাই—সে

দিন কল্কিতার ব্রাহ্ম সমাজের এক জন ডাইরেকটরের দ্বীকে ডাইনে পার-নানা দেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিরে কত কাড়ান কোড়ান, সরসে পড়া, জল পড়া ও লক্ষ্য পড়া দিতে, তবে ভাল হয়-অনেক ব্রাহ্মের বাড়িতে ভূত চতুর্দশীৰ প্রদীপ দিতে দেখা যায় ।

এ দিকে রোজা খানিক ক্ষণ ডাক্তে ডাক্তে ভূতের আসবার পূর্ক লক্ষণ হতে লাগলো, গোহাড়, টিল, ইট ও ছুতো হাড়ি বাড়িব চতুর্দিকে পড়তে লাগলো, ঘরের ভেতর গুপ-গুপ-কবে ঘ্যান কে নাচে বোধ হতে লাগলো, খানিক ক্ষণ এই বকম ভূমিকার পব মড়াস কবে একটা শব্দ হলো, ভূতের বসাব জন্য ঘবেব ভিতর বে পীড়ে খানা বাখা হয়ে ছিলো, শব্দে বোধ হলো সেই খানি দুটীর হয়ে ভেঙ্গে গ্যাল-রোজা মতরে বলে উঠলেন-শ্রীযুৎ এসেচেন ।

আমরা ছেলে ব্যালা আমাদের বুজো ঠাকুরমার কাছে শুনে ছিলাম যে, ভূতে ও পেতনীতে খোঁনা কথা কয়, সিটি আমাদেব সংস্কার বদ্ধ হবে গিয়েছিলো ; আজ তার পবীক্সা হলো-ভূত পীড়ে কাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কলেজ বয়েদের মলের দুই এক জনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের নাস্তিক ও কুশ্চান বলে ডাক্ দিলেন, শেষে ভূতত্ব নিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত দ্যাখাতে ক্রটি করেন নাই ; ভূতের খোঁনা কথা ও অপবিচিতের নাম বলাতেই বাড়িব কর্তা বড ভয় পেলেন, জোড় হাত করে (অজ্ঞকারে জোড় হাত দ্যাখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অজ্ঞকারে দিকি দেখতে পান, সুতরাং কর্মকর্তা অজ্ঞকারেও জোড় হতে কথা করে ছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) কমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সরমর্ডান্ট ওয়েল্লমের মত বা ধবেন,

তাব সম্মুখলক্ষ্যে নাকবে ছাফেন না, ^{পাতা} হুতরাং ^{আমরা} ^{বাক} ডাকবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় বস্ত্রি বাঁটায় আগত হুতন জামাইয়ের মত বৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কতে সম্মত হলেন, আমবাও পালাবার পথ আঁচঁতে লাগলেন ।

জুচীব চট্‌কানো ও চিবোনোব চপব চপর ও সাপ্টা, ফলারের হাপুব হপুব শব্দ ধামতে প্রায় আদি ঘণ্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ কবে গাঁও ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো, কুগীর বসিব ভূমিকার মত উকীব শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমে উকীব চোটে ভূতের বাক্‌বোধ হয়ে পড়লো—বসি! হুড হুড করে বসি! গৃহস্থ মনে কলেন, ভূত মহাশয় বুঝি বসি কলেন হুতরাং তাতাতাডি আলো আলিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চোলা ও রোজা খোদাই বসি কলেন, ভূত সবে গ্যাচেন—আমরা পূর্বে শুনি যে গে বস্তুর অগোচবে এক জন মেডিবেল কালেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে টাবটামেটিক্‌ মিশিরে দিয়া-হিলেন, রোজা ও চোলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দশা হুতরাং ভূতনাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিলো, সে টুকু উপে গ্যাল। হুতরাং শেষে আমরা এই হির কলেম যে, ইংরাজি ভূতদের কাছে দিশী ভূত খবরে আসে না ।

এ সওয়ার আমরা আরও হুচার জায়গায় ভূতনাবানো দেখেচি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, হুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, “ভূতনাবানো” ও “হোসেন খাঁ” কেবল জুজুরি ও হজুরের আত্মসম্বিক বলেই আমরা উল্লেখ করি ।

নাক্ কাটা বন্ধ ।

হরিতন্দ্র খুড়োব কথা মত—এ সকল প্রলয় জুরাচুবী
 জেনেও আমবা এক দিন সন্ধ্যার পর সিম্লে পাড়ার বন্ধ-
 বেহারি বাবু বাডিতে গেলুম, বেহারি বাবু উকীলেব বাড়ির
 হেড্ কারাণী—আপনাব বুদ্ধি ও কৌশল বলেই বাড়ি ঘর
 দোর ও বিষয় আশয় বানিয়ে নিয়েচেন, বাবো মাস ঘায়ে
 ঘোয়ে ফেরেন—যে বকমে হোক্ কিছু আদায় কবাই উদ্দেশ্য ।

বন্ধবেহারি বাবু ছেলে ব্যালায় নাতামহেব অম্নেই প্রতি-
 পালিত হইলেন, স্মতরাং তাঁব লেখাপড়া ও শাবীবিক তদ্বিবে
 বিলক্ষণ গাফিলী হয় । এক দিন মামাব বাড়ি খালা কন্তে
 কন্তে তিনি পাড়ুকোব ভেতর পড়ে যান—তাতে নাক্টি কোটে
 যায় স্মতরাং সেই অবপি সমবয়সীরা আদব কবে “নাক্ কাটা
 বন্ধবেহারি” বলেই তাঁবে ডাক্তো, শেষে উকীলবাডিতেও
 তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন । বন্ধবেহারি বাবুবা
 তিন ভাই, তিনি মধ্যম, তাঁব দাদা সেলবদের দালালী
 কন্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল । তিন
 ভাইয়েই কাঁচা পরসা রোজগার করেন, জীবিকা গুলিও
 রকমারী বটে, স্মতবাং নানাপ্রকার বদমায়েস পাজার থাক্বে
 বড বিচিত্র নয়—অল্প দিনেব মধ্যেই বন্ধবেহারি বাবুরা
 সিম্লে'র এক জন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠছিলেন, হঠাৎ কিছু
 সঙ্গতি হলে লোকেব মেজাজ যে রূপ গবম হয়ে ওঠে, তা
 পাঠক বুক্তেই পারেন (বিশেষত আপনাদের মধ্যেও কোন্
 না দুই এক জন বন্ধবেহারি বাবুর অবস্থার লোক না হবেন)
 ক্রমে বন্ধবেহারি বাবু ভদ্র লোকে'র পক্ষে প্রকৃত জোলাপ
 হয়ে পড়লেন ।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়িৰ প্যাৰদা ও মালী পৰ্য্যন্ত আইনবাজ হযে থাকে, স্ততবাং বন্ধবেহাবি বাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন তা পূৰ্বেই জানা গিয়েছিলো—আইন আদালতেৰ পৰামৰ্শ, জাল জানিয়াতেৰ তালিম, ইকুটিৰ বোঁচ ও কমন্লাৰ প্যাঁচে—বন্ধবেহাবি বাবু দ্বিতীয় শুভকৰ ছিলেন। ভদ্দৰ লোকমাত্ৰকৈ তাঁৰ নামে ভয় পেতে হতো, তিনি আকাশে কঁদি পোতে চাঁদ খবে দিতেপাবেন, হৰকে বয় ক'রেন, নয়কে হয় কবেন, এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুৱেৰ ঠুক চাচাও তাঁৰ কাচে পৰামৰ্শ নিতেন।

আমরা নক্সাবপৰে বন্ধবেহাবি বাবুব বাড়িতে পৌছিলাম আমাদেব বুড়ো ৰাম ঘোড়াটিৰ মध्ये মध्ये বাতপ্লেঘ্ৰাব অব হয়, স্ততবাং আমবা গাড়ি চড়ে যেতে পাৰি নাই, ৰাস্তা হতে এক জন কাঁকা মুটে ডেকে তাৰ কাঁকাৰ বসেই যাই, তাতে গাড়িৰু চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পাৰে। কিন্তু কাঁকা মুটে অপেক্ষা পাহাৰাওয়ালাদেব কোলায় যাওয়ার আবাম আছে—ছুংখৰ বিষয় এই যে, সেটা সব সময় ঘটে না। পাঠকরা অনুগ্রহ কৰে যদি ঐ কোলায় এক বাব সোযাৰ হন, তা হলে জগ্গে আৰ গাড়ি পাল্কী চড়তে ইচ্ছা হবো না, যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এব আবাম জানেন—যেন ইম্পীং-ওয়াল কোচ।

আমরা বন্ধবেহাবী বাবুব বাড়িতে আবও অনেকগুলি ভদ্ৰ লোককে দেখতে পেলোম, তাঁৰাও “সোণাকৰাব” বুজুৰুকী দেখতে সজ্জা হুয়েছিলেন। ক্ৰমে সকলেৰ পরস্পৰ আলাপ ও কথা বার্তা খামলে সম্মাসী যে ঘৰে ছিলেন, আমাদেবও সেই ঘৰে বাবাব অশুমতি হলো। সে ঘৰটী বন্ধ বাবুব বৈটক-খানাব লাগাও ছিল, স্ততবাং আমবা স্তত পাৰেই ঢুকলোম,

ঘরটি চার কোণা সমান, মধ্যে সম্মাসীবাগ্‌ছাল বিছিয়ে বসে-
চেন, সামনে একটা তিরশূল পোঁতা হয়েছে, পিতলের বাঘের
উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সামনে শোভা
পাচ্ছেন, পাশে গাঁজার হাঁকো—সিদ্ধির ঝুলী ও আগুনের
মালামা—সম্মাসীর পেছনে দুজন চালা বসে গাঁজা খাচ্ছে,
তার কিছু অন্তরে একটা হাপব, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিন্তে
পড়ে রয়েছে—তারাই সোণা ভইরির বাহ্যিক আড্ডার ।

আমাদের মধ্যে অনেকে সম্মাসীকে দেখে ভক্তি ও ভ্রম্ভার
আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন, অনেকে নিম্নগোচের
ঘাড নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়েব
পাঠশালের ছেলেদেব ন্যায় গণ্ডাব এণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে
হরিবোলে সায়েন—শেষে সম্মাসী ঘাড ন্যেড়ে সকলকেই
বসতে বলেন ।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্মের জন্ম হয়, তাঁরাই
ধন্য ! এই কঙ্ককাটা । এই ব্রহ্মদত্তি । এই রক্তদন্তী কালী—
এই শেতলা । ছেলেদের কথা দূরে থাকুক বুড়ো মিন্‌সেদেবও
ভয় পাইয়ে দ্যায় । সম্মাসী যে রমক সজ্জা গজ্জা করে বসে-
ছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দুসন্তান নাকেকেই
সেওবাতে হয়ে ছিলো ! হায় ! কালের কি মহিমা—সে দিন
যাব পিতামহ যে পাতরকে ইশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেছে—মুক্তিব
অনন্যগতি জেনে ভক্তি কবেচে, আজ তার পৌত্তব সেই
পাতরের ওপোর পাতুলতে শক্তি হচে না, রে বিশ্বাস ?
তোর অসাধ্য কর্ম নাই ! যার দাস হয়ে এক জনকে প্রাণ
সমর্পণ, করা যার, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবে-
চনা হয়, এব বাড়ী আব আশ্চর্য্য কি ! কোন্ ধর্ম সত্য ?
কিসে ইশ্বর পাওয়া যায় ? তা কে বলতে পারে ! স্তব্ধবাঃ

পূর্বে যারা ঘোরনাদী বজ্জে, জলে, মাটি ও পাথবে ঈশ্বর বলে
 পূজে গ্যাচে, তাবা যে নরকে যাঁবে, আর আমরা কি বুধবাবে
 ঘণ্টা ক্যাণেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড ন্যেডে কান্না ও গাওনা
 শুনে যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি ? সহস্র সহস্র বৎ-
 সবে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জানীবা যাঁরে পাবার
 উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি
 হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান কবি, সে
 কতটা নির্কুঞ্জিব কর্ম ?—ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কুশ্চান
 ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসাব বলে জানেন, তাবাও
 ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থি কবেন। আজ কাল যেখানে
 যে ধর্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্মই প্রবল।
 কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্তন
 হচে, ধর্মসমাজ, বীতি ও নিয়মও অ্যাড়াচে না। যে রান-
 মোহন রাঘ বেদকে মান্য করে তাব সূত্রে ব্রাহ্মধর্মের শবীর
 নির্মাণ কবেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এবই মধ্যে
 তাঁর শিষ্যবা সেটা অস্বীকার কবেন—ক্রমে কুশ্চানীভ ভণ্ড
 ব্রাহ্মধর্মের অলঙ্কার কবে তুলেচেন—আবও কি হয়। এই
 সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্র লোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে
 বিশ্বাস করেন না। যদি পবমেশ্বরের কিছু মাত্র বিষয় জ্ঞান
 থাকতো, তা হলে সাদ কবে “ ঘোড়াব ডিম ” ও “ আকাশ
 কুসুমের ” দলে গণ্য হতেন না। স্মতরাং এক দিন আমাবা
 তাঁবে এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগোঁয়ে জমিদার বলে
 ডাক্লেও ডাক্তে পাবি।

সন্ন্যাসী আমাদের বস্তু বলে অন্য কথা তোলাব উপ-
 ক্রম কচেন, এমন সময় বঙ্গবেহাবী বাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে
 প্রণাম কলেন—সে দিন বঙ্গবেহারী বাবু মাতার একটি জবীর

কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিবাহান “বেঁচে থাকুক বিদেশাগর চীবজীবী হয়ে” প্যেডে পাস্তিপুয়ে ধুতি ও ডুরে উডুনী মাত্র ব্যবহার কবে ছিলেন, আব হাতে একটি লাল রঙের রুমাল ছিল তাতে বিং সমেত গুটীকত চাবী কুলচে ।

বন্ধবেহারী বাবুব ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও স্যেক হ্যাণ্ড চুকলে পব তাঁব দাদা সম্মাসীকে হিন্দিতে বুজিয়ে বজেন যে এই সকল ভদ্রব লোকেবা আপনার বুজরুকী ও ক্যারামত দেখতে এনেচেন; প্রার্থনা—অবকাশ মত দুই একটা জাহীব কবেন—তাতে সম্মাসীও কিছু কর্তেব পব বাজী হলেন । ক্রমে বুজরুকীর উপক্রমণিকা আবস্ত হলো, বন্ধবেহারী বাবু প্রোগ্রাম স্থিব কলেন, কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে প্রথমে ঘটেব উপব হতে একটি জবাকুল তডাক কবে লাফিয়ে উঠলো—ঘটেব উপব থেকে জবাকুল বর্ষাকালেব কডকটো ব্যাংঙেব মত থপাস করে লাফিয়ে উঠলো, সম্মাসী তাব দুহাত তফাৎ বসে বয়েচেন—এ দেখলে হঠাৎ বিগ্নিত হতেই হব, স্তব্যাং ঘরগুজ লোক কাণিকক্ষণ অবাক হয়ে বইলেন—সম্মাসীর গম্ভীবতা ও দর্পভবা মুক্খানি ততই অহঙ্কাবে ফুলে উঠতে লাগলো । এমন সময় এক জন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত বজেন—মদ দুদ হয়ে যাবে, পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিস বলে যদি দর্শকেদেব সন্দেহ হয় তার জন্য সম্মাসী একটা নতুন সবায় সেই বোতলেব সমুদায় মদ টুকু চোলে ফেলেন, ঘব মদের সঞ্চে তর হয়ে গ্যালো—সকলেবই স্থির বিশ্বাস হলো এ মদ বটে ।

সম্মাসী নতুনসবার মদ চোলেই একটি হুঙ্কার ছাড়লেন, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁতকে উঠলো, বুড়োদের বুক গুর গুর

কন্তে লাগলো ; ক্ৰমে এক জন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কলে “ গুৰু ! এ কটোৱেমে ক'য়া হ'য ? ” সন্ন্যাসী, “ ছুন্দ হো ব্যোটা ! ” বলে তাতে এক কুশী জল ফ্যালবামাত্ৰ সৱাৰ মদ ছুদেৰ মত সাদা হ'বে গ্যাল—আমবাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম—এই ৱকম নানা প্ৰকাৰ বুজুৰুকী ও কাৰ্দানীৰ প্ৰকাশ হতে হতে বাস্তিৰ এগাৱোটা বেজে গ্যাল স্তুতৰাং সকলেব সন্মতিতে বন্ধ বাবুব প্ৰস্তাবে সে বাত্ৰেৰ মত বেদ-ব্যাসেব বিজ্ঞাম হলো , আমবা ৱাম ৱকমেব একটা প্ৰণাম দিয়ে একটা উল্লুক হয়ে বাড়িতে এলেম—একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদেব বাহন ঝাঁকা-মুটেটি বে ৱাং-কানা তা পূৰ্কে বলে নাই স্তুতৰাং তাব হাত ধৰে গুটি গুটি কবে উজ্জোন আদ ক্ৰোশ পথ ঠেলে তাকে কাঠেব দোকানে পৌচে বেথে তবে বাড়ি ঘাই, ছুংখেব বিষয় আবার সে বাত্ৰে বেরালে আমাদেব খাবাব গুলি সব খেয়ে গিয়েছিলো, দোকান গুলিও বন্দ হ'বে গ্যাচে স্তুতবাং ক্ষুধায় ও পথেৰ কটে আমৱা হত ভোম্বা হ'বে সে বাস্তিৰ অতিবাহিত কবি ।

আমবা পূৰ্কেই বলে এসেচি “ দশ দিন চোবেব এক দিন সোদেব ” ক্ৰমে অনেকেই বন্ধ বাবুব বাড়িৰ সন্ন্যাসীৰ কথা আন্দোলন কন্তে লাগলেন, শেষে এক দিন আমৱা সন্ন্যাসীৰ জুচ্চুবী ধন্তে স্থিৰপ্ৰতিজ্ঞ হয়ে বন্ধ বাবুব বাড়িতে গেলেম , পূৰ্ৰ দিনেব মত জবা জুল তড়াক্ কবে লাকিয়ে উঠলো, এমন সময় এক জন মেডিকেল কালেজ্জের বাজালা ক্লাশেৰ বাজাল ছাত্ৰ লাকিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীৰ হাত ধবে ফেলেন, শেষে হুড়ো মুড়িতে বেকুলো জবাকুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁব নখেৰ সঙ্গে লাগান ছিল ।

সংসাৱেৰ গতিই এই, এক বাৰ অনৰ্থেব একটা ক্ষুজ্ৰ ছিজ

বেকুলে ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে, বাবুলী বাঁধা জবাকুল ধরা পড়তেই সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর ভুবড়া ভুবড়ির খানা তন্নাসী কস্তে লাগলেন, এক জন ঘূর্ত্তে ঘূর্ত্তে ঘরের কোন থেকে একটা মবা পাঁটা বাহির করলেন। সন্ন্যাসী এক দিন ছাগল কেটে প্রাণ দান দান, সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না প্যেরে ঘরের কোণেই (ফোরওবালা মেজে নয়) পুতে রেখে ছিলেন, তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে নাটি চাপাতে পারেন নাই, পাঁটার একটি সিং বেরিয়ে ছিলো—সুতরাং এক জনেব পায়ে ঠাকাতাই হুস্কানে বেকুলো। সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে ছুদ্ করে ছিলেন, সে দিন তারও জাক ভেঙ্গে গ্যালো, সেই মজলিসের এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বলেন, যে আমিরিকান বম (মার্কিন আনিস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা হুদের মত হয়ে যায়। এই বকম ধর পাকডের পর বন্ধবেহাবী বাবুও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত কবে, আমরা রৈ বৈ কবে ঘবের ছেলে ঘবে ফিবে গেলেম, হবিতন্দব খুড়ো সন্ন্যাসীব পেতলেব শিবটি কোড়ে নিলেন, সেটি বিক্রী কবে নেপালে চরম কেনেন ও তাঁবও সেই দিন থেকে এই বকম বুজুক সন্ন্যাসীদের ওপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপাবের যে রকম প্রাদুর্ভাব ছিল এখন তার অংশে আদ-শুণও নাই, আমরা সহবে কদিন কটা উর্দ্ধবাহ কটা অবধূত দেখতে পাই? ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মেব সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চুরীবও লাঘব হয়ে আস্চে, ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না সুতরাং উৎসাহদাতা বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুযায়িক প্রবঞ্চনা উঠে বাবে কিন্তু কল কেতা সহবেব এমনি প্রসব ক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্ছেন যে তাঁরা যাতে এই সকল

বদমাশিসী চির দিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্মের ভাঙ ও ভাঙা-
মোর প্রাচুর্য্য বাড়ে, সহস্র সংকার্য্য পায়ের নিচে ফাঁদে
তাব জন্যই শশব্যস্ত । এক জনরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু
তিনটিই পাগল, এক দিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে “মা।
তোমার গভ’টি দ্বিতীয় পাগলা গারদ” সেই রকম এক দিন
আমারাও কল্কেতা সহবকে “রত্নগভ’ ” বলেও ডাক্তে
পাবি—কল্কেতাব কি বড় মানুষ কি মহাবশু এক এক
জন এক একটি রত্ন ॥ এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচকে
মজলিসে হাজির কল্পেম ।

বাবু পদ্মলোচন দত্ত—

ওরফে

হঠাৎ অবতার ।

বাবু পদ্মলোচন ওরফে হঠাৎ অবতার ১১১২ সালে তাঁর
মাতামহ নাউপাড়ামুঘুলীৰ মিত্তিরদের বাড়ি জন্ম গ্রহণ
কবেন, নাউপাড়ামুঘুলী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কারখা ও
ও ব্রাহ্মণের বাস আছে, গাঁয়েব জমিদার মজফ্ফর খাঁ,
মোহলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি ছুর্কমে বিবত ছিলেন ।
মোজা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখতেন—মানীৰ মান
রাখতেন ও লোকেব খাতির ও সেলামাল্‌কীর গুণা কতেন
না, ফাবশীতে তিনি বড় লয়েব ছিলেন, বাঙ্গালা ও উর্দুতে
ও তাঁব দখল ছিল, মজফ্ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন
বটে কিন্তু ধোপা নীপিত বক করা, হঁকা মারা, ঢালা ফালা
ও বিয়ে ভাঠির হকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির
বাবুদের ওপোরই দেওয়া হয় । পূর্বে মিত্তিব বাবুদের বড়

‘জল’ জ্বলাট ছিল, মধ্যে পবিবাবেব অনেক মবে যাওয়ার ভাগা ভাগা ও বহু গুটি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিলো কিন্তু নিঃসত্ত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মানের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয়নি ।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকেব জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন—হঠাৎ মেঘাডম্বব কবে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড় ঘরের দরজায় সমস্ত বাস্তব বসে ফৌস ফৌস করে আর বাড়ির একটি পোসা টিয়ে পাখি হঠাৎ মবে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে; পদ্মলোচনের পিতা-মহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা কবে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পব্বাব একখানি লাল পেড়ে সাড়ী দাইকে বুকুসি দ্যান । অভ্যাগত ঢুলি ও বাজন্দবেবাও একটি শিকি আব এক হাঁড়ি নাবকেল নাড়ু পেয়েছিলো । ক্রমে মহা আনন্দে আটকোড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেবা “আটকোন্ডে বাট কোন্ডে ছেলে আছ ভাল, ছেলেব বাবাব দাড়িতে বসে হাথ” বলে কুলো বাগিয়ে কুটকডাই, বাতাসা ও একএক চকচকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো । গোতাগাড থেকে একটা মবা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড় ঘরের দরজায় বেখে “দোরঘটী” বলে হলুদ ও দুর্কো দিয়ে পূজা করা হলো । ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দ ওলার ষষ্ঠীব পূজা দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হব ।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন নাড়তে লাগলেন । গুলী দাণ্ডা, কপাটি কপাটি, চোর চোব, তেলী হাত পিছলে গেলী প্রভৃতি খ্যায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়লেন । পাঁচ বছরে হাতে খড়ি হলো, গুরু মশায়ের ভরে পদ্মলোচন পুকুর পাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন,

পেট কামডানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশিলে রোগেরও অভাব রইলো না ; ক্রমে কিছু দিন এই রকমে যার, এক দিন পদ্মলোচনের বাপু মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গ্যালেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে মলেন হুতরাং মাতামহ মিত্রিরদের ভিটে পুরুষ শূন্য প্রায় হলো ; জমি জমা গুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদাবে কতক ছিলে ফেলে, কতক খাজনা না দেওয়ার বিকিয়ে গ্যাল, হুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতবশেব ওপোর নির্ভব কন্তে হলো। পদ্মলোচন কলকাতায় এসে এক বাঁসাডেদের বাঁসায় পেটভাতে ফাই করমাস, কাপড় কোচানো ও বুচী ভাজা প্রভৃতি কর্মে ভর্তি হলেন,—অবকাশ মত হাতটাও পাকান হবে—বিশেষতঃ কুঠেলবা লেখা পড়া শেখাবেম প্রতিশ্রুত হলেন।

পদ্মলোচন কিছু কাল ঐ নিয়মে বাঁসাডেবদের মনোবঞ্জন কন্তে লাগলেন, ক্রমে দু এক বারুব অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাখালো মাখালো জায়গায় উমেদাবি আবস্ত করলেন। মহরের যে বড় মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্বত্রই লোকাবণ্য দেখতে পাবেন, যদি ভিতবকাব খবর ন্যান্ তা হলে পাওমাদার, মহাজন, উঠনোওয়ালা, দোকানদার, উমেদাব, আইবুডো ও বেকার কুলীনের ছেলে বিস্তব দেখতে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়েব মধ্যে একটা বাড়লেন, ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গড়ুরেব মত উমেদাবিতে অনববত এক বৎসব হাঁটা হাঁটি ও হাজিরের পর দু চার খানা সই সুপারিস্ ও হস্তগত হইলো, শেষে এক সদয়হৃদয় মুহুন্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সবকারী কর্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্ট ভোগের একশেষ কবেছিলেন, তদ্র লোকের

ছেলে হয়েও কাপড় কোঁচান, লুচী ভাজা, বাজার কৰ্বা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কতে হয়ে ছিলো ; ক্রমশ লুচী ভাজতে ভীজতে ক্রমে লুচী ভাজার তিনি এমনি তইরি হয়ে উঠলেন যে তাঁর মত লুচী অনেক ঘটক ও মেঠা-ইওয়ালার বামুনেও ভাজতে পাত্তো না। বাসাঁড়েরা খুসি হয়ে তাঁবে “মেকর খেতাব দ্যায়, স্মৃতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষা কথায় বলে “যখন যাব কপাল ধবে———” যখন পড়তা পড়তে আবস্ত হয়, তখন ছাইমুটো ধজে সোণা মুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফলতে আবস্ত হলো—মুচ্ছুদ্দি অনুগ্রহ কবে সিপসবকাবী কর্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজাব চালাকী ও কাজেব হসিয়া-বিত্তে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট করবার অবসব খুঁজতে লাগলেন—একমনে সেবা কলে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে তপস্যা কবে অনেকে হিন্দুদেব ভূতের মত ভয়ানক দেবতা গুলোকেও প্রসন্ন কবেচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হখে তাঁব ভাল কর্কাব চেটায় রইলেন, এক দিন ইউসের সদরমেট কর্ষে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দিকে অনুবোধ কবে পদ্মলোচনকে সেই কর্ষে ভস্তি কলেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি কিন্তু সদরমেট হয়ে লেখানে থাকা আব ভাল দ্যাখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘব প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁবে অধিক দিন থাকতে হলো না। তাঁব অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচীব ফোসকাব মত ফুলে উঠলো—বেব জল পেলে কনেরা

ব্যাগন ফ্যেপে ওটে, তিনিও তেমনি কাঁপতে লাগলেন।
ক্রমে মুচ্ছুন্দির সঙ্গে সারয়েবদের বড় একটা বনিবনাও না
হওয়ার মুচ্ছুন্দি কৰ্ম ছোড়ে দিলেন স্বতরাং সারয়েবদের অমুগ্র-
হধর পদ্মলোচন বিনা টাকার মুচ্ছুন্দি হলেন।

টাকার সকলই করে। পদ্মলোচন মুচ্ছুন্দি হবামাত্র অব-
স্থা পরিবর্তন বুজতে পালেন, তার পব দিন সকালে সেই
খেলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগলো—উমেদাব,
দালাল, প্যায়দা, গদিওয়াল ও পাইকেবে ভরে গ্যাল, কেউ
পদ্মলোচন বারুকে নমস্কার কবে হাঁটুগেড়ে জোডহাত করে
কথা কয়, কেউ “আপনার সোণাব দোত কলম হোক”
“লক্ষপতি হোন” “সবৎনবের মধ্যে পুতুর সন্তান হোক”
“অমুগতের হজুব ভিন্ন গতি নাই” প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচ-
নকে তুচ্ছল পঁউকটি হতেও কোলাতে লাগলেন—ক্রমে
ছরবস্থা ছকুবে লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে মুকুলেন—
অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যবতী বারাজনা
সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কলেন, হজুকদারেবা আজ কাল
“পদ্মলোচনকে পায় কে” বলে ঢ্যাড়্‌বা পিটে দিলেন, প্রতি-
শ্রুতি—রেও বায়ুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সোজে এই
কথাটি সর্বত্র ঘোষণা করে ব্যাডাতে লাগলেন—সহরে টিচি
হয়ে গ্যাল—পদ্মলোচন এক জন মন্ত লোক।

কল্কেতা সহবে কতকগুলি বেকাব “জয়কেতু আছেন”
যখন যার নতুন বোলবলাও হয়, তখন তাঁবা সেইখানে
মেশেন, তাঁকেই জাতের প্রেষ্ঠ দেখান ও অনন্য মনে তাঁবই
উপাসনা করেন, আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে
পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন, আমবা
জ্যেলেব্যালা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে ‘ছাদন দড়ি ও গোড়া

বাড়ির" গল্প শুনেছিলাম, এই মহাপুরুষরা ঠিক সেই হাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি। গল্পে আছে “রাজপুত্রুর জিজ্ঞাসা কলেন, হাঁদনদড়ি গোদা বাড়ি! এখন ভূমি কার?” — “না আমি যখন যার তখন তার।” ভেদনি হুতোম প্যাঁচা বলেন সহবে জয়কেতুরাও “যখন যার তখন তার” ॥

জয়কেতুরা তত্ত্ব লোকের ছোলে, অনেকে লেখা পড়াও জানেন তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী না। এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনসনে ও ব্রোকই বিস্তর। বহু কালের পর পদ্মলোচন বাবু কলকাতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ-বৎসর হলো সহরেব “হঠাৎ বাবুব” উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন “জয়কেতু” মোসাহেব, “ওস্তাদজী” ‘ভড্জা’ “ঘোষজা” “বোসজা” প্রভৃতি বরাধুরেরা জোয়াবের বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে ব্যাড়া-ছিলেন, স্বতরাং এখন পদ্মলোচনের “তর্পণের কোশায়” জুড়াবার জায়গা পেলেন।

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে কাঁপিয়ে তুললেন, পড়-তাও ভাল চলো—পদ্মলোচন অ্যাম্বিসনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদেব মত গাঢ়াকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুব মুকোম পবে সংসার রসভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পার্কুলো খান—পা চাটেন—দলাদলীর ও হিন্দুধর্মের ঘোঁট করেন—বৈঠকরণ বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিংপেপার; পদ্মলোচনের জোরদণ্ড প্রতাপ। বৈঠকখানার ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউজিটীর সময় গবর্ণমেন্ট যেমন দোচোকোত্রত ভল্টিয়ার জুটিয়ে ছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কতে বাকি রাখলেন না, এলিয়াটিক মোসাইটির মিউজিয়মের মত

বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যাস্ত !!!

বাল্মীকী বদমায়েস ও ছুর্কুজির হাতে টাকানা থাকিলে সংসারের কিছু মাত্র কতি কন্তে পারে না, বদমায়েসী ও টাকা একত্র হলে হাতি পর্য্যন্ত মাঝা পড়ে সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেটো বাঁড়ুজ্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা জান! পদ্মলোচনও পাঁচ জন কুলোকেব পরামর্শে বদমায়েসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকেব নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিটা-কাবি কবা তাঁর কাজ হলো। ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোড়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কন্তে লাগলেন, পাবিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কন্তে লাগলো, বাজে লোকে “হঠাৎ” অবতার খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্রব লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক হয়ে—ক্র্যাপ দিতে লাগলেন!

পদ্মলোচন স্বার্থই মনে মনে ঠাউবে ছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীত কিংবা ঈহদিদের ভাবী মেসায়ী—তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজুকী পর্য্যন্ত দেখাতে ক্রটি করেন নাই।

বিলাতি জুজেন্স ক্রাইষ্ট-এক টুকরো রুটিতে এক শ লোক খাইয়ে ছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কন্তেন। হিন্দু মতের কেউও পুতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করে ছিলেন। পদ্মলোচন আপনাবে অবতার বলে মানাবার জন্য সহরে হজুক তুলে দিলেন যে, “তিনি এক দিন বারো-জনের খাবাব জিনিষে এক শ লোক খাইয়ে দিলেন,” কাণা খোঁড়ারা সর্কদাই হাতা বেড়ীর ধ্বজ বজ্রাকুশ যুক্ত পদ্মহস্ত পাবার প্রতীকার দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ি বুড়ি নাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিজে “হাতবুলানো” পাইয়ে আনে—প্রভৃতি

মানাবিধ বৃজরুকী প্রকাশ কতে লাগলেন। এই সকল শুনে, চতুর্পাঠীওয়াল। মহাপুরুষবা মরকেব শকুনির মত নাচতে লাগলেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর নাগরও কেঁপে ওঠেন—অন্যর কি কথা। ময়রার দোকানে যত রকনারি মাছি, বসন্তি বোলতা আর ভেঁড়ুয়ে ভেঁমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেখায় পদার্থ হীন উই পোকারা—আনুসাড়ে আকুল্লোর দল, আর দু একটা গোড়িমওয়াল। ফচ্কে নেংটী ইঁছব মাত্র।

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ্ যে রকম গরম হয়, এক দম নীজাতেও তত হয় না, “হঠাৎ অবতার” হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিরুত্তি হবে তাবও সম্ভাবনা কি। কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা সহরেব একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুলে হাজাব তুডি পড়ে—তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘব কেঁপে ওঠে। ওরে! ওবে! ওরে! হজুব ও “যো হকুমাব” হজা পড়ে গ্যালো, ক্রমে সহরের বড় দলে খবর হলো যে, কল্কেতাব ন্যাচর্যাল হিষ্টীব দলে একটি নম্বরে বাড়লো।

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কতে লাগলেন, অবস্থাব উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিনলেন, সহরের বড় মানুষ হলে যে সকল জিনিস্ পত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সম্ভাব্ আঙ্গীর ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিস্ সংগ্রহ করে জাগার ও উদব পুরে কেলে, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখলেন।

বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোনাখের মধ্যে গণ্য, অনেক বড় মানুষ

বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়ি গুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রইয়েচে—সেই তেতলী কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর গ্যামন কিছু কাজ হয় নি বা দোখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ কবে। কল-কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজডাণ্ডা বাড়িতে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আনন্দা দাওয়ান মুছদিবা যেমন হজুবদের হয়ে বিষয় কর্ম দেখেন,—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইন মত অর্পায়, স্ত্রীরাও তাঁরা ছাড়বেন কেন।—এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান, স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে ঢাকী বন্ধ কবে বাইরের বৈঠকখানায় মাঝে রাতি রাঁড় নিয়ে আমোদ কবেন, তোপ পড়ে গ্যালে করসা হবার পূর্বে গাড়ি বা পাল্কী করে বিবি সাহেব বিদায় হন—বারু বাড়ির ভিতবে গিয়া শয়ন করেন—স্ত্রীও ঢাকী হতে পবিত্রাণ পান। ছোকরা গোছেব কোন কোন বারু বাপ-মার ভয়ে আপনার শোবার ঘবে এক জন চাকোব বা বের্যারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকোব দরজায় খিল দিয়ে ঘবের মোজ্যের শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসী পাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্য রাত্তির কোটে ঘোলে বারু আমোদ লুটে ফোবেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় যা মারেন, চাকব উঠে দরজা খুলে দিবে বাইবে যায়, বারু শয়ন কবেন—বাড়ির কেউই টোয় পার না যে বারু রাত্তিরে ঘবে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছোলে ব্যালা থেকে “ধর্ম যে কাব নাম তা শুনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক কতক গুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল; তারা যে এই রকম পণ্ডবৎ কদাচারে রত থাকবে

এ বড় আশ্চর্য্য নয়। কল্কেতা সহর এই মহাপুরুষদেব জন্য, বৈশ্যাসহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশী নাই, যেথায় প্রতি বৎসক বেশীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বই কম্চে না। এমন কি এক জন বড় মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের স্ত্রন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস কববার যো নাই, তা তলে দশ দিনেই সেই স্ত্রন্দরী টাকা ও স্বেব লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন স্ত্রন্দরী বাবুব মন-স্বামনা পূর্ণ না কর্কে তত দিন দেখ্তে পাবেন বাবু অষ্ট প্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বাবাগাতেই আছেন, কখন হাঁস্চেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসাবা কবে দ্যাখাচ্ছেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তাঁরা যত দিন তাঁবে বাবুব কাছে না আন্তে পার্কেন, তত দিন মহাদায়গ্ৰস্ত হয়ে থাক্তে হবে, হয় ও সেকালের নবাবদেব মত “জান বাচ্ছা এক গাড” হবার হুকুম হয়েচে। ক্রমে বলে কোশলে সেই সাঙ্গী জী বা কুমাবীর বর্ষ নষ্ট কবে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজাবে কশর করাই তাব অনন্য গতি হয়ে পড়ে। শুধু এই নয়; সহরের বড় মানুষবা অনেকে এসনি লম্পট যে, ‘জী ও রক্ষিত মেয়ে মানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নবাবম রাক্ষসদের কাস কুধার নিরুত্তি হয় না—শেষে ভগ্নি ভাগনি—বউ ও বাড়িব ঘুবতী মাদ্রেই তাঁর ভোগে লাগে—এতে কত সতী আত্মহত্যা কবে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেস্ জানি অনেক বড় মানুষের বাড়ি মাসে একটি কবে জ্বণহত্যা হয় ও রক্তকবলেব শিকড়, চিত্তেব ডাল ও করবীর ছালের, হুন তেলের মত উঠ্ণো বরাদ্দো আছে। যেখানে হিন্দুধর্ম্বেব অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও তজ লোকেব

অধিক কুংসা, প্রায় সেখানেই ভেতর বাগে উদ্যোগ এলো
কিন্তু বাইরে পাদে গেরো !

হাথ ! বাদের ক্ষম গ্রহণে বঙ্গভূমির ছুরবন্দা দূর হবার
প্রত্যাশা করা যায়, যাবা প্রভুত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজা-
তিসমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কাষমনে বসে নেবে, না !
সেই মহাপুরুষবাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের
আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আকস্মিক বিষয়
কি আছে ! আজ এক শ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এ
দেশে এসেছেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্তন
হয়েছে ? সেই নবাবী আমলের বড় মানুষ কেতা সেই
পাকানো কাচা সেই কোচান চাদর, লপেটা জুতো ও নান্দবা
চুল আজও দ্যাখা যাচ্ছে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে
পরিবর্তন দ্যাখা যায়, কিন্তু আমাদের হজুবেরা যামস তেম-
নিই রয়েছেন ! আমাদের ভবসা ছিলো কেউ হঠাৎ বড়
মানুষ হলে বিফাইও গোছেব বড় মানুষের নজীর হবে কিন্তু
পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূল নির্মূল হয়ে
গ্যালো—পদ্মলোচন আবার ককিন চোবের ব্যাটা ম্যাক্‌মাবা
হয়ে পড়লেন ; ককিন চোব, মবা লোকের কাপড় চোপড় চুরি
কতো মাত্র কিন্তু তার উত্তরাধিকারী মরা লোকের কাপড়
চোপড় চুরি করে শেষে—বাড় রেখে অবধি পদ্মলোচন
জীর সহবাস পরিত্যাগ করেন, জী চবে খেতে লাগলেন, পূর্ন
সহবাস বা তাঁর হাত যশে পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে
হয়েছিলো ; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠলো স্বতবাং তাঁর
বিবাহে বিলক্ষণ ধুম ধাম হবার পবামর্শ হতে লাগলো ।

ক্রমে বড় বাবুর বিয়ে উজ্জ্বল হতে লাগলো, ঘটক ও
ঘটকীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখতে ব্যাড়াতে লাগলেন—

“কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোস্তব থাকবে ” এমনটি শীগগির ঘুটে ওটা সোজা কথা নয় ; শেষে অনেক বাছা গোছা ও দ্যাখা শোনার পর সহরের আগড়োঁস ভোঁম সিলির লেনের আআরাম মিত্তিরের পোস্তুরীরই কুল কুটলো । আআরাম বাবু খাস হিঁদু কাপ্তে- নীর কর্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কবেছিলেন, আআরাম বাবুব সংসারও রাবণের সংসার বজ্র হয়, সাত সাতটি রোজ- গেরে ব্যাটা, পরীব মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে শুটি চাক্রিশ পোস্তুর পোস্তুরী, এসওয়ার ভাগনে জামাই ফুটু বু সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজিগিজ করে—স্বতরাং সর্বগুণাক্রান্ত আআরাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবাব উপযুক্ত স্থির হলেন, শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্যাদা মত পত্রের বিদেয় প্যেলেন, বাজতাত ও ষটকেবা ধন্যবাদ দিতে চল্লো, বিয়েব ভাবী ধুম ! সহরে হজুক উঠলো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক, ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু অ্যাতো নয় ।

দিন আসচে ; দেখতে দেখতেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহেব দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়ে বাড়িতে নহবত বসে গ্যালো, অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁঠ বাদান শুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোণার লোহা ও ঢাকাই সাড়িওয়ালো ছ লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদলে বিতরণ হলো, বড় মানুষদের বাড়িতেও শাল ও লোণাওয়ালো লোহা, ঢাকাই কাপড়, গাঁদড়া কদক, গোলাব ও আতব এক এক জোড়া শাল, সওগাত পাঠান হলো ; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজ-

দরে নই' বে শাল নেবো! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অস্বস্তি
হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিশ্বস্ত হয়েছিলেন স্বতরাং সে
কথা গ্রাহ্য করেন না। পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের
অধ্যক্ষেরা বলে উঠলেন—ব্যাটার অধীষ্টে নাই।

এ দিকে বিয়েবাড়ী নাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোব
বালা লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দী! পরা চাকরেবা ঘুরে
ব্যাড়াচ্ছে, কোথাও অধ্যক্ষবা গড়ের বাজনা আনবার পরা-
মর্শ কটেন—কোথাও ববেব সজ্জা তৈরিব জন্য দুর্জীবা এক
মনে কাজ কটে—চাব দিকেই হৈ হৈ ও বৈ বৈ শব্দ—বাঁহুর
দেওয়া শালে সহবেব রাস্তার অর্ধেক লোকেই লালে লাল
হয়ে গ্যালো, ঢুলী ও বাজন্দবেবা তো অনেকেব বিয়েতেই
পুরাণ শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়ের
তদ্বর লোকও শাল পেয়ে লাল হয়ে গ্যালেন।

১২ ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিলো, আজ
১২ ই পৌষ; আজ বিবাহ। আমবা পূর্বেই বলেছি যে
সহরে চি চি হয়ে গিয়েছিল যে “পদ্মলোচনের ছেলের বিয়ের
পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ, স্বতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে
রাস্তার ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগলো, পাহারাওয়ালারা
অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চলবাব পথ করে দিতে লাগলো।
ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে কাগজের ও অক্ষরের
হাত ঝাড় পাঁজা ওর্নিড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে চলো, ঐ
রেশালার আগে আগে দুটি চলন্তী নবত ছিল, তার পেছনে
গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপোর হর
পার্কতী, নন্দী, ঘাঁড়, জুঙ্গী, সাপ ও নানা বকম গাছ—তার
পেছনে ঘোড়া পঁতুখী, হাতীপঁতুখী ও উঠপঁতুখী ও ময়ূব
পঁতুখী গুলির ওপোরে বারোজন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ

সওদাগর সাজা, ও ছুটি কবে ঢোল । তার আসে পাশে
 তর্কুতানামার ওপোব “মগের নাচ” “কিরীড়ীর নাচ”
 প্রকৃতি নানা প্রকার সাজা সং । তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল,
 চল্লিশটি জগবম্প ও গুটি কাইটেক্‌চাক্‌ মার রোষোনচৌকী—
 শানাই ভোড়ৎ ও ভেঁপু—তাব কিছু অন্তবে এক দল নিম-
 খাণী রকমের চুনোগলির ইংবাজি বাজনা । মধ্যে বাবুব
 মোমাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পাবিষদ, আক্সীয ও কুটুয়রা ।
 সকলেরই এক বকম শাল, মাথায রুমাল জড়ান, হাতে এক
 ঐক্‌ গাছি ইষ্টিক ; হঠাৎ বোধ হয় যেন এক কোম্পানি
 ডিক্‌জার্মড সেপাই । এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাস
 গেলাপ, ও রূপোর ডাণ্ডিতে রেসমেব নিসেন ধরা তকমা
 পরা মুটে ও ফুদে ফুদে ছোঁড়াবা, মধ্যে খোদ ববকর্ভা, গুরু,
 পুর্বোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্‌চাখ্যি ও
 আয়্যীয় অন্তবজরা, এব পেছনে রাজা মুখো ইংরিজী বাজনা,
 সাজা নায়েব তুরুক সওয়াব, ববেব ইয়াব বন্ধ, খাস দরও-
 য়ানরা, হেড খান্‌সানা ও রূপোব স্মখাসন খানীব চার দিকে
 মায় বাতি বেললঠন টাঙ্গান, সামনে রূপোব দশ ডোলে
 বসান ঝাড়, দুই পাশে চামব ধরা ছুটো ছোঁড়া, শেষে বরেব
 তোবজ, প্যাটবা বাড়ির পরামানিক, মোণার দানা গলায়
 বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তাব পেছনে বর-
 যাত্রীব গাড়িব সার—প্রায় সকল গুলির উপর এক এক চাকব
 ডবল বাতি দেওয়া হাত লঠন ধরে বসে যাচ্ছে ।

ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও নাগবার শব্দে লোকেব রজা ও
 অধ্যক্ষদেব মিছিলের চাঁৎকাবে কল্‌কেতা কাঁপুতে লাগলো,
 অপর পাডাব লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে'কলে
 ওদিকে তরানক আগুন ল্যেগে থাকবে, রাস্তার দুধার রাড়ির

জানালী ও বারাণ্ডা লোকে পুরে গ্যাল, বেশাবা “আহা.দিকি
ছেলেটি যেন চাঁদ।” বলে প্রশংসা কত্তে লাগলো, হন্তোম-
প্যাঁচা অন্তবীক থেকে নক্সা নিতে লাগলেন—ক্রমে বব,
কনেবাডি পৌছিল। কন্যাকর্তারা আদর ও সম্ভাষণ কবে বব
যাতোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাডাব মোতাতি বুড়ো ও
বওআটে ছোঁড়াবা গ্রামভাঁটির জন্য বরকর্তাকে ঘিরে
দাঁডালো—বর, সভার গিয়ে বসলেন, ভাটেবা ছড়া পড়তে
লাগলো, মেয়েবা বারাণ্ডা থেকে উকী মাতে লাগলো,
ঘটকবা মিস্তিব বাবু ও দত্ত বাবুব কুলজী আউড়ে দিলে;
মিস্তিব বাবু কুলীন স্ততবাং বজালী বেজেক্টবীতে তাঁর বংশা-
বলি বেজেক্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্ত বাবুর বংশাবলিটি
বানিয়ে নিতে হয়।

ক্রমে ববযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান কবে বিদেয়
হলেন, বব জ্বা আচারের জন্য বাড়িব ভিতব গোলেন, হাঁদনা
তলায় চারটি কলা গাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পীড়ে
রাখা হয়েছিল, বর চোবেব সত হয়ে সেই খানে দাঁডালেন,
মেয়েরা দাড়া গুয়া পান, ববণডালা. মঙ্গলেব ভাঁডওয়ালী
কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে ববণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উলু
উলুব চোটে বাড়ি সবগরম হয়ে উঠলো, ক্রমে মায় শাওডী
এধোরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাওডী বরের
হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন “হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা
কর ত বাপু” বর কলেজ বয় আডচকে এধোদের পানে
তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লঙ্কা ভাগ কচ্ছিলেন স্ততরাং
“মনে মনে কল্লেন” বল্লেন—অমনি সালাজরা কাণ মলে
দিলে, সালীরা, গালে ঠোনা মাল্লেন; শেষে গুড চাল তুক তাক
ও অণ্ডদ বিবুদ ফুললে, উচ্চুগু করবার জন্য কনেকে দালানে

নিরে বাওয়া হলো, শান্ত্রমত মস্ত পড়ে কনে উজ্জুগু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিরে সলেন, বরকে বাসরে নে বাওয়া হলো । বাসরটিতে আমোদের চড়াস্ত হয় । আমরা তো অ্যাতো বুড়ো হবেচি তবু এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়লে মুখ দে লাল পড়ে ও আবার বিরে কস্তে ইচ্ছে হয় ।

কমে বাসবের আমোদের সঙ্গেই কুবুদনাথ অন্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন একত তেজীরান হয়েও যেন তাঁর মান ভর্জনের জন্যই কোমল ভাব ধাবণ কবে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হান্তে লাগলেন, পাখিরা “ছি ছি কামোদদের কিছু মাত্র বাহ্য জ্ঞান থাকে না” বলে চেচিয়ে উঠলো, বায়ু মুচুকে মুচুকে হাঁসতে লাগলেন—দেখে ফ্রোথে সূর্য্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কলেন ; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদূবস্তরে পালিয়ে গ্যাল—বিরে বাড়ি বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগলো, হজুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্ তাকের পর বর কনের পাটছাঁড়া কিছু কণের পর খুলে দেওয়া হয় ।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আখ্যায় কুটুম্বা জুটে লাগলেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে বাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে নিলেন, এক কড়া দ্বদ দরজার কাছে আঙনের ওপোর বসান ছিলো কোনেকে সেই ছদের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো “মা! কি দেখ্‌চো? বল যে আমার মৎসার উত্লে পড়্‌চে দেখ্‌ছি” কনেও মনে মনে তাই বলেন । এ মওয়ার পাঁচ গিল্লিতে নানা রকম তুক্ তাক্

কলে পর ববকনে জিক্রতে পেলেন, বিয়ে বাড়ির কথা শুনে
গোল চুকলো—চুলীরা খোঁচা মদ খেবে আমোদ কতে
লাগলো অধ্যক্ষবা প্রলয় হিন্দু স্বতবাং একটা একটা আগা-
তোলা ছুর্গোমণা ও অ্যাক ঘটি গজাজল খোঁচা বিছানার
আড হলেন—বরকোনে আলাদা আলাদা গুলেন—আজ
একত্রে শুতে নাই, বে বাড়িব বড়গিল্লীর নতে আজকের
রাত—কাল রাত্তির।

শীত কালের বাস্তব শিগ্গীর যায় না, অ্যাক ঘুম, ছঘুম,
আবার প্রস্রাব কবে শুলেও বিলক্ষণ অ্যাক ঘুম হয়; ক্রমে
গুডুম কবে তোপ পড়ে গ্যালো—প্রাতঃস্নানে মেয়ে গুলো
বকতে বকতে বাস্তা মাখায় কবে যাচে—বুড়ো বুড়ো ভট্-
চাখিয়া স্নান করে “মহিষ, পারন্তে” মহিষ স্তব আওড়াতে
আওড়াতে চলেচেন। এ দিকে পদ্মলোচন বাঁড়ের বাড়ি হতে
বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত
আটাব সময় বেস্তালের থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু
সকালে আসতে হয়েছিল—সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো
বুড়ো দলপতিব অ্যাক অ্যাকটি রাঁড আছে এ কথা আমরা
পূর্বেই বলেছি, এদেব মধ্যে কেউ কেউ বাস্তব দশটাব পর
শ্রীমন্দিবে যান, অ্যাকেবারে সকাল ব্যালা প্রাতঃস্নান করে
টিপ তেলক ও ছাপা ক্যেটে, গীতগোবিন্দ ও তনব পরে,
হরিনাম কতে কতে বাড়ি ফেবেন—হঠাৎ লোকে মনে কতে
পারে শ্রীযুত গজাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়-
তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতি বাহিত হলে ভোরের
সময় বিদের দিয়ে স্নান করে পূজা কতে বসেন—যেন
রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরে ছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এনে জমলেন—মোনাছেবরা

“হজুব ! কল্কেতার অ্যামন বিয়ে হয় নি হবে না” বলে বাবুব ল্যাজ কোলাতে ল্যাগলেন ; ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কুল-শয্যাব তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদবে কনের বাড়িব চাকর চাকবানীদের অভ্যর্থনা করলেন, প্রত্যেককে একটি কবে টাকা ও এক খানি কবে কাপড় বিদেয় দিলেন । দলস্থ ও আত্মীয়বা কিছু কিছু কবে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও বেশা-লার লোকেরা বক্সিস পেয়েবিদেয় হলো, কোন কোন বাড়িব গিন্নিবা সামগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুবে পুবে শিকের টাঙ্কিয়ে রাখলেন, অধিক অংশ পচে গ্যাল—কতক্ বেবালে ও ইঁছুবে খেবে গ্যাল, তবু পেট ভবে খাওয়া কি কাবেও বুক বেঁধে দিতে পারলেন না—বড় মানুষদের বাড়িব গিন্নিবা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয় ; শেষে পচে গেলে মহাবাণীর খানায় ফোলে দেওয়া হবে সেও ভাল । কোন কোন বাবুবো এ দস্তাবটি আছে—সহবেব এক বড মানুষের বাড়িতে পূজাব সময় নবমীব দিন গুটি ঘাইটেক্ পাঁঠা বলিদান হবে থাকে , পূর্বে পবম্পরায সে গুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের হাডি বিতরিত হয়ে আস্চে, কিন্তু আজ কাল সেই পাঁঠা গুলি নবমীব দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয় ; পূজাব গোল চুকে গেলে পূর্ণিমাব পর সেই গুলি—বাডি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে , স্মৃতবাং ছয় সাত দিনেব মবা পচা পাঁঠা ক্যামন উপাদেয়, তা পাঠক । আপনিই বিবেচনা করুন । শেষে ব্রহ্মীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কন্তে ঘব হতে পরসা বাইব বন্তে হয় । আমবা যে পূর্বে আপনাদের কাছে সহবেব সর্দাব মুখের গল্প করেচি ইনিই তিনি !

এ দিক ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গ্যাল, পদ্মলোচন

বিধর কৰ্ম কন্তে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোঁল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে ত্যেরো পার্কন কাক দিতেন না; ঘোঁট পুজোতেও চিনিব নৈবিদ্বি ও শকের বাত্রা বরাক্কো ছিলো ও আপনাব বাড়িতে যে বকন ধুম করে পুজো আচ্ছা কন্তেন, বকিত মেয়ে মানুষ ও অনুগত দশ বাবো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো তেমনি ধুমে পুজো কবাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুডো বংশজের বিবাহ দিয়ে দ্যান। ইংবিজী লেখাপডার প্রাচুর্ভাবে, রাম-মোহন বায়ের জন্ম গ্রহণে ও সত্যেব জ্যোতিতে হিন্দু ধর্মের যে কিছু ছবগছা দাঁড়িয়ে ছিলো, তিনি কায়মনে পুমরায তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশেব ভালোর জন্য অ্যাক দিনও উদ্যত হন নি—গুড কৰ্মে দান দেওয়া দুবে থাকুক, সে বংসবের উত্তর পশ্চিমের সন্ধানক ছুর্ভিক্ষেও কিছু মাত্র সাহায্য করেন নি, ববং দেশেব ভালো করবাব জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কুশচান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন—এক শ বেলেজা বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর অঙ্গে প্রতিপা লিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত হয়। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, গুড নামটা সই কন্তে পায়েই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পবার স্থির সংকাব ছিল। সবস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না। ঊনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের জন্য সহরে কোন বডমানুষ তাঁব মত পবিত্রম স্বীকায করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদুক যত্ববান হন, তারো সম্ভাবনা নাই।

তিনি অ্যামন হিন্দু ধর্মের বাহ্যিক গৌড়া ছিলেন, অন্যান্য সংকর্মেও তাঁর ভেতন বিদ্বেষ ছিল ; বিধবাবিবাহের নাম শুনে তিনি কাণে হাত দিতেন—ইংরাজী পড়লে পাছে খানা খেয়ে কুশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরাজী পড়ান নি—অথচ বিদেশাগরের উপোর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই—বিশেষত শূত্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিলো, স্মৃতবাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও “ বাপুকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া ” ব দলেই পড়ে ।

কিছু দিন এই বকম অদৃষ্টচব লীলা প্রকাশ কবে আশী বৎসব বয়সে পদ্মলোচন দেহ পবিত্যাগ করেন—যত্নাব দশ দিন পূর্বে এক দিন হঠাৎ অবতাবের সর্কান্ন বেদনা করে । সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁবে শয্যাগত করে—তিনি প্রকৃত হিন্দু, স্মৃতবাং ডাক্তাবী চিকিৎসায় ভাবী ছেষ কতেন, বিশেষত তাঁর ছোলেব্যালা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল, ডাব্তরী অমুখ নাট্রেই মদ মেশান, স্মৃতবাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিবাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা কবান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে আত্মীয়রা কবিবাজ মশাইদের সঙ্গে পবামর্শ কবে শ্রীজী ৮ ভাগীবথী তটস্থ করেন ; সেখানে তিন রাত্রির বাস করে মহাসমাবোহে প্রারশ্চিত্তের পব সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন ।

পাঠক !, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদেব সঙ্গে বহু দূব এসেছেন । যে পদ্মলোচন আপনাদেব সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন, তাঁর শুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন অ্যামন নয়, সহরের বড়মানুষদেব মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সবেস ! যে

দেশের বড় লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতিব প্রার্থনা করা নিবর্থক । যাদের হাতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্বদাই পবিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা কবে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন, তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম করেন, তাব যথাক্রমে শাস্তি নবকেও ছুঁয়া পায় ।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থা দৃষ্টি কববেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলি নিরর্থক হবে ।

আলালের ঘবের ছলান লেখক—বারু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন “সহবেব মাতাল বহু কপৌ” কিন্তু আমবা বলি, সহবেব বড় মাহুষবা নানাকপৌ—আ্যাক আ্যাক বারু আ্যাক আ্যাক তরো, আমবা চডকেব নক্শায় সে গুলিব প্রায়ই গড়ে বর্নন কবেচি, এখন ক্রমশ তাবি সবিস্তার বর্নন কবা যাবে—তাবি প্রথম উঁচুদল খাস হিন্দু, এই হঠাৎ অবতারেব নক্শাতেই আপনাবা সেই উঁচুকেতার খাস হিন্দু দলেব চরিত্র জানতে পার্কেন—এই মহাপুরুষেবাই বিফবমেসনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গস্থ-মৌভাগ্যেব প্রলয় কণ্টক ও সমাজেব কীট ।

হঠাৎ অবতাবেব প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্ম পবিচয় দিবে নিবেছি, আমবা ক্রমে আবেব যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্শার মাজে মাজে সং সেজে আসবো—আপনাবা যত পাবেন, হাত্তালি দেবেন ও হাঁসবেন ।

মাহেশের স্নানযাত্রা ।



গুরুদাস গুঁই, সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্ত্রি ।
তিবিশ টাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজ-
গাবো আছে—গুরুদাসের চাঁপাতলাফলে একটা খোলাব
বাড়ি ছিল পবিত্রের মধ্যে এক বুড়ো মা বালিকা স্ত্রী ও
বিধবা পিসি মাত্র ।

গুরুদাস বড় সাধরচে লোক, যা দশ টাকা রোজগাব
করেন, সকলই খরচ হয়ে যায়, এমন কি, কখন কখন মাস
কাবারের পূর্বে গয়না খানা ও জিনিস্টে পত্তরটাও বাদা
পড়ে; বিশেষত আবেণ মাসে ইলিস মাহ ওটবার পূর্বে
ঢালা ফালা পার্কিং গুরুদাসের দু মাসের মাইনেই খরচ
হয়—ভাদ্র মাসের আরম্ভটি বড় ধুমে গ্যাচে, আর পিটে
পার্কিংও দশ টাকা খরচ হয়ে ছিল—ক্রমে স্নানযাত্রা
এসে পড়লো স্নানযাত্রাটি পরবের টেকা, তাতে আমো-
দের চূড়ান্ত হয়ে থাকে স্নানযাত্রা উপলক্ষে
গুরুদাস বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । মাঝা খাওয়ারও
অবকাশ বইল না; ক্রমে আবো পাঁচ ইয়ার জুটে
গ্যাল । স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তহির ও
পরামর্শ হতে লাগলো, কেবল দুঃখের বিষয়—চাঁপাতলার
হলধর বাগ—মতিলাল বিখেন ও হারাধন দাস, গুরুদাসের
বুজুম্ ফেঁও ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন হলো হলধর একটা চুরী
মাংলার গেরেস্তার হয়ে দু বছরের জন্য জেলে গোটেন, মতি
বিখেন মদ খেয়ে পাতকোব ভেতব পড়ে গিয়েছিল, তাতেই

তাঁর দুটি পা ভেঙ্গে গিয়েছে, আর হারামন গোটা কতকটা কাঁকাজি দেবার জন্য কবেশ ডাক্তার সবে গ্যাছেন, স্বতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নান যাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগলো, কিন্তু তা হলে কি হয়—সম্বৎসরের আমোদটি বন্দ করা কোন ক্রমেই হতে পাবে না বলেই নিতান্ত গমিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রার বাবাব আয়োজন কত্তে হয়।

এ দিকে পাঁচ ইয়ারের পবামর্শে সকল বকম জিনিষের আয়োজন হতে লাগলো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে এক খানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুর্বা, আনিস, রম ও গাঁজার তাঁর নিলেন। ব্রজফল্লুবা ও বেগুন ডাক্তার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবিখিলীব দোনা, মোন বাতি ও মিটে-কড়া তামাক ও আর আর জিনিষ পত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখলেন।

পূর্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেন, কলেব জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচখ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধবে, খ্যামটা ও বাঁইয়ের হাট ল্যেগে যেতো। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে বামও নাই সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতর, কাঁশাবি, কামাব ও গজবেগে মশাইবাই যা বেখেচেন, মাধ্য মধ্যে দু চাব ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নান-যাত্রার মান বেখে থাকেন, কোন হোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রার আমোদ কবেন বটে।

ক্রমে সে দিনটি দেখতে দেখতে গ্যাটলো, ভোব না হতে হতেই গুরুদাসেব ইয়ারবা সেজে শুজে তইবি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন, গোপাল এক জোড় লাল রঙের এককীং (মোজা) পাখে দিয়ে ছিলেন, পেতলের বড় বড়

বোম্বাই দেওয়া সবুজ রঙের একটি ফতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়ুনী তাঁব গায়ে ছিল, আর একটি বিলিতি পেতলের শিল আংটিও আঙ্গুলে পবে ছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিন্তে পারেন নাই বলেই স্বচ্ছ পায়ে আসা হয় । নবীনকে ফুলদার ঢাকাই খানি বহুকাল ধোপার রাঙি যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা বোধ হচ্ছিলো, নতুবা তাঁর চার অঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন নাত্র পাটতাক হযে ছিল—মেবজাইটিও বিলক্ষণ, ধোবো ছিল । ব্রজব সম্প্রতি ইয়ার্ডে' কর্ম্ম হয়েচে বয়সও অল্প, স্তব্ধতা আগো ভালো কাপড় চোপড় কবে উঠতে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজোব সময় তাঁব আই, ন সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে দায়, তাই পবে এসেছিলেন, সেগুলি আজো কোবা থাকায় তাঁবে দেখতে বড় মন্দ দেখায় নি । আরো তাঁর ধুতি চাদরের নেট নতুন বলেই হয়—বলতে কি, তিনিতো বেশী দিন পরেন নি, কেবল পূজোব সময় মণ্ডমি পূজোর এক দিন পবে গোকুল দাঁয়েব প্রতিমে দেখতে গিয়াছিলেন—ভালান দেখতে বাবাব সময় এক বার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভাবী বারোইষাবী পূজো হয়, তাতেই এক বার পরে গোপালে উডেব যাত্রা শুন্তে গেছিলেন—তা ছাড়া অমনি দিকের উপোর হাড়িব মধ্যে তোলাই ছিল ।

ইয়ারেরা আসবা মাত্র গুডদাস বিচ্ছেদ থেকে উঠে দাওয়ায় বসলেন । নবীন, গোপাল ও ব্রজও খুঁটি ঠাসান দিয়ে উপু হয়ে বসলেন । গুরুদাসেব মা চকমকী, শোলা, টিকে, ও তামাকের মেটে বাক্সটি বাই কবে দিলেন । নবীন চকমকী ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজলেন । ব্রজ পাত্‌কো তলা থেকে হুকোটি ফিরিয়ে এনে দিলেন সকলেরই এক এক বার

তামাক খাওয়া হলো। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত মুঁক ধুতে গ্যালেন; অ্যামন সময়ে বম্ বম্ করে অ্যাক পসলা ভারী বৃষ্টি এলো, উঠনের ব্যাংগুলো ধপ্ ধপ্ কবে নাপাতে নাপাতে দাওয়ায় উঠতে লাগলো; নবীন গোপাল ও ব্রজ তারি তামাক দেখতে লাগলেন। নবীন, একটা শখের গাওনা জুড়ে দিলেন।

“ শখের বেদেনী বলে কে ডাকলে আমারে ”

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থাব মত অস্থি। সর্দেই হাড়ে যাড়ে তাব ঠিকানা নাই—ক্রমে বৃষ্টি থ্যেমে গ্যাল গুরুদাসও হাত মুখ ধুয়ে এসেই মারে খাবাব দিতে বলেন, ঘরে অ্যামন তইরি খাবাব কিছুই ছিল না, কেবল পাস্তা তাত আব তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁব মা তাই চাবখানি মোটে খোঁবায় বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁব ইযাবেরা তাই বহমান কবে খেলেন।

পূর্বে স্থিৎ হয়েছিল, বাস্তিরেব জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নান যাত্রাটি যে বকম আমোদেব পবব, তাতে বাস্তিরেব জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন ব্যালা ছ পুরের পর মাহেশ পৌঁছুতে হয়, স্তব্বাৎ দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থিৎ হলো।

এ দিকে গির্জের ঘড়িতে টুং টাং, টুং টাং করে দশটা বেজে গ্যাল, নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে, পানতামাক খেয়ে, তোবডাতুবড়ি নিয়ে, ছুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁব মা এক খানি পাখা ও দুটি ধামি কিনে আনতে বলেন, তাঁব স্ত্রী পূর্কের বাস্তিরে একটি চিঙির করা হাঁড়ি মুনসি ও গুরিয়া পুতুল আনতে বৈলছিল, আব তাঁর বিধবা পিসির জন্য একটি খাজা কোয়াওলা ভাল কাঁঠাল, কলা কানাই বাঁশী ও কুলী বেগুন আস্তে প্রতিজ্ঞত হয়ে ছিলেন।

গুরুদাসের পোশাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি, তিনি এক বাঁনি সরেস গুলদার উড়ুনী পায় দিয়ে ছিলেন, উড়ুনীখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাটের কুচো বাঁদবার দরুন চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচা গেছলো—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটনের পিরান তাব ওপর বুলু রঙের একটি হাপ চায়নাকোট—তিনি “বেঁচে থাকুক বিদ্দেশাগর চিবজীবী হয়ে” পেড়ে এক শান্তিপূর্বে কবম্যেমে ধুতি পবেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও কপোব বক্লস্ দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছিলেন, সেখায় কেদার, জগ, হবি ও নারায়ণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা কবে ছিল, তখন সকলে একত্র হয়ে বজবার উঠলেন মাজিরা স্ট্রটকী মাছ, লঙ্কা ও কডাঘেব ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসে ছিল, জোয়াবো আসে নাই, স্নতবাং কিছু ক্ষণ নৌকা খুলে দেওয়া বন্দ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকোব ইঠেই আয়েস যুড়ে দিলেন গোপাল সন্তর্পনে জবাবির চৌপলেব শোলাব ছিপিটি খুলে ফেলেন, ব্রজ অ্যাক্ ছিলিম গাঁজা তইবি কস্তে বসলেন—আতুরী ও জবাবির চলেতে স্বল্প হলো, ফুলুরি ও বেগুণ ভাজীরা সে কালের সত্যী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহগমন কস্তে লাগলেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠলো—এ দিকে নারায়ণ ও কেদার বাঁয়ার সম্মতে—

“হেঁসে খেলে নেওরে বাছ মনেব স্বখে।

কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে।

তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,

তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে দ্যায় ট্যাঁকে।

তখন সুড়ো ছেলে দেবে ও চাঁদ মুখে।”

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ গাঁজার দম্ মেবে অড়িষ্ট, হয়ে
জোনাকি পোকা দেখতে লাগলেন, গোপাল ও গুরুদাসেব
কুর্তি দেখে কে ।

এ দিকে সহবেও স্নানযাত্রাব যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে
গ্যাছে, বুড়ী মাগী, কলাবউষেব মত আধ হাত ঘোমটা
দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে কনে বউ ও বুকেব কাপড় খোলা হাঁকবা
ছুঁড়িরা বাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখতে চলেচে, এমন কি
রাস্তায় গাড়ি পালকী চলা ভাব, আজ সহবে কেবাঙ্গী গাড়িব
ঘোড়ায় কত ভাব টানতে পাবে, তাব বিবেচনা হবে না,
গাড়ির ভেতব ও পেছনে কত তাংড়াতে পাবে, তাবি তকুরাব
হচ্ছে—এক এক খানি গাড়িব ভেতব দশ জন, ছাতে দুজন.
পেছনে এক জন ও কোচবাক্সে দুজন—একুনে গোনাব জন,
এ সওয়ায় তিনটি কবে আঁতুড়ে ছেলে ফাও । গেরস্তব মেয়ে-
রাও বডভাই, স্বশুর, ভাতার, ভাদ্ধব বউ ও শাশুড়ীতে একত্র
হবে গ্যাচেন, জগন্নাথব কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দা-
বন—অনেকেই কেই সাজবেন ।

গল্লাবও আজ চূড়ান্ত বাহার, বোট, বজবা, পিনেস ও
কলেব জাহাজ গিজ্ গিজ্ কচ্ছে, সকল, গুলি থেকেই মাং-
লামো রং, হাসি ও ইয়াবকিব গব্বা উঠচে, কোনটিতে
খ্যামটা নাচ হচ্ছে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশাব ভেঁা
হয়ে রং কছেন, মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেজাদে পুতুলেব
মত ও তেলের কুপোর মত শরীব, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টি-
কবচ, গলায় রুজ্জাক্বেব মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত
গুটি দশ মাছুলী ও কোমবে গোট, কিন্‌কিনে ধূতি পবা ও
পৈতের মোচ্চা গলায়—ঠৈমমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার
সরকাবা দালা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা ল্যেজে

ন্যাকামি কছেন; বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ ‘রাম’ কে ‘আম’ ও ‘দাদা’ ও ‘কাকাকে’ ‘দাদা’! ‘কাঁকা’ বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রক্তপূব অঞ্চলে ‘বিদ্যোৎসাহী’ কবলান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও ব্যালা চারটে অবধি পূজো করেন অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্য্যোদয় দেখেছেন কি না সন্দেহ ।

কোন পিনেসে এক দল সহরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরাজী ইস্পিচে লিড্‌নি মবের জাজ্জ হচ্ছে, গাওনার গুরে জল ও জমেন যাচ্ছে ।

কোন পান্সি খানিতে এক জন তিল কাঞ্চুনে নবশাখ বাবু মোসাহেব ও মেবে মানুষেব অভাবে পিস্তুতো ভাই, ভাগনে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁবা নাই, গোলাবি খিলি নাই, অ্যামন কি, একটা থেলো হুঁকোবও অপ্রতুল—তবু এমনি খোস্‌মেজাজ্—এমনি সক বে, পান্সির পাটাতমেব তক্তা বাজিয়ে গুন গুন কবে গাইতে গাইতে চলেচেন, যেমন কবে হোক কায় ক্রেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই ।

এ দিকে আমাদের নারক গুরুদাস বাবুর বজ্রবায় মাজি-দেব খাওয়া দাওয়া হয়েচে, ছুপবের নমাজ পাড়েই বজ্রবা খুলে দেবে, অ্যামন সময় গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বলেন “দেখ্ ভাই গুরুদাস। আমাদেব আমোদেব চূড়ান্ত হয়েচে, অ্যাকুটার জন্যে বড ফাঁক কাঁক দ্যাখাচ্ছে; সবই হবেছে, কেবল মেয়ে মানুষ না হলে তো স্নানযাত্রাব আমোদ হয় না, যা বল, যা কও”——অমনি কেদাব “ঠিক বলেছো বাপ।” বলে কথার খি ধবে নিলেন; অমনি নাবাণ বলে উঠলেন “বাবা যে নৌকৌ খানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষাষি, আমরা বেন বাবাব পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্ছি” ।

গুরুদাসের মেজাজ আলী হয়ে গ্যাছে, সুতরাং “বাৰ্ণাটিক” বলেছো। আমিও তাই ভাবছিলাম, তাই! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই করলে অ্যাকটা মেয়ে মানুষ নে এনো, আমি বাবা তাতে পেচপাও নাই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ” এই কথা বলতে না বলতেই নাবাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উঠলেন ও মাজিদের নৌকো খুলতে মানা কবে দিয়ে মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এ দিকে গুরুদাস, কেদার ও আব আব ইয়াবেরা চীৎকার করে—

“যাবি যাবি যমুনা পাবে ও রঙ্গিনী।

কত দেখ্‌বি মজা বিষ্ণুর ঘাটে শামা বামা দোকানী।

কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুবে ঘুনসী খাসা,

উভষেব পুর্বারি আশা, ও সোণামনি ॥”

গান ধবেচেন, অ্যানন সময় মেকিণ্টশ বরনু কোম্পানির ইয়ার্ডে'ব ছুতবেরা এক বোট ভাড়া কবে বাঁড নিয়ে আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল, তাবা গুরুদাসকে চিন্তে পেবে তাদের নৌকো থেকে—

“চুপে থাক্ থাক্ থাক্‌রে ব্যাটা কানায়ে ভাগনে।

গরু চবাস্ লাজল ধবিস্ এতে তোব র্যাতো মনে ॥”

গাইতে গাইতে হব্‌বে ও হবিবোল দিয়ে, সাঁই সাঁই করে বেবিযে গ্যাল, গুরুদাসেবাও দুইও হাত্তালি দিতে লাগলেন, কিন্তু তাঁব নৌকায মেয়ে মানুষ না থাকাতে সেটা ক্যামন ফাঁক্ ফাঁক্ বোধ হতে লাগলো। এ দিকে বোটওয়ালারাও চেপে দুইও ও হাত্তালি দিযে তাঁবে যথার্থই অপ্রস্তুত কবে দ্যো গ্যাল।

গুরুদাস নেসাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন, সুতরাং

ওরা ঠাট্টা করে আশে বেরিয়ে গ্যাল, ইটি তিনি বরদাস্ত কতে
পাঁজেন না, শেষে বিবস্ত হরে ইয়ারদের অপেক্ষা না কবে
টলতে টলতে আপনিই মেয়ে মানুষের সজ্জানে বেরুলেন,
দার ও আর আব ইয়ারেবা

“আর আর মকব গলাজল ।

কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে বাবো জল ।

গোলাপ ফুলেব হাতটি ধবে, চলে বাবো সোহাগ করে,
ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নেচে কম কমাবে মল ।”

গান ধরে গুরুদাসেব অপেক্ষায় বইলেন ।

ঘণ্টা ক্যণেক হলো গুরুদাস নৌকা হতে গ্যাছেন, অ্যামন
সময় ব্রজ, গোপালও ফিরে এলেন । তাঁরা সহরটি তন্ন তন্ন
করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথাও এক জন মেয়ে মানুষ
পেলেন না, তাঁদের জানত ও সহবের ছুটো গোছেব বাচ্চে
বাকী করেন নাই । কেদার এই খবর শুনে অ্যাকবারে মাথায়
হাত দিয়ে বসে পড়লেন, (জয়কেফো মুখুযোব জেলে জাও-
রাতে তাঁর প্রজাদেবো অ্যাতো দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে
রামেব কাটা মুণ্ড দেখে অশোক-বনে সীতে কত বা দুঃখিত
হয়েছিলেন ?) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধবে গুরুদাসেব
অপেক্ষায় রইলেন ।

হংপিঞ্জরের পাখী উড়ে এলো কাব ।

জ্বা করে ধবগো সখি দিয়ে পীরিতেব আধাব ॥

কোন্ কামিনীব পোষা পাখী, কাহাবে দিয়েছে ফাকী,

উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে শিকলীকাটা ধবা ভার ॥

অ্যামন সময় গুরুদাসও এসে পড়লেন—গুরুদাস মনে
করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়ে মানুষের সজ্জান নাই
পেলেন—তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যিই জুটিয়ে

ধাকবে, এ দিকে তাঁর ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তাঁরাই কোন মেয়ে মানুষের সন্ধান কতে পালেন না, গুরুদাস বাবু আর ছেড়ে আসবেন না। এ দিকে গুরুদাস নৌকায় এসেই মেয়ে মানুষ না দেখতে পেয়ে মহাচুঃখিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু নেসার এমনি অনিচ্ছাচরিত ক্রমতা যে, তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না, গুরুদাস পুনরায় ইয়ারদের স্তোক দিয়ে মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন, কিন্তু তিনি কোথায় গ্যালে পূর্ণমনোরথ হবেন তা নিজেও জানতেন না, বোধ হয় তিনি বার অধীন ও আজ্ঞামুখী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বলতে পারতেন। গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দেখে তাঁর ইয়ারেরাও তাঁর পেছনে পেছনে চলেন। কেবল নাবাগ, ব্রজ ও কেশর নৌকায় বসে অত্যন্ত দুঃখেই—

“ নিশি যায় হার হার কি করি উপায় ।

শাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায় ॥

হ্যাব হ্যাব শশধব অন্তাচলগত সখি,

প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিন মুখী,

আব কি আসিবে কান্ত তুমিতে আমার ॥”

গাইতে লাগলেন—মাজিবা “জুয়াব বই যায়” বলে বার-বার ত্যক্ত কতে লাগলো। জলও ক্রমশ উড়োন চণ্ডীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো—ইয়ার দলের অস্থখের পবিসীমা রইলো না।

গুরুদাস পুনরায় সহরটি প্রদক্ষিণ করলেন—সিঁছবেপটী, শোভাবাজারে ও বাগবাজারের দিক্‌দেখারী তলাটাও দেখে গ্যালেন কিন্তু কোন খানেই সংগ্রহ কতে পালেন না—শেষে আপনার বাড়িতে ফিরে গ্যালেন।

‘আমরা পূর্বেই বলেছি, যে গুরুদাসের এক বিধবা পিসি ছিল। গুরুদাস বাড়ি গিষে তাঁর সেই পিসিরে বলেন যে “পিসি! আমাদের একটি কথা রাখতে হবে” তাঁর পিসি বলেন “বাপু গুরুদাস! কি কথা রাখতে হবে?” তুমি অ্যাকটা কথা বলে আমবা কি রাখবো না! আগে বল দেখি কি কথা?” গুরুদাস বলেন “পিসি যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখতে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়, দেখ পিসি সকলেই একটা ছুটি মেয়ে মানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্ছে, কিন্তু পিসি স্বত্বই বা ক্যামন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জন্য যেন না হলো কিন্তু পাঁচো ইয়ারের স্বত্ব শিরিমিষ বকমে যেতে মন শচ্ছে না—তা পিসি আমোদ কতে কতে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কাব সান্নি তোমাবে কেউ কিছু বলে।” পিসি এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই ওঁই কতে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, স্বতবাং শেষে গুরুদাস ও ইয়াবদেব নিতান্ত অনুরোধ অ্যাডাতে না পেবে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গ্যালেন।

ক্রমে পিসিকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌছিলেন, নৌকোব ইয়াববা গুরুদাসকে মেয়ে মানুষ নিয়ে আসতে দেখে হুঙ্করে ও হবিবোল ধানি দিয়ে বাঁয়ার দামামার ধানি কতে লাগলো, শেষে সকলে নৌকোর উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িবা কোসে রূপারূপ করে দাঁড় বাইতে লাগলো, মাজি হাল বাগিয়ে ধবে সজোবে দেদাব কিঁকে মাতে লাগলো, গুরুদাস ও সমস্ত ইয়াবে

“ভাসিয়ে প্রেম তরি হবি যাচ্ছে যমুনায।

গোপীব কুলে থাকা হলো দাব।

আরে ও। কদম্ তলার বসি বাঁকা বাঁশবি বাজার,

আর মুচুক হোঁসে নয়ন ঠারে কুলের বউ ভুলায় ॥

হৃদর হো । হো ! হো !”

গাইতে লাগলেন, দেখতে দেখতে নৌকো খানি তীবের মত বেরিবে গ্যাল ।

বড বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ ছুপুবের জোয়ারে নৌকো ছোডেচেন । এ দিকে জোয়াবো মরে এলো, তাঁটা ব সারানী পড়লো—নোজোর কবা ও খোঁটায় বাঁধা নৌকো গুলিব পাছা কিবে গ্যাল—জ্যেলেরা ডিকি চডে বেঁউতি জাল তুলতে আবস্ত কলে স্ততবাং যিনি যে অবধি গ্যাচেন তাঁরে সেই খানেই নোজোব কতে হলো—তিলকাঞ্চুনে বাবুদের পানসী, ডিকি, ভাউলে, বজ্জ্বা ও বোট্ বাজার পোট্ জায়গায় ভিড়োনো হলো—গমনাব যাত্রীবা কিনেবাব পাশে পাশে লগিম্যেবে চলেন, পেনিটা কামারহাটি কিছা খড়দয়ে জলপান কবে খেবা দিবে মাহেশ পৌছুবেন ।

ক্রমে দিনমণি অস্ত গ্যাজেন, অভিনারিণী সন্ধ্যা অঙ্কাবাব অম্মনবণে বেকুলেন, প্রিয়সখী প্রকৃতি প্রিয় কার্যেব অম্মনব বুকে কুলদাম উপহাব দিবে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কলেন, বায়ু মৃদু মৃদু বীজন কবে পথক্ৰেশ দূব কতে লাগলেন, বক্ ও বাল্‌সেবা শ্রেণীবর্ধে চলো, চক্রবাক মিথুনেব কাল সময় প্রদোষ, সংসারের সুখ বর্জনব জন্য উপস্থিত হলো, হায় ! সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে কোন কোন বিষয় একেব অপার ছুঃখাবহ হলেও শতেকেব সুখান্ধ হয়ে থাকে ।

পাডাগী অঞ্চলেব কোন কোন গাঁয়েব বওয়াটে ছোঁডাবা যামন মেয়েদের সাজ সকাঙ্গে ঘাটে যাবার পূর্বে পথেব ধারেব পুরণো শিবের মন্দির, ভাঙ্গা কোটা, পুকুরপাড় ও

ঝোঁপ ঝাপে লুকিয়ে থাকে—তেমনি অন্ধকারে এতক্ষণ চাবি দেওয়া হবে, পাতকের ভেতবে ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক ঘন্টার শব্দে সজ্জাব সাদা পেয়ে বেরলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি দোখে বমণীস্বভাবমূলক শালীন-তায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট্ কবে চক্ষু বুজে রইলেন, কিন্তু ফচ্কে ছুড়িদের আঁটা ভাব—কুমুদিনীর মুখে আব হাঁসী হবে না। নোঙ্গোর কবা ও কিনাবাব নৌকোগুলিতে গঙ্গাও কখনাভীত শোভা পেতে লাগলেন, বোধ হতে লাগলো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে নাচতে লেগেচেন, বায়ু চালিত চেউগুলি তবলা বাঁঝাব কাজ কচ্ছে—কোন খানে বালিব খালের নীচে একখানি পিনাশ নোঙ্গোর কবে বসেছেন—বকমাবী বেধডক চল্চে, গঙ্গাব চমৎকাব শোভায় য়ুহু য়ুহু হাওয়াতে ও চেউএব ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্রাশান বৈবাগ্য উপস্থিত হয়েছে, কেউ বা ভাবে মজে পূরবী রাগিণীতে -

“বে যাঁবায় সে যাক্ সখি আমি ভোঁ যাবো না জলে।

যাইতে যমুনা জলে, সে কালা কদম্ব তলে,

আঁখি ঠেবে আমায় বলে, মালা দে বাই আমার গলে।”

গান ধরেচেন, কোন খানে এইমাত্র এক খানি বোট্ নোঙ্গোর করে—বাবু ছাতে উঠলেন, অমনি আর আর সঙ্গীবাও পেচনে পেচনে চলো, এক জন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা কল্লেন চাচ্চা, জারগাটার নাম কি? অমনি বোটের মাজি হজুবে সেলাম ঠুকে “আইগেঁ কাশীপুর কব্তা। এই রতন বাবুর গাট” বলে বকুসিসের উপক্রমণিকা করে রাখলে, বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখতে লাগলেন; ঘাটে অনেক বড় ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনি হাসী ও রসি-

কতায় ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হলো, দু একটা পোষমানবধূও
পরিচয় দাখাতে ক্রটি কল্পে না—সোমাহেব দলে মাহেজ্জ
যোগ উপস্থিত ; বাবুব প্রধান ইষাব বাগ ভেঁজে—

“অনুগত আশ্রিত তোমাব ।

বেখোবে মিনতি আমার ॥

অন্য ঋণ হলে, বাঁচিলাম পলালে,

এ ঋণে না মলে, পবিশোধ নাই ।

অতএব তার, তার, তোমার,

দেখো বে করো নাকো অবিচার ॥

গান জুড়ে দিলেন—সন্ধ্যা আফ্রিক ওয়ালা বুড়ো বুড়ো
মিন্‌ষেবা, ক্ষুদে ক্ষুদে ছ্যেলে, নিকরমা মাগীবা ঘাটেব ওপোর
খাতা বেধে দাঁড়িয়ে গ্যাল, বাবুবাও উংমাহ পেবে সকলে
মিলে গাইতে লাগলেন—মড়া খেকো কুকুব গুলো খেউ খেউ
কবে উঠলো চরস্তী শোবার গুলো ময়লা বে। ভবে ভোঁত্
ভোঁত্ কবে খোয়াদে পালিয়ে গ্যাল ।

কোন বাবুব বজ্জা ববানগবেব পাটের দ্বন্দ্ব মাল্‌নেই
নোজ্জাব কবা হয়েচে, গাঁয়ে বওয়াটে ছ্যেলেবা বাবুদেব বন্ধ
ও সন্ধের মেয়ে মানুষ দেখে ছোট ছোট লুডি পাথব, কাদা ও
মাটির চাপ ছুড়ে আমোদ কত্তে লাগলো, স্তবৎ সে ধাবেব
খড খডে গুলো বন্ধ কত্তে হলো—অ,বো বা কি হয় !

কোন বাবুব ভাউনে বাঁদি শশমণিব নববান্‌ব সাম্‌নে
নোজ্জাব কবেচে, ভেতবেব নেয়ে মান্‌মবা ঈবী সেন নব-
বস্ত্রটি দেখে নিচ্ছে ।

আমাদেব নাযক বাবু গুরুদান বাগবাজারেব পোলেব
আসে পাশেই আছেন, তাঁদেব বাঁবাব এখনো ... রাজ
শোনা যাচ্ছে, আতুরী ও আনিসদেব বেশীভাগ আনাগোনা

হুগ্গে—আনীস ও রমেদেব মৰ্যে যাঁবা গেছলেন, তাঁবাই
 দুনো হযে বেবিষে আশ্চেন ফুদুৰী ও গোলাপী খিলিবা
 দেবতাদেব মত বব দিয়ে অন্তৰ্ধান হয়েচেন, কাক কাক
 তপস্যার কল লাভও সুরু হযেচে—স্নেহময়ী পিসি আঁচল দিয়ে
 বাতাস কচেন, নৌকো খানি অন্ধকাৰ ।

এমন সময় বম্ বম্ হঠাৎ এক পন্থা বৃষ্টি এলো, একটা
 গোল মেলে হাওবা উঠলো, নৌকোৰ পাছা গুলি ভুলতে
 লাগলো—মাজিৰা পাল ও চট মাথায় দিবে বৃষ্টি নিবারণ
 কৰ্ত্তে লাগলো, বাতিৰ প্রায় দুপূৰ ।

সুখেৰ বাতিৰ দেখতে দেখতেই যায়—ক্রমে সুখ-ভাবাব
 সীঁতি পবে হাঁসতে হাঁসতে উষা উদয় হলেন, চাঁদ তাবা-
 দল নিগে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ উষাবে দেখে লজ্জায়
 লান হযে কাঁপতে লাগলেন, কুমুদিনী ঘোমটা টোনে দিলেন,
 পূৰ্ব দিক করসা হযে এলো, ‘জোযাব আইচে’ বলে মাজিরা
 নৌকো খুলে দিলে—ক্রমে সকল নৌকোয় সার বেঁধে মাহেশ
 ও বজতপূৰে চলো, সকল খানিই এখানে বং পোৱা কোন
 কোন খানিতে গলা ভাঙা সূৰে—

“এখনো বজ্জনী আহে বল কোথা যাবে বে প্রাণ ।

কিঞ্চিত বিলম্ব কব হোক্ নিশি অবসান ॥

যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে বঙ্গাব দিত.

কুমুদী মুদিত ততো, শশী যেতো নিজ স্থান ॥

গোনা যাচে, কোন খানি কফিনেব মত নিঃশব্দ—কোন
 খানিতে কান্নার শব্দ—কোথাও নেসাব গৌ গৌ শ্বনি ।

যাত্রীদের নৌকো চলো, জোযাবো প্যেকে এলো, মালারা
 জাল ফেলতে আবস্ত কল্লে—কিনাবায়, সহবেব বড় মানুষের
 ছেলেদেৱ টুকপি ধোপার গাৰা দ্যাখা দিলে, ভটচাঘিবা

প্রাতঃস্নান কন্তে লাগলেন, মাগী ও মিন্‌সেবা লজ্জা মীয়ে
করে, কাপড় তুলে হাঙতে বসেচে, তবকাবীৰ বাজরা সমেত
হেটোবা বদ্বিবাটি ও জীবামপুবে চলো, আড় খেরার পাটুনীবে
সিকি ও আধ পযনার পাব কন্তে লাগলো, বদর ও দফব
গাজীর ফকীরেরা ডিল্লের চড়ে জিক্কে আরন্ত কলো, সূর্য্যদেব
উদয় হলেন দেখে কমলিনী আছাদে ফুটলেন, কিন্তু ইলিশ
মাছ ধড ফডিয়ে মরে গ্যালেন, হাব ! পবত্ৰী কাতরদের - এই,
দশাই ঘটে থাকে ।

যে সকল বাবুদেব খড দ. পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটি
প্রভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ র্তাদেবো ভাবী
ধুম, অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও
আজ শনিবার, কারু কদিনই জমাট বন্দোবস্ত - আয়েস ও
চোহেলের হদ্দ । বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ্
খালাবাব জন্য পান্সী তইবি, হাজ্জাব টাকার বাচ হবে,
এক মাস ধবে নৌতার গতি বাড়াবার জন্য তলাখ চববি ঘসা
হচে ও মাজিদেব লাল উর্দা ও আঙু পেছুব বাদ বাসাই
নিশেন সংগ্রহ হয়েচে - গ্রামস্থ ইযাব দল, খডদর বাবুরা ও
আব আব ভজলোক মধ্যস্থ । বোধ হয় বাদি মহিন্দব নফব -
চীনে বাজাবেব ক্যাবিনেট মেকব - ভারি দৌখিন - সকেব
মাগব বল্লই হয় ।

এ দিকে কোন কোন বাত্ৰী মাহেশ পৌঁছুলেন, কেউ কেউ
নৌকোতেই বইলেন, দুই এক জন ওপরে উঠলেন - মাঠে
লোকারণ্য, বেদি মণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত লোকের ঠেল
মেবেচে, এব ভেতরেই নানাপ্রকার দোকান বসে গ্যাছে
ডিকিরীরা কাপড় পেতে বসে জিক্কে কলো, গায়েরবা গাছে,
আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জুনী ও বাঁরা নিয়ে বকুমরা বিষ্ণু,

কৃষ্ণ নীরনা কুড়ছে, লোকেব হরুরা, মাঠের ধুলো ও রোদের তাভ একত্র হয়ে একটি চমৎকাব মেওয়া প্রস্তুত হয়েছে, অনেকে তাই দিল্লীর লাড্ডুব স্বাদে সাদ করে সেবা কচ্ছেন !

ক্রমে ব্যালা দুই প্রহর ব্যোজে গ্যাল, সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্ছে, গামছা, কমাল চাদব ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্ছে না । জগবন্ধু চাঁদমুখ নিষে বেদির ওপব বসেচেন, চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় বাব, প্রলয় ভুফানে জেলেডিক্রিব তফ্রা খাওয়ার মত সমাগত কুমুদিনীদেব চুর্চশা দ্যাখে কে ।

ক্রমে ব্যালা প্রায় একটা ব্যোজে গ্যাল, জগন্নাথের আব স্নান হয় না — দশ আনীর জমীদার “মহাশয়” বাবুবা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না, কিন্তু পচা আদা ঝালে ভবা — তাঁদের আর আসা হয় না, ক্রমে যাত্রীবা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আস. পাশের গাছ তলা, আম বাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভবে গ্যাল, অনেকের সর্দিগর্দি উপস্থিত, কেউ কেউ নিজে ফুক্লেন, অনেকেই ধুতুরো ফুল দেখতে লাগলো ডাখ ও তরমুজে বণক্ষেত্র হয়ে গ্যাল, লোকেব রজা দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো, সকলেই অস্থির, এমন সময় . গান গ্যাল, বাবুরা এসেচেন । অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী কবে জল ঢালা হলো, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন । চিড়ে দই মুড়ী মুড়কী চাটম কলা দেদার উঠতে লাগলো, খোস-পোসাকী বাবুবা খাওয়া দাওয়া কল্লেন, অনেকেব আমোদেই পেট ভবে গ্যাছে, স্নতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হলো না । কিছু কণ বিজ্ঞানের পর তিনটে, শেষে চাবটে ব্যোজে গ্যাল, বাচ খ্যালা আরস্ত হলো — কার নৌকা আগে গিয়ে নিশেন ন্যায় এবি তামাম্ম দ্যাখবার জন্য সকল নৌকোই ধুলে দেওয়া হলো,

অবশ্যই এক দল জিজ্ঞাসেন, সকলে জুটে হারের হাড্ডি ও জিতেব বাহব। দিলেন, অনিবাত্রার আমোদ ফুরুলো। সকলে বাড়ি মুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে লাগলো; শেষে ততই গরমিবোধ হতে লাগলো কাশীপুরের চিনির কল বালির ব্রিজ, কেউ পার হবে প্রসন্নকুমারঠাকুরের ঘাটে উঠলেন, কেউ বাগবাজার ও আইবিটোলার ঘাটে নাবলেন। সকলেরই বিবল বদন-জ্ঞান মুখ, অনেককেই ধরে তুলতে হলো; শেষ চার পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড মরে-ফিরতি, গোলের দরুণ আমবা গুরুদাস বাবুর নৌকা খানা ঘোচে নিতে পারেন না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত ।



